অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষ নিরূপণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে
এম. ফিল. উপাধিপ্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত
বর্ষ ২০১৭-২০১৯

মেবার হোসেন
দর্শন বিভাগ
যাদাবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০০৩২

Certified that the thesis entitled, **অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষ নিরূপণ,** submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at **Department of Philosophy, Jadavpur University,** thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Mebar Hossain 21.05.19

Name : MEBAR HOSSAIN

Roll No. MPPH194016

Reg. No. 124454 of 13-14

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **MEBAR HOSSAIN** entitled **অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষ নিরূপণ**, is now ready for submission towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University.

24/05/19 21.5.19 Rupa Bandyopadhyay 21.05.19

Head
Department of **Philosophy**

Head
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Supervisor & Convener of RAC

PREETAM GHOSHAL
Associate Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University

Member of RAC

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

বিস্‌মিল্লাহির্ রহ্‌মানির্ রাহিম

প্রস্তাবনা

পরম করুণাময় জগদীশ্বরের সদিচ্ছায় "অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষ নিরূপণ" শীর্ষক নাতিদীর্ঘ গবেষণানিবন্ধ সমাপ্ত হইল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অতিরিক্তভাবে অদ্বৈতশাস্ত্র অধ্যয়নে আমার হাতেখড়ি হইয়াছিল অধ্যাপিকা ডঃ পিয়ালী পালিত, অধ্যাপিকা ডঃ রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ডঃ প্রয়াস সরকার মহাশয়ের নিকটে। তাঁহাদের অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নে অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলাম। আমি প্রথমেই তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

অদ্বৈততত্ত্বের সার হইলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেই জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশিত এবং পুনরায় উহা সেই ব্রহ্মেই লীন হয়। এই রহস্যময় ব্যাখ্যার নিমিত্ত অদ্বৈতাচার্যগণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইল, অদ্বৈতমতে বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্ম একমাত্র তত্ত্ব হওয়ায় বিদ্যা-বিরোধী এই অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিবে? ইহার উত্তরে বিবিধ মত দৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে আমরা এই বিষয়ে ভামতীপ্রস্থান এবং বিবরণপ্রস্থানের মতের বিচারপূর্বক আলোচনা করিয়া ভামতীর সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ জীবাশ্রিতত্বপক্ষকেই সমর্থন করিয়াছি।

গবেষণাকার্যের সর্বপ্রকারে যিনি সাহায্য করিয়া ইহার সম্পূর্ণতা সম্পাদনে সহায়ক হইয়াছেন, আমার সেই পূজ্যপাদ অধ্যাপক ডঃ প্রীতম ঘোষাল মহাশয়ের পদযুগলে অসংখ্য প্রণাম জানাইতেছি। তাঁহার অতি ধর্য্য এবং যত্নের সহিত মূল সংস্কৃত

শাস্ত্রসমূহের পাঠদান ব্যতীত ইহা সম্ভব হইত না। আমি চিরজীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

যাঁহার পরামর্শ ও দিক্‌দর্শন ব্যতীত সৌষ্ঠব সম্ভব হইত না, আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয়া ডঃ রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ার নিকটও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গবেষণার মূল সহায়ক বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুস্তকাদির জন্য আমি বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গন্থাগারের কাছে অতিরিক্তভাবে ঋণগ্রস্থ হইয়াছি।

আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ মানোয়ার হোসেন ও শ্রদ্ধেয়া মাতা ফতেমা বিবির নিকট, যাঁহাদের স্নেহ-মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও শুভকামনায় আমার জীবনের পথ চলা আরম্ভ হইয়াছিল। আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং সদস্যাবৃন্দের নিকটও বিশেষ করিয়া বড়দা মোঃ আবুবাক্কার সিদ্দিক ও মোঃ হজরত উমর আলির নিকট আজীবন ঋণী থাকিব। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতা আমার উচ্চশিক্ষা অর্জনের কাণ্ডারি হইয়াছে। ইহার সহিত গবেষণাকার্যে নন-নেট ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকটও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি আমার অত্যন্ত প্রিয় দাদা ফারুক আব্দুল্লাকে, যাঁহাকে আমি জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূলতারোধে সঙ্গে পাইয়াছি। আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ থাকিব আমার অতি স্নেহের ভাই নাওয়াজ শরীফের নিকট, সে তাহার মূল্যবান সময় দিয়া গবেষণার মূদ্রণকার্যে সহায়তা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমার ভাতৃপ্রতিম মোঃ জুবাইর সেখ, তুলারাম সিংহ, সুজয় সরকার, অনির্বান দেব এবং গিয়াসুদ্দিন মণ্ডলকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গবেষণাকার্য চলাকালীন

আমাকে তাহারা যেকোন কার্যে তৎক্ষণাৎ সহযোগিতা করিয়া বিশেষভাবে ঋণী করিয়াছে। সর্বোপরি আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এক্ষণে ইহা না বলিলে নীতিবিরুদ্ধ হইয়া যায়, এই গবেষণানিবন্ধের স্পষ্টতা, যথার্থতা ও সৌষ্ঠবের সম্পূর্ণ কৃতিত্বই আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডঃ প্রীতম ঘোষাল মহাশয়ের। ইহার যতটুকু অস্পষ্টতা, অযথার্থতা ও অসৌষ্ঠব, তাহার সম্পূর্ণদায় আমার নিজের।

পরিশেষে আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপিকা ডঃ রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ডঃ প্রীতম ঘোষাল মহাশয়ের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া গবেষণানিবন্ধটির রচনা সমাপ্ত করিলাম।

শঙ্কর জয়ন্তী,

শুক্লা পঞ্চমী

বৈশাখ, ১৪২৬

ইতি

মেবার হোসেন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

ভূমিকা ১-৯

প্রথমঅধ্যায়ঃ

ভামতীপ্রস্থানে অজ্ঞানের স্বরূপ ১০-২৯

- অবিদ্যা-ই অদ্বৈতশাস্ত্রের পৃথক্‌প্রস্থান ১০
- অবিদ্যার লক্ষণ ১৩
- অবিদ্যায় প্রমাণ ১৮
- অবিদ্যার স্বরূপ ২২
- অবিদ্যা-দ্বিতয় ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষ উপস্থাপন ৩০-৫৬

- অবিদ্যার আশ্রয়ত্বে ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মত ৩১
- অবিদ্যার আশ্রয়ত্বে ভামতীকারের মত ৪৭

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে পূর্বপক্ষ উপস্থাপন ৫৭-৭২

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব পুনঃস্থাপন ৭৩-৯৯

- অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে কল্পতরুকার এবং পরিমলকারের সমাধান ৭৪

- অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব ভাষ্যকারকর্তৃক সমর্থিত ৭৪
- চিৎসুখীয় আপত্তির সমাধান ৭৯
- অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে বাধোদ্ধার ৮৪
- অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের সমাধান ৯৫

উপসংহার ৯৯-১০৭

গ্রন্থপঞ্জি ১০৮-১১০

ভূমিকা

অদ্বৈতমতে, শুদ্ধ ব্রহ্মই মায়ার দ্বারা অবছিন্ন হইয়া জগদাকারে পরিণত হইয়া থাকেন। এই মায়া হইল ব্রহ্মের শক্তি। মায়া বা অবিদ্যা প্রমাণ সিদ্ধ নহে, কিন্ত সাক্ষী চৈতন্যবেদ্য।[১] যদ্যপি অজ্ঞান প্রমাণবেদ্য নহে তথাপি অজ্ঞানের অভাবভিন্নত্ব, অনাদিত্ব, জ্ঞাননিবর্ত্যাদি প্রভৃতি ধর্ম অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞান সাক্ষীবেদ্য।

এক্ষণে প্রশ্ন হইল, অজ্ঞান সাক্ষীবেদ্য হইলেও সেই অজ্ঞান কাহাকে বিষয় করে এবং কোথায় আশ্রিত থাকে? অজ্ঞান যে শুদ্ধ চৈতন্যকেই বিষয় করে এতদ্বিষয়ে কোন মতভেদ নাই।[২] বিবরণকার বলিয়াছেন, অবিদ্যার অনাত্ম বিষয়কে আবৃত করিবার কোন প্রয়োজনও নাই। এই হেতু অবিদ্যা অনাত্ম পদার্থকে আবৃত করেনা, কিন্ত আত্ম পদার্থকে বা চৈতন্যকেই আবৃত করে থাকে।

অবিদ্যার চিন্মাত্রবিষয়ত্বে বিবাদ না থাকিলেও আশ্রয়ত্ব বিষয়ে অবশ্যই বিবাদ রহিয়াছে। অবিদ্যার আশ্রয় কী হইতে পারে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া অদ্বৈতসমাজে ত্রিবিধ মত দৃষ্ট হইয়াছে। যথা-

১. অবিদ্যা চৈতন্যে আশ্রিত

২. অবিদ্যা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে আশ্রিত

৩. অবিদ্যা জীবে আশ্রিত

---

১. ***অদ্বৈতসিদ্ধি***, পৃ. ৫৭৫
"সাচাবিদ্যা সাক্ষিবেদ্যা।"

২. তত্রৈব, পৃঃ ৫৮৬
"অবিদ্যায়া বিষয়োঽপি সুবচঃ। তথাহি চিন্মাত্রমেবাবিদ্যাবিষয়ঃ।"

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে আমরা উক্ত ত্রিবিধ পক্ষের মধ্যে তৃতীয় পক্ষটিই বিচারপূর্বক স্থাপন করিব।

বিবরণসম্প্রদায়ের মতে, অবিদ্যা শুদ্ধ ব্রহ্মে আশ্রিত।[৩] বিবরণকারের এই মত ব্যক্ত করিতে সর্বজ্ঞাত্মমুনি বলিলেন,

> আশ্রয়ত্ববিষয়ভাগিনী নির্বিভাগচিতিরেব কেবলা।
> পূর্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ।।[৪]

অভিপ্রায় এই, জীব ঈশ্বর ইত্যাদি ভেদসমূহ শুদ্ধচৈতন্যে মূলাজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। কারণ, জীবেশাদির পূর্বে সিদ্ধ অজ্ঞান কদাপি পশ্চাৎ সিদ্ধ জীব বা ঈশ্বরকে আশ্রয় করিতে পারেনা। প্রতিবিম্ববাদে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, যেক্ষণে দর্পণের সহিত মুখের সম্বন্ধ হয় নাই, সেক্ষণে সেই মুখ বিম্ব-প্রতিবিম্ব সংজ্ঞা হইতে ভিন্ন মুখমাত্র বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সেই মুখের সহিত দর্পণের সান্নিধ্য হইলে সেই শুদ্ধ মুখমাত্র বিম্ব মুখে পরিণত হয় এবং দর্পণে যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায় তাহা প্রতিবিম্ব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। সুতরাং দর্পণ সান্নিধ্যে একই শুদ্ধ মুখ বিম্ব এবং প্রতিবিম্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেবল তাহাই নহে দর্পণগত মালিন্যাদির আরোপ প্রতিবিম্ব মুখেই হয়ে থাকে, শুদ্ধ মুখে হয়না। একই প্রকারে যাবৎ অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মে সম্বন্ধ না হয়, তাবৎ তিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম। সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম অবিদ্যার সহিত সম্বদ্ধ হইলে ঈশ্বর এবং জীবরূপে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকেন। অর্থাৎ অবিদ্যা সান্নিধ্যে শুদ্ধ চৈতন্য বিম্বচৈতন্য সংজ্ঞায় অভিহিত হন, ইনি ঈশ্বর, পুনরায় অবিদ্যায় যে প্রতিচ্ছবি পড়ে , সেই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য হইলেন জীব। একই প্রকারে অবিদ্যাগত দোষের আরোপ জীবে বা প্রতিবিম্ব চৈতন্যেই হইয়া থাকে, ঈশ্বর বা বিম্ব

---

৩. *বিবরণ,* পৃ. ২৮৬

"ইহাপি চিৎস্বরূপমাত্রসংবন্ধ্যজ্ঞাবং জীবব্রহ্মব্যবহারভেদং প্রবর্তয়তি।"

৪. *সংক্ষেপশারীরক,* ১/৩১৯

চৈতন্যে হয়না। কারণ, উপাধির[৫] স্বভাবই এই যে, সে স্বীয় ধর্মকে সর্বদা প্রতিবিম্বেই আরোপ করিয়া থাকে এবং তাহাতে মনে হয় যে, সেই ধর্মটি প্রতিবিম্বেরই ; বস্তুতঃ উহা অধ্যাসমাত্র।[৬] বিবরণকারও বলিয়াছেন, "ননু দর্পনাদি দ্রব্যং বা কিংসম্বন্ধি বিম্বভেদনিমিত্তম্? মুখমাত্রসম্বন্ধিনিচেৎ, ইহাপি চিৎস্বরূপমাত্রসম্বন্ধজ্ঞানম্ তত্র জীবব্রহ্মব্যবহারভেদম্ প্রবর্তয়তে কথং পুণঃ স্বরূপমাত্রসম্বন্ধিনোঽজ্ঞানস্য ব্রহ্মস্বরূপং পরিহৃত্য জীববিভাগ একপক্ষপাতিতা? ননু দর্পনঘটাদের্মুখাকারভেদে হেতুতয়া মুখাদিসংসর্গিনোঽপি বিম্বাকাশো পরিহৃত্য প্রতিবিম্ব ঘটাকাশাদিপক্ষপাতিত্ববদিতি-বদামঃ।"[৭]

কেহ মনে করিতে পারেন, চিন্মাত্রস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অজ্ঞানের আশ্রয়তা স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে অজ্ঞ বলিতে হইবে; কারণ অজ্ঞান যাহাতে আশ্রিত তিনি অজ্ঞই হইয়া থাকেন। ব্রহ্মগত অজ্ঞতা স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মগত সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারিবেনা। সর্বজ্ঞতা ও অজ্ঞতা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম হওয়ায় উহাদের একাধিকরণস্থিতি অসম্ভব। আরও কথা এই যে, ব্রহ্মকে অজ্ঞ বলিলে "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ"[৮]প্রভৃতি শ্রুতির বিরোধ হয়।

---

৫. যাহা সমীপবর্তী কোন পদার্থে স্বীয় ধর্মের আরোপ করিয়া থাকে তাহাই উপাধি। যেমন— একটি স্ফটিকের পশ্চাতে একটি জবাকুসুম রাখিলে স্ফটিকটিকেই রক্তবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি রক্তস্ফটিক। কিন্তু স্ফটিক রক্তবর্ণবিশিষ্ট নহে; এই স্থলে জবাকুসুম স্বীয় রক্তরূপকে স্ফটিকনিষ্ঠরূপে ভাসমান করায় বলিয়া জবাকুসুম হইল উপাধি। এই হেতু আচার্যগণ উপাধির লক্ষণস্বরূপ বলেন— 'যঃ স্বধর্মম্ অন্যনিষ্ঠতয়া ভাসয়তি স উপাধি'।

৬. ***অদ্বৈতসিদ্ধি***, পৃ. ৫৭৭

"দর্পনস্য মুখমাত্রসম্বন্ধেঽপি প্রতিমুখে মালিন্যবৎ প্রতিবিম্বে জীবে সংসারঃ, ন বিম্বে ব্রহ্মণি; উপাধেঃ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বাৎ।"

লঘুচন্দ্রিকা, পৃ. ৫৭৭

"প্রতিবিম্ব এব কার্যবিশেষজনকত্বাৎ। যথা মলিনদর্পণঃ মালিন্যং স্বান্তর্গতত্বং চ প্রতিবিম্ব এব জনয়তি, ন তু বিম্বে; তথা অবিদ্যা জীবং প্রত্যেবাবৃণোতি, আবরণপ্রযুক্তং মনআদিকার্য চ জীব এব জনয়তীতি ভাবঃ।"

৭. ***বিবরণ***, পৃ. ২১৯

৮. ***মুণ্ডক উপনিষদ্***—১/১/৯

সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন সর্বজ্ঞতা শুদ্ধ চৈতন্যে থাকেনা কিন্তু বিশিষ্ট চৈতন্যেই থাকে। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী মাণ্ডক্য কারিকা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—

"নাত্মানং ন পরাংশ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তুর্যং তৎ সর্বদৃক্ সদা।।"[৯]

পূর্বপক্ষীর মতে, 'তুর্যং তৎ সর্বদৃক্ সদা' এই সন্দর্ভের অর্থ হইল তুর্য অর্থাৎ প্রপঞ্চশূন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম, সদা অর্থাৎ সর্বকালে, সর্বদৃক অর্থাৎ সর্বজ্ঞই হইয়া থাকেন। এই প্রকারে পূর্বপক্ষী শুদ্ধ ব্রহ্মেই সর্বজ্ঞতা প্রতিপাদন করিতেছেন।

এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডনে অবিদ্যার সর্বজ্ঞতাশ্রয়ত্ববাদী বলিতেছেন, প্রথমতঃ 'যঃ সর্বজ্ঞঃ' এই শ্রুতি শুদ্ধ চৈতন্যে সর্বজ্ঞতার প্রতিপাদন করিতেছেন না; কিন্তু বিম্বত্ববিশিষ্ট ঈশ্বরে প্রতিপাদন করিতেছেন। কীরূপে শুদ্ধ চৈতন্য বিম্ব চৈতন্যরূপে ঈশ্বর সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন তাহা আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। এই স্থলে তাহার পুনরুক্তি করা হইলনা।

দ্বিতীয়তঃ, 'তুর্যং সর্বদৃক্' প্রভৃতি বাক্যে সর্বদৃক্ পদের দ্বারা সর্বজ্ঞতার অভিধান না করিয়া সর্বাবভাসক চৈতন্যেরই অভিধান করা হইয়াছে। সেই সর্বাবভাসক চৈতন্যই হইলেন শুদ্ধ চৈতন্য।[১০]

তৃতীয়তঃ, বিশিষ্ট চৈতন্যনিষ্ঠ সর্বজ্ঞতার নিস্পত্তি দুই প্রকারে হইতে পারে— ১. বৃত্তি জ্ঞানের দ্বারা এবং ২. স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা। অভিপ্রায় এই, মায়াবৃত্তি জ্ঞানের দ্বারা বা

---

৯. *মাণ্ডক্য কারিকা*—১/১২

১০. *অদ্বৈতসিদ্ধি*, পৃ. ৫৮৩

"ননু শুদ্ধব্রহ্মণঃ চিন্মাত্রস্যাজ্ঞানাশ্রয়ত্বে সার্বজ্ঞ্যবিরোধঃ। নচ— বিশিষ্ট এব সার্বজ্ঞ্যম্; 'তুরীয়ং সর্বদৃক্সদা' ইতি শুদ্ধস্যৈব সর্বজ্ঞত্বোক্তেরিতি— চেন্ন; সর্বদৃক্পদেন সর্বেষাং দৃগ্ভূতং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে; ন তু সর্বজ্ঞং তুরীয়ম্; তস্মাদ্বিশিষ্ট এব সার্বজ্ঞ্যম্।"

লঘুচন্দ্রিকা, পৃ. ৫৮৩

"সর্বেষাং দৃক্ সর্বভাসিকা। ভূতমভিন্নম্। চৈতন্যং শুদ্ধচিৎ।"

অবিদ্যাবৃত্তি জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরই সর্বজ্ঞতার আশ্রয় হইয়া থাকেন অর্থাৎ সর্বদৃশ্যাকারবৃত্তি থাকে বলিয়াই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রকারে যে সর্বজ্ঞতা তাহার অর্থ হইল সম্পূর্ণ প্রপঞ্চের প্রকাশ যে জ্ঞান, যাহা চৈতন্য স্বরূপ, সেই জ্ঞানের দ্বারাও সর্বজ্ঞতা সম্ভব। অজ্ঞান নিবর্তক প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তি কেবল জীবেই হইয়া থাকে; ঈশ্বরে হয়না। কারণ; ঈশ্বরের অন্তঃকরণ নাই, অজ্ঞানও নাই। এই হেতু ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রমা বলা হয় নাই। স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্বরূপ চৈতন্য স্বতঃ অসঙ্গ বলিয়া বিষয়ের সহিত অবিদ্যার দ্বারাই সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এই সকল কথা চিৎসুখাচার্য[১১] বলিয়াছেন, তাহা আমরা যথা স্থানে প্রকাশ করিব।

পূর্বে সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন স্বরূপভূত চৈতন্য অসঙ্গ। অতএব তাঁহার সহিত বিষয়ের স্বতঃ সম্বন্ধ হইতে পারেনা; এই হেতু বিষয়ের সহিত স্বরূপভূত সম্বন্ধের নিমিত্ত অবিদ্যা স্বীকৃত হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, স্বরূপজ্ঞান যদি স্বতঃ অসঙ্গই হইয়া থাকে তাহা হইলে কালাদির সহিত উহার সম্বন্ধ সম্ভব হইবেনা। সুতরাং উহার সত্তা কীরূপ স্বীকৃত হইবে? বস্তুতঃ সত্ত্বর লক্ষণ কালসম্বন্ধিত্ব অর্থাৎ কালের সহিত যাহা সম্বদ্ধ তাহাকেই সৎ বলা হয়; অপরপক্ষে যাহার কালের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই তাহাকে অসৎ বলা হয়। যেমন- শশশৃঙ্গ। এই প্রকারে স্বরূপভূত চৈতন্যের অবিদ্যা ব্যতিরেকে স্বতঃ সর্বদেশের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় সর্বভূত চৈতন্যে অসর্বজ্ঞত্বের আপত্তি হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তী যেরূপে স্বরূপভূত চৈতন্যে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের নিমিত্ত অবিদ্যা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু স্বরূপভূত চৈতন্যে অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধের নিমিত্ত অনবস্থার ভয়ে অন্যকিছু স্বীকার করেন নাই; অপিতু স্বরূপভূত চৈতন্যে অবিদ্যার

---

১১. *চিৎসুখী*, ৪/৪, পৃ. ৫৭৮

"স্বরূপেনঃ প্রমানৈর্বা সর্বজ্ঞত্বং দ্বিধা স্থিতম্।
তচ্চোভয়ং বিনা বিদ্যাসম্বন্ধং নৈব সিদ্ধতি।।"

স্বতঃ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। একই প্রকারে স্বরূপভূত চৈতন্যের সহিত দেশ-কালাদি বিষয়েও স্বতঃ সম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে। সুতরাং স্বরূপভূত চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধের নিমিত্ত অবিদ্যা স্বীকারের কোনও প্রয়োজন নাই। উক্ত সমস্যার সমাধানে অদ্বৈতী বলিতেছেন, পূর্বপক্ষীর উপর্যুক্ত আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, দৃষ্টান্তভূত অবিদ্যার শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধটিও আবিদ্যক এবং আবিদ্যক সম্বন্ধ অবিদ্যার দ্বারাই সম্ভব।[১২]

পূর্বপক্ষী আরও বলিয়াছেন শুদ্ধ চৈতন্য এবং অবিদ্যার মধ্যে সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইবে। ইহার সমাধানে অদ্বৈতী বলিয়া থাকেন যে, শুদ্ধ চৈতন্য এবং অবিদ্যা এতদুভয়ের সম্বন্ধ অনাদি। সুতরাং অনবস্থার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকারে শুদ্ধ চৈতন্য এবং অবিদ্যার মধ্যে কাল্পনিক সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিলে সিদ্ধান্তে কোনও হানি হইবেনা।

পূর্বপক্ষী আরও বলিয়াছিলেন, কাল-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে চৈতন্যে অসত্তাপত্তি এবং দেশ সম্বন্ধ ব্যতিরেকে চৈতন্যে অবিভূত্বাপত্তি হইবে। ইহার খণ্ডনে বলা যাইতে পারে কাল এবং কালসম্বন্ধে যেরূপ স্বতঃ কালসম্বন্ধ না থাকিলেও কাল এবং কালসম্বন্ধে সত্ত্ব অঙ্গীকৃত হয় একই প্রকারে চৈতন্যে স্বতঃকালসম্বন্ধ না থাকিলেও সত্ত্ব অঙ্গীকৃত হয়। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তমতে, চৈতন্যে স্বতঃ কালসম্বন্ধ না থাকিলেও অবিদ্যার দ্বারা চৈতন্যের সহিত কালের সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হয়। অতএব চৈতন্যগত সত্ত্বের উপপত্তি সম্ভব। এইপ্রকারে স্বতঃ বা পরতঃ যে দেশের সম্বন্ধী হইবে তাহাতে বিভুত্ব স্বীকার করা হয়।

---

১২. *অদ্বৈতসিদ্ধি*, পৃ. ৫৮৪

"নচ স্বরূপজ্ঞপ্তেঃ স্বতঃ কালাদ্যসম্বন্ধেঽসত্ত্বাপাতেন স্বতঃসম্বন্ধাভাবেঽসর্বগতত্বাপাতেন চাবিদ্যয়েব স্বত এবান্যেন সম্বন্ধো বক্তব্য ইতি— বাচ্যম্; অবিদ্যাসম্বন্ধস্যাপ্যাবিদ্যকত্বেনাবিদ্যয়েবেতি দৃষ্টান্তানুপপত্তেঃ।"

চৈতন্যের সহিত পরতঃ সম্বন্ধ হইলেও চৈতন্যের অসঙ্গত্ব অব্যাহত; কারণ স্বতঃ সম্বন্ধাভাবের বোধনে অসঙ্গতা প্রতিপাদন শ্রুতির তাৎপর্য।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, যিনি সর্বজ্ঞ তাঁহাতে অজ্ঞতা বা অজ্ঞানাশ্রয়তা থাকিতে পারেনা। কিন্ত এইরূপ বক্তব্যও অদ্বৈত দৃষ্টিতে সমীচীন নহে। কারণ, শুদ্ধ চৈতন্যে স্বতঃ অজ্ঞানাশ্রয়তা এবং ঔপাধিক সর্বজ্ঞতার কোন বিরোধ নাই। শুদ্ধ চৈতন্যে প্রতিপাদিত সর্বজ্ঞতার অর্থ হইল সবার্থভাসকতা। সুতরাং অবিদ্যা শুদ্ধ চৈতন্যেও আশ্রিত হইতে পারে।[১৩]

কোন কোন মতে অবিদ্যা জীবেও আশ্রিত হইতে পারে। ব্রহ্মসিদ্ধিকার আচার্য মণ্ডন মিশ্র অবিদ্যাকে জীবে আশ্রিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরবর্তীতে ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রও ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মত সমর্থন করিয়াছেন। আচার্য *ভামতী*-তে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "নাবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া, কিন্ত জীবে, সা ত্বনির্বচনীয়েত্যুক্তং, তেন নিত্যশুদ্ধমেব ব্রহ্ম।"[১৪]

মণ্ডন মিশ্র জীবকেই জগত উৎপত্তির উপাদানকারণ অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইল, অদ্বৈতমতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ব্রহ্মকে অবিদ্যার আশ্রয় না বলিয়া জীবকে আশ্রয় বলিবার কী সার্থকতা রহিয়াছে? ইহার উত্তরে ব্রহ্মসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, জীব ও ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক হইলেও কল্পনার দ্বারা তাঁহাদের ভেদ হইয়া থাকে। আরও বলিয়াছেন, এই কল্পনাজ্ঞান ব্রহ্মে হইতে পারেনা,

---

১৩. ***অদ্বৈতসিদ্ধি,*** পৃ. ৫৮৪

"স্বতঃ পরতো বা কালাদিসম্বন্ধেন সর্বসম্বন্ধেন চাসদ্বৈলক্ষণ্যসর্বগতত্বয়োরূপপত্তের্ন তয়োরর্থে স্বতঃ কালসম্বন্ধসর্বসম্বন্ধাপেক্ষা। অসঙ্গত্বশ্রুতিরপি স্বতঃ সঙ্গাভাববিষয়ত্বেনোপপদ্যতে। অত এব— 'অজ্ঞতাঽখিলসংবেত্তুর্ঘটতে ন কুতশ্চনে'তি— নিরস্তম্।"

১৪. ***ভামতী,*** পৃ. ১২৬

কারণ তিনি বিদ্যাস্বরূপ। তাই জীবেই কল্পনা হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ বলিলে দোষ হইয়া পড়ে। জীব নিজেই তো প্রথমে কল্পনার দ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় এবং তজ্জন্য অবিদ্যা আবশ্যক হইবে। কাজেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদের পূর্বে এই অবিদ্যা কোথায় আশ্রিত হইবে? জীবসৃষ্টির পূর্বে অবিদ্যা জীবে আশ্রিত হইতে পারেনা। সুতরাং কল্পনাকে জীবে আশ্রিত বলিলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ অনিবার্য হইবে।[১৫] যেহেতু কল্পনার উপপত্তির জন্য জীববিভাগ তথা অবিদ্যা আবশ্যক এবং জীববিভাগের উপপত্তির জন্য কল্পনা আবশ্যক।

আচার্য মণ্ডন মিশ্র দুইভাবে উক্ত আপত্তির সমাধান দিয়ে অবিদ্যার আশ্রয় যে জীবই তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা আমরা নিবন্ধমধ্যে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। ভামিতীকার অবিদ্যার আশ্রয় বিষয়ে মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করিয়া জীবকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়াছেন। ভগবান ভাষ্যকার জগদ্-বীজ অবিদ্যাকে স্পষ্টই পরমেশ্বরাশ্রয়া[১৬] বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। উক্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভামতীকার বলিয়াছেন যে, ভাষ্যের আশ্রয় শব্দের অর্থ বিষয়, 'পরমেশ্বরাশ্রয়া'র অর্থ হইল পরমেশ্বরবিষয়া। এতদ্ব্যতীত বাস্তব অনুভবকে অবলম্বন করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'আমি(জীব) ব্রহ্মকে জানিনা'— এরূপ বাক্য হইতে স্পষ্ট হয় যে, অজ্ঞান জীবে বর্তমান।

---

১৫. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, পৃ. ১০

"সত্যং পরমার্থতঃ; কল্পনয়া তু ভিদ্যন্তে। কস্য পুনঃ কল্পনা ভেদিকা? ন তাবৎ ব্রহ্মণঃ, তস্য বিদ্যাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ; নাপি জীবানাম্ কল্পনায়াঃ প্রাক্ তদভাবাৎ, ইতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ— কল্পনাধীনো হি জীববিভাগঃ, জীবাশ্রয়া কল্পনেতি।"

১৬. *ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্যম্*—১/৪/৩)

"পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ।"

ব্রহ্মসিদ্ধিকারের পূর্বে ও পরে এবং ভামতীকারের পূর্বে ও পরে বিবরণসম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার্য বিভিন্ন প্রকারে মণ্ডন-ভামতীমত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে অমলানন্দস্বামী ও অপ্পয়দীক্ষিত তদীয় *বেদান্তকল্পতরু* ও *কল্পতরুপরিমল* সেই সকল পূর্বপক্ষের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া ভামতীপ্রস্থানের মতকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। কেবল ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ-ই নহেন, পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য শ্রী মধুসূদন সরস্বতী বিবরণপ্রস্থানের আচার্য হইয়াও অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে যে কোনও দোষ নাই, তাহা দেখাইয়াছেন।

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষ স্থাপনের নিমিত্ত আমরা গবেষণানিবন্ধে মোট চারটি অধ্যায় গ্রহণ করিয়াছি। তন্মধ্যে—

প্রথম অধ্যায়ে অজ্ঞানের স্বরূপাদি বিষয়ে মূলতঃ ভামতীপ্রস্থানের মত প্রদর্শিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে *ব্রহ্মসিদ্ধি* ও *ভামতী* অবলম্বনে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে সাম্প্রদায়িক মতটি উপস্থাপিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিবরণপ্রস্থান অবলম্বনে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে দোষসমূহ প্রদর্শিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে *কল্পতরু, পরিমল* ও *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনে বিবরণপ্রস্থানপ্রদর্শিত দোষগুলির উদ্ধার করিয়া অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে মণ্ডন-বাচস্পতিমত পুনঃস্থাপিত হইবে।

উপসংহারে ব্রহ্মসিদ্ধিকার ও ভামতীকারের মতের বৈশিষ্ট অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করা হইবে।

প্রথম অধ্যায়

ভামতীপ্রস্থানে অজ্ঞানের স্বরূপ

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার *ব্রহ্মনামাবলী* গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে একটি শ্লোকের মাধ্যমে অদ্বৈতবেদান্তের সারসিদ্ধান্ত নিবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন— 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'[১]— ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মই কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা পর নহেন। ব্রহ্মই যদি সত্য এবং একমাত্র তত্ত্ব হইয়া থাকেন তাহা হইলে ভেদময় এই অখিল প্রপঞ্চের অস্তিত্ব কীপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়?— এই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যেই অবিদ্যাকে স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এই অবিদ্যার স্বরূপ যথাযথরূপে না বুঝিলে অদ্বৈতবেদান্তের মূল রহস্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। অবিদ্যার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে ইহাই প্রদর্শন করিব যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই অদ্বৈতশাস্ত্রের পৃথক্‌প্রস্থান। তদনন্তর, অজ্ঞানের লক্ষন-প্রমাণ, স্বরূপাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে।

১

অবিদ্যা-ই অদ্বৈতশাস্ত্রের পৃথক্‌প্রস্থান

ব্রহ্মই যে অদ্বৈতশাস্ত্রের একমাত্র প্রমেয়, তাহা *ব্রহ্মসূত্রে*-র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"— এইরূপ সূত্র হইতেই নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, সমগ্র শ্রুতির তাৎপর্যও যে অদ্বয় ব্রহ্মেই তাহাও মহর্ষি সূত্রকার *ব্রহ্মসূত্রে*-র প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে, প্রশ্ন এই যে, অদ্বৈতশাস্ত্রে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও প্রমেয় পদার্থ না থাকায় অজ্ঞান বা অবিদ্যালোচনার অবকাশ কোথায়?

---

১. *ব্রহ্মনামাবলী* - ২১

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য অদ্বৈতবেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য হইলেও 'অহমিদম্' 'মমেদম্' অর্থাৎ 'আমি ইহা' 'আমার ইহা'— জীবের ইত্যাকার অনুভবের দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্য সিদ্ধান্তটি বাধিত হয়। ফলতঃ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য বা অভিন্নত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে অদ্বৈতীকে প্রথমেই অহমাকার প্রতীতির ভ্রমত্ব সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু কেবল অহমাকার প্রতীতিসমূহের ভ্রমত্ব সাধন দ্বারা ব্রহ্মই যে কেবলমাত্র প্রমেয় তাহা সিদ্ধ হয় না । ব্রহ্মের কেবলপ্রমেয়ত্ব স্থাপন করিতে হইলে ব্রহ্মভিন্ন তাবৎ পদার্থের অপ্রমেয়ত্ব বা মিথ্যাত্ব স্থাপন করিতে হইবে। এইপ্রসঙ্গে বলিতে হয় যে, অদ্বৈতমতে ভ্রমজ্ঞান এবং ভ্রমের বিষয়— এতদুভয়ই মিথ্যা হওয়ায় তাহাদের উৎপত্তি কোনও সৎহেতু হইতে সম্ভব নহে। চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত এই বিশাল বৈচিত্রময় জগৎ প্রপঞ্চের মূল উপাদান হইল অজ্ঞান বা অবিদ্যা। তাই অজ্ঞান স্বীকার না করিলে এই দৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব সাধন করা যাইবে না, আর জগতের মিথ্যাত্ব সাধিত না হইলে অহমাকার প্রতীতিসমূহের ভ্রমত্বও প্রদর্শন করা যাইবে না এবং অহমাকার প্রতীতির ভ্রমত্ব প্রদর্শিত না হইলে অদ্বৈতশাস্ত্রের মূল প্রয়োজন আমি-ই যে ব্রহ্ম অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যও স্থাপিত হইতে পারিবে না। ইহাতে স্পষ্ট হয় যে অদ্বৈতশাস্ত্রে অজ্ঞান স্বীকার আবশ্যক। এই অজ্ঞানের দ্বারাই শাস্ত্রান্তরের সহিত অদ্বৈতবেদান্তের ভেদ নিশ্চিত হইয়া থাকে। এই হেতুই অজ্ঞানকে অদ্বৈতবেদান্তের পৃথক্-প্রস্থান বলা হইয়াছে।[২] প্রতিটি শাস্ত্রেরই একটি নিজস্ব প্রতিপাদ্য বিষয় রহিয়াছে, যদ্দ্বারা অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত উহার

২. 'পৃথক্প্রস্থান' শব্দটি ন্যায়শাস্ত্র হইতে গৃহীত। প্রশ্ন হইল প্রস্থান কাহাকে বলে? ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকাকার প্রস্থান শব্দের অর্থ নিরূপণে বলিয়াছেন— "প্রস্থানং ব্যাপারঃ"(*তাৎপর্যটীকা*, পৃ. ৩৫)। পরিশুদ্ধিকার ইহার ব্যাখ্যায় বলিলেন, 'প্র' পুর্বক 'স্থা' ধাতুর অর্থই ব্যাপার। বর্ধমানও বলিয়াছেন— 'ব্যাপারো ব্যুৎপাদনং, তস্য ধাতুর্থতা, তদ্বিষয়ত্বম্ প্রত্যয়ার্থঃ।'(*পরিশুদ্ধিপ্রকাশ*,পৃ. ২৭)। বস্তুতঃ প্রকর্ষেন স্থীয়তে শাস্ত্রেণ অত্র এইরূপে শাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত প্রধানভাবে যে স্থানে বিদ্যমান তাহাকেই প্রস্থান বলে।

পার্থক্য সূচীত হইয়া থাকে। যেমন, মানবগণের হিতার্থে সংসারে চারিপ্রকার শাস্ত্রের উপদেশের কথা *মনুসংহিতা*-য় কথিত হইয়াছে। যথা— ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি এবং আন্বিক্ষিকী।[৩] তন্মধ্যে ত্রয়ীর অর্থাৎ বেদবিদ্যার পৃথক্প্রস্থান অগ্নিহোত্রাদির কর্ম, যাগাদিবিষয়ক যথার্থজ্ঞানই ইহার তত্ত্বজ্ঞান এবং স্বর্গপ্রাপ্তিই নিঃশ্রেয়স বা ফল। কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি জীবিকাশাস্ত্রই বার্ত্তা হলশকটাদি ইহার পৃথক্-প্রস্থান, ভূমি প্রভৃতি বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই এই স্থলে তত্ত্বজ্ঞান এবং কৃষ্যাদি লাভই নিঃশ্রেয়স। রাজা অমাত্য ইত্যাদি দণ্ডনীতির পৃথক্-প্রস্থান, দেশকালপাত্রানুসারে সামাদির প্রয়োগই ইহার তত্ত্বজ্ঞান এবং রাজ্যাদিলাভ নিঃশ্রেয়স। ন্যায়শাস্ত্র বা আন্বীক্ষিকীর পৃথক্-প্রস্থান হইল সংশায়াদি, আত্মজ্ঞানই ইহার তত্ত্বজ্ঞান এবং মোক্ষলাভই নিঃশ্রেয়স।[৪] অদ্বৈতবেদান্ত বিষয়ে কথা এই, অদ্বৈতশাস্ত্রের মূল প্রয়োজনটি কিন্তু অজ্ঞানসিদ্ধির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। কারণ, আমরা জানি যে, ভগবান ভাষ্যকারও প্রথমেই, প্রথম ব্রহ্মসূত্রে ভাষ্য রচনা না করিয়া অধ্যাসভাষ্য নামক একটি অদিভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, অধ্যাসসিদ্ধিই ইহার উদ্দেশ্য। এই অধ্যাসের মূল উপাদান হইল অবিদ্যা বা অজ্ঞান।[৫] কেবল তাহাই নহে, পরমহংস অদ্বৈতসিদ্ধিকারও *অদ্বৈসিদ্ধির* প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "তত্র অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্ব-সিদ্ধিপূর্বকত্বাৎ দ্বৈতমিথ্যাত্বমেব প্রথমম্ উপপাদনীয়ম্।"[৬] সুতরাং অজ্ঞানের যে একটি

---

৩. ***মনুসংহিতা*** – ৭/৪৩

"ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বিক্ষিকীঞ্চাবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।।"

৪. ***ন্যায়ভাষ্য,*** পৃ. ৩৪-৩৫

"ইমাস্তু চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্-প্রস্থানাঃ প্রাণভৃতামনুগ্রহায়োপাদিশ্যন্তে, যাসাং চতুর্থীয়মান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা, তস্যাঃ পৃথক্-প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থাঃ, তেষাং পৃথগবচনন্তরেণাধ্যাত্মবিদ্যামাত্রমিয়ং স্যাৎ যথোপনিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্ প্রস্থাপ্যতে,"।

৫. ***বিবরণ,*** পৃ. ৮১(চৌখাম্বা)

"ননু কথং মিথ্যাঽজ্ঞানমধ্যাসস্যোপাদানম্? তস্মিন্ সতি অধ্যাসস্য উদয়াত্, অসতি চানুদায়াত্ ইতি ক্রমঃ।"

৬. ***অদ্বৈতসিদ্ধি,*** পৃ. ১

গুরুত্ব অদ্বৈতশাস্ত্রে রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। কারণ, পরিদৃশ্যমান দ্বৈতের মিথ্যাত্ব বা আবিদ্যকত্ব সিদ্ধ না হইলে স্বপ্রকাশ অদ্বয় ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না। সুতরাং ভাবরূপ অজ্ঞান সিদ্ধির দ্বারাই অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত অদ্বৈতশাস্ত্রের ভেদ প্রকট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অদ্বৈতবেদান্ত ব্যতিরেকে অন্য কোনও শাস্ত্রেই জগতের পরিণামী উপাদান কারণরূপে অজ্ঞান নামক কোন মিথ্যা ভাবপদার্থের কল্পনা করা হয় নাই। এই হেতু ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, অজ্ঞানসিদ্ধি অদ্বৈতশাস্ত্রের পৃথক্-প্রস্থান, জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং বন্ধ-নিবৃত্তি বা মুক্তিই ফল।

২

অবিদ্যার লক্ষণ

প্রশ্ন হইল , যদ্দ্বারা অদ্বৈতশাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রে হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে, সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের স্বরূপ বা লক্ষণ কী? লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারাই কোন বস্তুর সিদ্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ অদ্বৈতীকে অবিদ্যার সিদ্ধির নিমিত্ত লক্ষণ ও প্রমাণ প্রদান করিতে হইবে। বর্তমান অনুচ্ছেদে অবিদ্যার লক্ষণ নিরূপণ করা হইবে এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা অবিদ্যার প্রমাণ বিষয়ে আলোচনা করিব।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের লক্ষণ প্রদানের প্রারম্ভে 'অজ্ঞান' শব্দটির ব্যুৎপত্তি থেকেই আলোচন করা উচিত। আমরা প্রায় সকলেই জানি যে, 'অজ্ঞান' শব্দটি নঞ্ তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন। ন জ্ঞানম্ অজ্ঞানম্— নঞ্ তৎপুরুষ। কিন্তু 'নঞ্' পদের কিরূপ অর্থ এই স্থলে গ্রাহ্য তাহা স্পষ্টীকরণের আবশ্যকতা রহিয়াছে। শাস্ত্রে নঞ্-এর ছয়[৭] প্রকার অর্থ

৭. সংস্কৃত শাস্ত্রে নঞ্-এর ছয়প্রকার অর্থ বিষয়ে একটি প্রচলিত কারিকা রহিয়াছে—
"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ।।"

স্বীকৃত হইয়াছে তন্মধ্যে অজ্ঞান = জ্ঞানবিরোধী এই রূপ অর্থই অদ্বৈতশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

অবিদ্যার লক্ষণ প্রদানের পূর্বে অদ্বৈতীকে একটি শঙ্কারও নিরসন করিতে হইবে। যদিও অজ্ঞান অদ্বৈতশাস্ত্রেরই পৃথক্‌প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় তথাপি তাহা কিন্তু প্রমেয় পদার্থের অন্তর্ভূক্ত নহে। কারণ অদ্বৈত মতে , ব্রহ্মই কেবল প্রমেয়, তদ্‌ভিন্ন কোনও প্রমেয় স্বীকার করিলে অদ্বৈতের হানি হইবে। আরও কথা হইল, কোনও বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে তদ্বিষয়ে অজ্ঞান থাকেনা বলিয়া অজ্ঞানকে জ্ঞানের বিষয় বলা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে সুরেশ্বরাচার্য্য যথার্থই বলিয়াছেন—

অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বে ইদমেব তু লক্ষণম্।
মানাঘাতাসহিষ্ণুত্বমসাধারণমিষ্যতে।।[৮]

—সুতরাং অজ্ঞান প্রমাণের আঘাত সহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ আলোক প্রযুক্ত হইলে অন্ধকার যেমন তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান আসিলে অজ্ঞানও তিরোহিত হইয়া যায়। অজ্ঞানের এই অপ্রমেয়ত্ব বুঝাইতে অদ্বৈতাচার্যগণ অজ্ঞানকে 'যৎকিঞ্চিৎ'[৯] বলিয়াছেন।

—ন ব্রাহ্মণঃ অব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণসদৃশ। যিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও সন্ধ্যাবন্দনাদি না করার ফলে ব্রাহ্মণসদৃশ, তিনিই অব্রাহ্মণ। অসুখম্ অর্থ সুখের অভাব।এক্ষণে 'ন সুখম্' বাক্যে 'ন' পদের অর্থ অভাব। অঘটঃ অর্থ ঘটভিন্ন বা ঘটান্য। অকেশী অর্থ অল্পকেশ যাঁহার আছে। অকালঃ শব্দের অর্থ অপ্রশস্ত কাল অর্থাৎ এই কাল প্রশস্ত নহে বা প্রশংসিত নহে। বিরোধ অর্থে অসুর শব্দ, অধর্ম শব্দ ও অন্যায় শব্দ উদাহরণরূপে বলা যাইতে পারে। অসুর = সুর বিরোধী, অধর্ম = ধর্মবিরোধী, অন্যায় = ন্যায়বিরোধী।

৮. ***সম্বন্ধবার্ত্তিক*** – ১৮১

৯. ***বেদান্তসারঃ,*** পৃ. ৯৫

"অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুনাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি।"

অদ্বৈতশাস্ত্রে অজ্ঞান বা অবিদ্যার তিনটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ রহিয়াছে। সেগুলি হইল— ১. অনাদি-ভাবরূপত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্, ২. ভ্রমোপাদানত্বমজ্ঞানম্ এবং ৩. জ্ঞানত্বেন রূপেণ সাক্ষাজ্জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্। এই লক্ষণত্রয় বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই অজ্ঞান বা অবিদ্যার লক্ষণ। অজ্ঞান জ্ঞান বিরোধী— বাক্যে 'বিরোধী' শব্দের অর্থ হইল নাশ্যনিবর্ত্য, যেহেতু জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞান শব্দের অর্থ হইল জ্ঞাননাশ্য বা জ্ঞাননিবর্ত্য।

অজ্ঞানের প্রথম লক্ষণে বলা হইয়াছে , যাহা অনাদি ভাররূপ হইয়া জ্ঞাননিবর্ত্য তাহাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। লক্ষণটির তিনটি বিশেষণ- অনাদিত্ব, ভাবরূপত্ব, জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব থাকিলেও অদ্বৈতশাস্ত্রে কেবল জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব বিশেষণটিই অবিদ্যাকে বুঝাইতে যথেষ্ট। অর্থাৎ জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই অজ্ঞানের লক্ষণ। তথাপি উক্ত লক্ষণে কিছু শঙ্কা হইতে পারে। যেমন— যাঁহারা প্রাগভাব স্বীকার করিয়া থাকেন তাহাঁদের মতে জ্ঞানপ্রাগভাবে জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব থাকায় অজ্ঞানের কেবলজ্ঞাননিবর্ত্যত্ব লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়া থাকে। এই দোষ নিরাকরণের নিমিত্তই লক্ষণে 'ভাবত্বে সতি'[১০] বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অজ্ঞান যে অভাব পদার্থ নহে তাহা ভাব, ইহা প্রদর্শন পূর্বক প্রাগভাবে উত্থাপিত আপত্তি বারিত হয়। যদ্যপি এই বিষয়ে নৃসিংহাশ্রম তাঁহার *অদ্বৈতদীপিকায়* ও *বিবরণ*-র *ভাবপ্রকাশিকায়* এবং সরস্বতীপাদ *অদ্বৈতরত্নরক্ষণে* বিস্তৃত রূপে প্রাগভাব নিরাকরণ করিয়াছেন। অজ্ঞানের ভাবত্বং জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্ লক্ষণে পুনরায় অতিব্যাপ্তি শঙ্কার

---

১০. একটি জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পুর্বে সেই জ্ঞানের যে অভাব তাহাই হইল জ্ঞানপ্রাগভাব। প্রাগভাবমাত্রই অনাদি বলিয়া জ্ঞানপ্রাগভাবটিও অনাদি হইবে। ফলতঃ উহাতে অনাদিত্ব থাকিল। পুনরায়, এই জ্ঞানের প্রাগভাবটি জ্ঞাননিবর্ত্যও বটে। কারণ, জ্ঞানটি উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞানের প্রাগভাব আর থাকে না। এই হেতু জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব ধর্মটিও থাকিল। এইরূপে, যাহা অনাদি হইয়া জ্ঞাননিবর্ত্য, তাহাকে অজ্ঞান বলিলে জ্ঞানপ্রাগভাবে তাহা অতিব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু জ্ঞানপ্রাগভাব তো অজ্ঞানই নহে। এই হেতুই 'ভাবত্ব' বিশেষণ প্রযুক্ত হইল। জ্ঞানপ্রাগভাব অনাদি ও জ্ঞাননিবর্ত্য হইলেও অভাবপদার্থ নহে, কিন্তু অজ্ঞান ভাবপদার্থ।

নিরসনে 'অনাদিত্ব'[১১] বিশেষণের নিবেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত দোষদ্বয় অদ্বৈতীর ক্ষেত্রে উঠবেই না। যেহতু উত্তর জ্ঞান পূর্বজ্ঞানের নির্বতক হইলেও উত্তর জ্ঞানটি জ্ঞানত্বরূপে নির্বতক হয় না, পরন্তু বিভু আত্মার বিশেষ গুণ রূপেই নির্বতক হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয় এবং তাহা উত্তরজ্ঞানটি পূর্বজ্ঞাননিবর্ত্যরূপ না হওয়ায় লক্ষণে 'অনাদিত্ব' পদ নিবেশেরও আবশ্যকতা থাকিল না। ফলতঃ লক্ষণোক্ত 'অনাদিত্ব' ও 'ভাবত্ব' বিশেষণদ্বয় নিবেশ না করিলেও হইবে এবং কেবল জ্ঞাননির্ত্যত্বকেই অজ্ঞানের লক্ষণ বলা চলিবে।

অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণে বলা হইয়াছে ভ্রমোপাদানত্বই অজ্ঞান। অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব ভ্রমের উপাদান হইল অবিদ্যা বা মায়া। কিন্তু কেহ কেহ ব্রহ্মকেও ভ্রমের উপাদান বলিয়া থাকেন। তাই এই বিষয়ে বলিতে হয় যে, মায়া বা অবিদ্যা এবং ব্রহ্ম- উভয়ই ভ্রমের উপাদান হইলেও তাহাঁদের উপাদানাত্বের ভেদ স্পষ্ট। মায়া বা অবিদ্যা পরিণামি ও জড়; কিন্তু ব্রহ্ম অপরিণামি ও অজড়। ফলতঃ পরিণামিত্বরূপে উপাদানত্ব ও জড়ত্ব বা অচেনত্বরূপে উপাদানত্ব কেবল মায়াতেই থাকে, ব্রহ্মে থাকে না।

আরও কথা হইল এই যে, অজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ ভ্রমোপাদানত্বরূপ লক্ষণটির দ্বারাও অজ্ঞান বা অবিদ্যার জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই কথিত হইয়াছে। ভগবান ভাষ্যকার স্বয়ং অধ্যাসের লক্ষণ প্রদান করিবার সময় একথা বলিয়াছেন যে, বাধক জ্ঞানের দ্বারা ভ্রমজ্ঞান এবং তাহার বিষয় উভয়ই বাধিত হইয়া যায়। 'ইদং রজতম্' এইরূপ ভ্রমস্থলে

---

১১. মন অণুপরিমাণ হওয়ায় যুগপৎ দুইটি জ্ঞান উৎপন্ন না হইলেও ক্রমিকরূপে দুইটি জ্ঞান উৎপন্ন হইবার অনন্তর যদি পরবর্তী জ্ঞানটি পূর্ববর্তী জ্ঞানের নিবর্তক বা নাশক হয়, তাহা হইলে সেই পূর্বজ্ঞানটি উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্য ও ভাবরূপ উভয়ই হইল। ফলতঃ যাহা ভাবরূপ হইয়া জ্ঞাননিবর্ত্য এই মাত্র অজ্ঞানের লক্ষণ হইলে উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্য পূর্বজ্ঞানকেও অজ্ঞান বলিতে হইবে। এই অতিব্যাপ্তি দোষ নিরসনের নিমিত্ত 'অনাদিত্বে সতি' বলা হইয়াছে। উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্য পূর্বজ্ঞানটি আর যাহাই হউক অনাদি নহে।

ভ্রমকর্তা পুরোবর্তী প্রদেশে রজতরূপেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে তৎকালোৎপন্ন রজত ও রজতের জ্ঞানটি যথার্থ হইলেও পরক্ষণে 'নেদং রজতম্'— এই প্রমাজ্ঞানরূপ বাধকজ্ঞানটি উৎপন্ন হইলে পূর্ববর্তী রজত ও রজতের জ্ঞানটি বাধিত হইয়া যায়। এই হেতু বাধকালে অস্মদাদির এইরূপ প্রতীতি হয় যে, 'অদ্যাবধি যাহাকে রজতরূপে দর্শন করিতেছিলাম তাহা মিথ্যা'। একইভাবে ঘট-পটাদি যাবৎপদার্থই মিথ্যা। কেননা ব্যবহারকালে ঘট-পটাদির বাধ না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্তর ঘট-পটাদি সহ যাবৎ সংসারেরই বাধ হইয়া যায়। ফলতঃ ভ্রমজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের বিষয়— এতদুভয়ই যদি প্রামাজ্ঞাননাশ্য হয়, তাহা হইলে সেই ভ্রমের এমন একটি উপাদানের কল্পনা করিতে হইবে যাহা প্রমাজ্ঞাননাশ্য। অদ্বৈতমতে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই হইল সেই উপাদান যাহা কেবল জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হইতে পারে। সুতরাং ভ্রমোপাদানত্বরূপ লক্ষণটির দ্বারাও বস্তুতঃ অজ্ঞানের জ্ঞাননাশ্যত্বই বা জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই সূচিত হইল।

অজ্ঞানের তৃতীয় লক্ষণে কণ্ঠতঃই জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই নির্দেশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত লক্ষণদ্বয়ের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জ্ঞাননিবর্ত্যত্বই অজ্ঞানের অসাধারণ লক্ষণধর্ম। বিবরণকারও বলিয়াছেন— 'জ্ঞাননিবর্ত্যস্য চাজ্ঞানত্বাৎ'[১২]। বিবরণকারের এইরূপ বাক্যের আশয় হইল, জ্ঞানত্বরূপে সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্যই অজ্ঞান। এতদ্দ্বারা তৃতীয় লক্ষণটিই সূচিত হইয়াছে। 'যতো জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্'[১৩]— *পঞ্চপাদিকা*-র এইরূপ সন্দর্ভানুসারে বিবরণকার উক্ত লক্ষণ করিয়াছেন। এই 'এব' কারকে 'জ্ঞান', 'অজ্ঞান', 'নিবর্তক'— এই তিনটি পদের সহিতই অন্বিত করিয়া বুঝিতে হইবে। ফলতঃ অর্থ দাঁড়াইবে— জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক, জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্তক ও জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক-ই। এই সকল পঙ্‌ক্তির মূল হইল *পঞ্চীকরণ*-এর এই পঙ্‌ক্তি- ".....কিন্তু

১২. *বিবরণ,* পৃ. ১০৮

১৩. *পঞ্চপাদিকা,* পৃ. ১০

ব্রহ্মাত্মৈক্যত্বজ্ঞানাপনোদ্যম্”[১৪]। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান নাশ হইয়া থাকে। ফলতঃ জ্ঞাননাশ্যত্বরূপে অজ্ঞানের নির্বচন ভগবান ভাষ্যকার স্বয়ং-ই করিয়া নিয়েছেন। যাহা ভাবস্বরূপ, অনাদি এবং জ্ঞাননিবর্ত্য তাহাই অজ্ঞান— অজ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ চিৎসুখাচার্য একটি কারিকাতে বলিয়া গিয়াছেন—

“অনাদি ভাবরূপং যদ্ বিজ্ঞানেন বিলীয়তে।
তদজ্ঞানমিতি প্রাজ্ঞ লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে।।”[১৫]

৩

অবিদ্যায় প্রমাণ

অজ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণের অনন্তর অজ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করা হইতেছে। অদ্বৈতমতে, অজ্ঞান প্রমানসিদ্ধ নহে; কিন্তু অজ্ঞানের ধর্ম ভাবত্ব, অনাদিত্ব ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধ। অজ্ঞানের ধর্মের সিদ্ধির দ্বারা অদ্বৈতাচার্যগণ অজ্ঞানকে সিদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইল, ধর্মের দ্বারা ধর্মীর সিদ্ধি কীরূপে হইবে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ, অজ্ঞান সাক্ষীপ্রতীতির দ্বারা অর্থাৎ ‘অহমজ্ঞঃ’ ইত্যাকার প্রতীতি দ্বারা অজ্ঞানরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে।[১৬] দ্বিতীয়তঃ, অজ্ঞান কি ভাবপদার্থ বা ভাবপদার্থ, অথবা সাদি কি অনাদি ইত্যাদি সংশয় সমাধানকল্পে বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ অজ্ঞানের ভাবত্ব, অনাদিত্ব, জগদুপাদানত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনুমান, অর্থাপত্তি, শ্রুতি প্রভৃতি পরোক্ষ প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন। কিন্তু ভামতীকার অজ্ঞানের ভাবরূপতায়

---

১৪. *পঞ্চীকরণ,* পৃ. ১৬৬

১৫. *চিৎসুখী,* পৃ. ৯৭

১৬. ‘অহমজ্ঞঃ মামন্যং ন জানামি’— এই সামান্যতঃ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ এবং ‘এতাবন্তং কালং সুখমহমস্বাপ্সম, ন কিঞ্চিদবেদিষম্’— এই সুপ্তোত্থিতের স্মৃতিসিদ্ধ সৌষুপ্ত সাক্ষিপ্রত্যক্ষই অভাববিলক্ষণ অজ্ঞানের সাধক।

কোথাও কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই এবং অজ্ঞানের লক্ষণাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনাও *ভামতী*-তে দৃষ্ট হয় না। *ভামতী*-র টীকা *বেদান্তকল্পতরু*-র আবির্ভাবের পূর্বে ভামতীপ্রস্থানের বিরূপ সমালোচনা করিয়া অনেকে বলিতেন যে, অজ্ঞান ভাবরূপ, তাহা বাচস্পতি স্বীকার-ই করেন না। এই হেতু পরবর্তীকালে কল্পতরুকার মণ্ডুকমৃদ্ দৃষ্টান্তের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপতা যে বাচস্পতিসম্মতও বটে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। *ব্রহ্মসূত্রে*-র দেবতাধিকরণভাষ্যের উপর *ভামতী*-টীকায় অনির্বচনীয়া মূলাবিদ্যার উপস্থাপনকালে ভামতীকার বলিয়াছেন "যদ্যপি মহাপ্রলয়সময়ে নান্তঃকরণাদয়ঃ সমুদাচরদ্বৃত্তয়ঃ সন্তি, তথাপি স্বকারণেহনির্বাচ্যায়ামবিদ্যায়াং লীনাঃ সূক্ষ্মেণ শক্তিরূপেন কর্মবিক্ষেপকাঽবিদ্যা বাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠন্ত এব"[১৭]। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে তাবৎ বস্তু, এমন কি অন্তঃকরণাদিও তাহার কারণস্বরূপ অনির্বাচ্য অবিদ্যায় লীন হইয়া যায় এবং এই অন্তঃকরণাদি অবিদ্যা সংস্কারের সহিত সূক্ষ্মরূপে অবিদ্যাতে অবস্থান করে। পুনরায় সৃষ্টিকালে অজ্ঞানভাবপ্রাপ্ত পদার্থগুলি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পূর্ববৎ নামরূপাদির সহিত অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ঐ সকল পদার্থের অভিব্যক্তি বর্ণনাকল্পেই মণ্ডুকমৃদ্ দৃষ্টান্তের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কল্পতরুকার বলিয়াছেন যে, বর্ষা অতিক্রান্ত হইলে মণ্ডুকশীররগুলি মৃদ্ভাবপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকাতেই বিদ্যামান থাকে। বৃষ্টিপাত হইলে মৃদ্ভাবপ্রাপ্ত এই মণ্ডুকশীররগুলি পুনরায় মণ্ডুকদেহ লাভ করে। এক্ষণে, মণ্ডুকদেহরূপ এই কার্যটি কোনও অভাবপদার্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। একই প্রকারে, মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টিকালে অবিদ্যা হইতে যেক্ষণে কার্যপদার্থগুলি উৎপন্ন হয়, সেক্ষণে ঐ অবিদ্যাকে অভাবরূপ বলা যায় না। এইরূপে অমলানন্দ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব ভামতীকারও স্বীকার করিয়াছেন।

---

১৭. *ভামতী,* পৃ. ৩৩৩

"ভ্রমাৎ সংস্কারতশ্চান্যা মণ্ডুকমৃদুদাহৃতঃ।
ভাবরূপা মতাঽবিদ্যা স্ফুটং বাচস্পতেরিহ।"[১৮]

ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ অবিদ্যার ভাবরূপত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমতঃ পূর্বপক্ষী বলেন, জ্ঞানাভাবের দ্বারাই ভ্রমের উৎপত্তি হয়। শুক্তিরজত ভ্রমস্থলে শুক্তিকে শুক্তিরূপে জানিলে দ্রষ্টা আর তাহাকে রজতরূপে জানেন না। কিন্তু শুক্তিকে না জানিলেই তাহাকে রজতরূপে জানিয়া থাকেন। ইহাতে শুক্তির জ্ঞানাভাবকেই কারণ বলিতে হয়। কিন্তু অদ্বৈতমতে, প্রপঞ্চভ্রমের মূল উপাদানই হইল অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যা কোনও অভাব পদার্থ নহে, তাহা ভাবপদার্থই। কারণ, অজ্ঞান বা অবিদ্যা অভাবপদার্থ হইলে তাহা কোনও কিছুর আবরক হইতে পারিবেনা। এতদ্বিষয়ে বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ অত্যন্ত পরাক্রমের সহিত আলোচনা করিয়া অবিদ্যার ভাবরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে ভামতীর আচার্য অমলানন্দ *কল্পতরু* গ্রন্থে অবিদ্যার ভাবরূপতার সমীক্ষাকালে অভাবের আবরকত্বানুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।[১৯]

অবিদ্যার ভাবরূপতা স্বীকারের দ্বিতীয় প্রয়োজন হইল, অজ্ঞান বা অবিদ্যাকে অভাব বলিলে তাহা কোনও কার্যের উপাদান হইতে পারিবে না। ভ্রমস্থলে তৎকালোৎপন্ন অভিনব রজতের উপাদান অবিদ্যা স্বীকার করিলে ঐ অবিদ্যাকে অভাব পদার্থ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।[২০]

---

১৮. ***বেদান্তকল্পতরু,*** পৃ. ৩৩৩

১৯. তত্রৈব, পৃ. ৩৩৪

"স্বপ্রভে ভাবরূপাবিদ্যাতিরোধানমন্তরেণাধ্যাসাযোগস্যোক্তত্বাৎ। পরাক্রান্তং চাত্র সূরভিরিতি।"

২০. তত্রৈব,পৃ. ৩৩৩

"যদ্যপি শুক্তিং স্বত এব জড়ামবিদ্যা নাবৃণোতি; তথাপি তৎস্থানির্বাচ্যভাবরূপরজতোপাদানত্বে-নেষ্টব্যেতি ভাবরূপাবিদ্যা সপ্রয়োজনা।"

ভামতীপ্রস্থানে অবিদ্যার আলোচনা বিশেষ দৃষ্ট না হইলেও এই প্রস্থানের আচার্যগণ অবিদ্যার ভাবরূপতায় প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণও দেখাইয়াছেন। চিৎসুখাচার্য জ্ঞানবিশেষাভাবপক্ষে অভাবপ্রত্যক্ষবাদীকে ইহা প্রমাণস্বরূপ দেখাইয়াছেন যে, 'তদুক্তমর্থং ন জানামি' অর্থাৎ আপনার কথিত অর্থ আমি জানি না— এই বাক্যের দ্বারা অভাবরূপ অজ্ঞান প্রতিপাদিত হয় না। জ্ঞানবিশেষ বা তদুক্ত অর্থ জানি না বলিবার সময়ে বক্তার জ্ঞানবিশেষের যদি কোনও জ্ঞানই না থাকিত তবে তিনি তাহার উল্লেখই করিতে পারিতেন না। আরও কথা হইল যে, যাহা সর্বথা অজ্ঞাত তদ্বিষয়ে কিছু বলা যায় না আবার যাহা একান্তই জ্ঞাত তদ্বিষয়ে 'জানি না' বলাও যায় না। চিৎসুখোক্ত এইসকল কথা অমলানন্দ কল্পতরুকার প্রায় অক্ষরশঃ গ্রহণ করিয়াছেন।[২১]

অনুমান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও চিৎসুখী প্রদর্শিত অনুমানের 'দেবদত্ত' এবং 'যজ্ঞদত্ত' শব্দ দুইটিকে পরিবর্তন করিয়া 'ডিত্থ' ও ডপিত্থ শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়া কল্পতরুকার বাস্তবে একই অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। অবিদ্যার ভাবরূপত্বে চিৎসুখী প্রদত্ত অনুমানটি হইল—

"দেবদত্তপ্রমা তৎস্থপ্রমাঽভাবাতিরেকিণঃ।
অনাদের্ধ্বংসিনী মাত্বাদবিগীতপ্রমা যথা।।"[২২]

—এই অনুমানটিই ইষৎ পরিবর্তন করিয়া কল্পতরুকার বলিয়াছেন— "ডিত্থপ্রমা ডিত্থগতত্বে সতি যঃ প্রমাভাবস্তত্ত্বানধিকরণানাদিনিবর্তিকা, প্রমাত্বাৎ, ডপিত্থপ্রমাবৎ।"[২৩]

---

২১. *চিৎসুখী,* পৃ. ১০১,

" ন চ সামান্যতঃ প্রমাণেনার্থস্যাধিগমেঽপি বিশেষাধিগমাদদোষঃ। বিশেষস্যাপ্যধিগমানধিগময়োঃ পূর্বোক্তয়ানতিবৃত্তেঃ।"

২২. তত্রৈব, পৃ. ৫৮

২৩. *কল্পতরু,* পৃ. ৩৩৩

৪

অবিদ্যার স্বরূপ

আমরা ইতঃপূর্বেই অজ্ঞানের লক্ষণ ও প্রমাণ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। অজ্ঞানের লক্ষণ প্রদর্শনের সময় ভাবত্ব ও অনাদিত্বরূপ যে বিশেষণদ্বয়ের প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহা কিন্তু অদ্বৈতমতানুসারে নহে, পরমতানুসারেই, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অদ্বৈতাচার্যগণ অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলিলেও তাহা অনির্বচনীয়-ই। নৈয়ায়িকাদি পূর্বপক্ষীগণ অজ্ঞানকে অভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অদ্বৈতমতে অজ্ঞান ভাবরূপও নহে, অভাবরূপও নহে, ভাবাভাবরূপও নহে কিন্তু ভাবাভাববিলক্ষণ অনির্বচনীয়। অজ্ঞানের অভাবরূপতার পক্ষটির সহিত অদ্বৈতপক্ষের তীব্র মতবিরোধ প্রকট করিতেই অজ্ঞানকে অভাববিলক্ষণ ভাবপদার্থ বলা হইয়াছে। অজ্ঞানকে অভাব হইতে ভিন্নভাবে বুঝাইতে ভাবরূপ বলা হইলেও অদ্বৈতাচার্যগণ তাহাকে কণ্ঠতঃ অনির্বচনীয়-ই বলিয়াছেন। অজ্ঞান যে অনির্বচনীয়া এই কথা ব্রহ্মসিদ্ধিকার ও ভামতীকার উভয়েই সমর্থন করিয়াছেন।

মণ্ডনমিশ্র *ব্রহ্মসিদ্ধি* গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মের অমৃতত্ব এবং অজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেইস্থলে পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অবিদ্যার নিবৃত্তি সম্ভব নহে। কারণ, অদ্বৈতমতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানজন্যই আমরা প্রকৃততত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না এবং মিথ্যা জাগতিক সুখ-দুঃখ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইতেছি। এই অজ্ঞানকে ব্রহ্মের স্বভাব অথবা ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিতে হইবে। এক্ষণে, সিদ্ধান্তী যদি অজ্ঞানকে ব্রহ্মের অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে অদ্বৈতের হানি হইবে। অপরপক্ষে অদ্বৈততত্ত্ব রক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞানকে ব্রহ্মের স্বভাব বলিলে ব্রহ্ম নিত্য হওয়ায়

অজ্ঞানও নিত্য হইবে। ফলতঃ অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না এবং অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রাদির উপদেশাবলী সকলই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইবে।

এই সকল আশঙ্কার নিরাকরণার্থে মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন— "নাবিদ্যা ব্রহ্মণঃ, নার্থান্তরম্, নাত্যন্তমসতী, নাপিসতী... তস্মাদনির্বচনীয়া"[২৪]— অর্থাৎ অজ্ঞান বস্তুতঃ অনির্বচনীয়। ইহা সৎস্বরূপও নহে, অসৎস্বরূপও নহে। ইহাকে ব্রহ্মের স্বভাবও বলা যায় না আবার ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থও বলা যায় না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অবিদ্যাকে স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিলে তাহাকে কোনও পদার্থের স্বভাব বলিতে হইবে। কিন্তু অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ। ফলতঃ অবিদ্যাকে ব্রহ্মেরই স্বভাব বলিতে হইবে এবং ব্রহ্ম নিত্য হওয়ায় অবিদ্যারও পারমার্থিকত্ব বলিতে হইবে। ফলে মোক্ষ অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। অবিদ্যাকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিলে অদ্বৈতহানি অনিবার্য। অবিদ্যাকে অত্যন্ত অসৎ বলাও সমীচীন হইবে না, কারণ অবিদ্যাজন্যই জাগতিক ব্যবহারসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবিদ্যা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নহে। এই সকল কারণেই মণ্ডনমিশ্র অবিদ্যাকে সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্বচনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলেন যে, রজ্জুতে সর্প ভ্রমস্থলে অবভাসমান সর্পটি সত্য না হইলেও অবভাসটি সত্যই বটে, এবং সেই অবভাসটিই অবিদ্যা। সুতরাং অবিদ্যা সত্য হওয়ায় তাহাকে অনির্বচনীয় বলা যায় না। ইহার উত্তরে আচার্য মণ্ডন বলিয়াছেন, অবিদ্যাকেই কখনও মায়া আবার কখনও বা মিথ্যা অবভাস বলিয়া বর্ণনা করা

২৪. *ব্রহ্মসিদ্ধি,* পৃ. ৯

হইয়াছে।[২৫] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অবভাসমান সর্পাদি বস্তু যখন অসৎ; তখন অবভাসকে সত্য বলা যায় না।[২৬]

পরবর্তীকালে মহামতি বাচস্পতিমিশ্র শাঙ্করভাষ্যের উপর *ভামতী* গ্রন্থ রচনা করিলেন। তিনি অবিদ্যার স্বরূপ বিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে বলিলেন— "ইদমেবাস্যা অব্যক্তত্বং যদনির্বাচ্যত্বং নাম"।[২৭] অবিদ্যা অব্যক্ত হওয়ায় তাহা অনির্বচনীয় । তিনি বলিয়াছেন, শুক্তি-রজত ভ্রমস্থলে রজত সত্যরূপে প্রকাশিত হইলেও তাহা পরক্ষণে বাধিত হইয়া যায়। কিন্তু যাহা কস্মিন্‌কালেও অর্থাৎ কোনও কালে বাধিত হয় না এবং যাহা স্বপ্রকাশ ও স্বতঃপ্রমাণ তাহাই সত্য। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য , তদ্‌ভিন্ন সকলই মিথ্যা। শুক্তিতে আরোপিত রজত্ সত্যরূপে প্রকাশিত হইলেও তাহা বস্তুতঃ সত্য নহে, উহা সত্য বস্তুর ন্যায় অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অলীকও বলা যায় না। কারণ, 'ইদং রজতং' ইত্যাকার অনুভবের অনন্তর দ্রষ্টার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সেইক্ষণে দৃষ্ট রজত সম্পূর্ণরূপে সত্যও নহে , অসৎ বা শূন্যও নহে, এবং সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরোধবশতঃ উহা সদসদ্‌ও নহে; ফলতঃ তাহাকে সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয়-ই বলিতে হইবে। অদ্বৈতমতে একই প্রকারে পরমাত্মা ব্রহ্মেও এই জগৎপ্রপঞ্চ অধ্যস্ত হইয়া সদ্রূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইল, শুক্তিতে অধ্যস্ত বা আরোপিত রজত, রজ্জুতে অধ্যস্ত সর্প প্রভৃতি বস্তু সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয় হইলেও, অদ্বৈতবেদান্তী যে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ

---

২৫. ***ব্রহ্মসিদ্ধি,*** পৃ. ৯

"এবমেবেয়মবিদ্যা মায়া মিথ্যাবভাস ইত্যুচ্যতে—"

২৬. তত্রৈব,

"অবভাসমানং রূপং মা ভূৎ, অবভাসস্তু সন্নেব, স চাবিদ্যেতি গীয়তে। নৈতৎ সারম্; অবভাসমানেঽসতি তদবভাসোঽপি সত্যতো দুর্নিরূপঃ—"

২৭. ***ভামতী,*** পৃ. ৩৭৭

নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরংশ পরমাত্মায় জড়জগতের অধ্যাস বা আরোপিতত্বের কথা বলেন তাহা কীরূপে সম্ভব? শুক্তি-রজ্জাদি বস্তুর ন্যায় আত্মা প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহেন এবং তিনি জ্ঞানের অবিষয়ও বটেন। সুতরাং এইরূপ নিরতিশয়-অজ্ঞেয় আত্মায় অধ্যাস কীরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে অদ্বৈতী বলেন, সকলেই নিজেকে 'অহংরূপে' প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং ঐ অহং জ্ঞানের গোচর আত্মাকে একেবারে অবিষয় বলা যায় না। ভাষ্যকার স্বয়ং অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন— "ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ, অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ, অপরোক্ষত্বাৎ চ প্রত্যগাত্মাপ্রসিদ্ধে।"[২৮] অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা একান্তরূপে অবিষয় নহেন। তিনি 'আমি' এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকেন। এই অধ্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভামতীকার বলিয়াছেন— "সচায়মাকীটপতঙ্গেভ্য আ চ দেবর্ষিভ্য প্রাণদভূন্মাত্র-স্যেদংকারাস্পদেভ্যো দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়েভ্যো বিবেকেন অহমিত্যসন্দিগ্ধাবি-পর্য্যস্তাপরোক্ষানুভবসিদ্ধ ইতি ন জিজ্ঞাসাস্পদম্।"[২৯] অর্থাৎ কীটপতঙ্গ হইতে দেবতা ঋষি পর্যন্ত প্রাণিমাত্রেরই 'অহম্' এইরূপ অসন্দিগ্ধ অথচ অভ্রান্ত অপরোক্ষ অনুভূতি হয়। এই অহমানুভবকে আত্মবিষয়কই বলিতে হইবে, দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়ক বলা যাইবে না। যেহেতু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অন্যান্য বিষয় হইতে ভিন্ন বস্তুরূপেই সকলে অহম্কে(আত্মাকে) অনুভব করিয়া থাকেন। আরও কথা হইল এই যে, দ্রষ্টার সম্মুখে অবস্থিত প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই যে অধ্যাস বা মিথ্যা বুদ্ধির উদয় হইতে হইবে— এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। আকাশ প্রত্যক্ষদৃষ্ট না হইলেও আকাশ কড়াই-এর তলদেশের ন্যায় ও নীলবর্ণ এইপ্রকার ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা শরীর-ইন্দ্রিয়াদি অনাত্মবস্তুর অধ্যাসাধিষ্ঠান হইতে পারে, ইহাতে কোনও বিরোধ হয়

---

২৮. *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* পৃ. ৪৯ (উদ্বোধন)

২৯. *ভামতী,* পৃ. ৭

না।[৩০] এই অধ্যাসের মূল উপাদান হইল অবিদ্যা বা অজ্ঞান। চিৎ ও জড়ের বিবেকজ্ঞান উদয় হইলে অধ্যাসের মূল অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হয় এবং চিদচিদ্‌গ্রন্থিও ছিন্ন হয়।

ভামিতীকার আরও বলিয়াছেন— "নিরংশস্যাপি চানাদ্যনির্বাচ্যাতদ্‌বাসনাসমারো-পিতবিবিধ প্রপঞ্চাত্মনঃ...।"[৩১] অর্থাৎ অনাদি অনির্বচনীয় অবিদ্যাজন্যই এই বিবিধ প্রপঞ্চ আত্মায় আরোপিত। এই জগৎ-প্রপঞ্চের মূলীভূত অবিদ্যার স্বরূপ বিষয়ে স্বীয়মত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন— "অনির্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য...।" অর্থাৎ অনির্বচনীয় অবিদ্যার বিষয়ীভূত আত্মাই আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবীরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন এবং তাহা হইতেই স্থাবর ও জঙ্গমাদি নিখিল ভৌতিক প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে।[৩২]

৫

অবিদ্যা-দ্বিতয়

ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ অবিদ্যাকে কণ্ঠতঃই অনির্বচনীয় বলিলেও তাহার দ্বৈবিধ্যের কথাও বলিয়াছেন। ব্রহ্মসিদ্ধিকার বলিয়াছেন— "তস্মাদগ্রহণবিপর্যয়গ্রহনণে দ্বে অবিদ্যে কার্যকারণভাবেণাবস্থিতি।"[৩৩] দ্বিবিধ অবিদ্যা হইল, ১. অগ্রহণ এবং ২. বিপর্যয়গ্রহণ বা অযথার্থগ্রহণ। বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ না করিয়া অন্যরূপে গ্রহণ করা-ই হইল অবিদ্যা। অবিদ্যার দ্বিত্ব স্বীকারের কারণ হইল, আমরা অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি বলিয়াই শ্রুতিপ্রতিপাদিত 'অদ্বয় ব্রহ্মই সত্য' এই পরমতত্ত্ব

---

৩০. *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* পৃ. ৪৯-৫১ (উদ্বোধন)
"ন চ অয়ম্ অস্তি নিয়মঃ পুরোঽবস্থিতে এব বিষয়ে বিষয়ান্তরম্ অধ্যাসিতব্যম্ ইতি; অপ্রত্যক্ষে অপি হি আকাশে বালাঃ তলমলিনতাদি অধ্যস্যন্তি। এবম্ অবিরুদ্ধ প্রত্যগাত্মনি অপি অনাত্মাধ্যাসঃ।"
৩১. *ভামতী,* পৃ. ৯৩৮
৩২. তত্রৈব, পৃ. ১
৩৩. *ব্রহ্মসিদ্ধি,* পৃ. ১৪৯

আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইতেছে না। পক্ষান্তরে, আমরা অসত্য বস্তুকেই তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই দ্বিবিধ অবিদ্যার মধ্যে কার্য-কারণভাব বিদ্যমান। কার্যকারণস্থলে পূর্বকালবৃত্তিত্ব কারণ এবং উত্তরকালবৃত্তিত্ব হইল কার্য— ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ। বস্তুতঃ অগ্রহণাত্মক যে অবিদ্যা তাহা পূর্ববর্তী হওয়ায় কারণস্বরূপ এবং বিপর্যয়গ্রণাত্মক অবিদ্যা পরবর্তী হওয়ায় তাহা কার্যস্বরূপ— ইহা প্রতিপাদন করাই আচার্যের অভিপ্রায়। রজ্জু-সর্পাদি ভ্রমস্থলে প্রথমতঃ পুরোবর্তী রজ্জুতে রজ্জুত্ব অগৃহীত হয় বলিয়াই উহা অন্যরূপে অর্থাৎ সর্পরূপে গৃহীত হয়। সুতরাং বিপরীতগ্রহণ অগ্রহণ হইতেই সম্ভবপর হয়।

এক্ষণে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, জীবের জীবভাবের কারণ অবিদ্যা হওয়ায় পূর্বোক্ত অবিদ্যাদ্বয় কি জীবের সকল অবস্থায় অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যবস্থায় বিদ্যমান্ থাকে? এই প্রকার প্রশ্নের সমাধানকল্পে ব্রহ্মসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন— এই দুই অবস্থাতেই উভয়প্রকার অবিদ্যা বিদ্যমান। কিন্তু সুষুপ্তিতে কেবল কারণস্বরূপ অগ্রহণাত্মক অবিদ্যাই বিদ্যমান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে যথাক্রমে অগ্রহণ এবং বিপরীতগ্রহণ হইলেও সুষুপ্ত্যবস্থায় কিন্তু কেবল তত্ত্বের অগ্রহণই হয়, কোনও প্রকার বিপরীতগ্রহণ হয় না। সুষুপ্তিতে বিক্ষেপমাত্রই নিবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহার সংস্কার ও অগ্রহণ নিবৃত্ত হয় না।[৩৪] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আচার্য মণ্ডন তাঁহার এইপ্রকার সিদ্ধান্তের অনুকূলে পূর্ববর্তী আচার্য গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকা হইতে একটি শ্লোকও[৩৫] উল্লেখ করিয়াছেন।

---

৩৪. তত্রৈব, পৃ. ২২

"সুষুপ্তে তু বিক্ষেপমাত্রং নিবৃত্তম্, তৎসংস্কারোহগ্রহণঞ্চ নৈব নিবৃত্তে—"

৩৫. *মাণ্ডূক্যকারিকা*- ১/১১

"কার্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্যে ন সিধ্যতঃ।।"

উক্ত শ্লোকে আচার্য গৌড়পাদ জাগ্রদ্‌দশায় 'বিশ্ব' নামে পরিচিত স্থূলভূক্ আত্মাকে ও স্বপ্নাবস্থায় 'তৈজস' নামে পরিচিত আত্মাকে কার্য ও কারণস্বরূপ বিপরীতগ্রহণ এবং অগ্রহণ এই দ্বিবিধ অবিদ্যার দ্বারা আবদ্ধ বলিয়াছেন। অপরপক্ষে সুষুপ্ত্যবস্থায় 'প্রাজ্ঞ' নামে অভিহিত আনন্দভূক্ যে আত্মা তাহাকে কেবল কারণভূত অগ্রহণাত্মক অবিদ্যার দ্বারা আবদ্ধ বলিয়াছেন।

ভামতীকারও ব্রহ্মসিদ্ধিকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া *ভামতী*-টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে[৩৫] অবিদ্যাকে দ্বিবিধ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই দ্বিবিধ অবিদ্যা হইল— ১. অনাদি ভাবরূপা মূলাবিদ্যা এবং ২. পূর্বপূর্বভ্রমজন্য সংস্কাররূপা। প্রথমটি কারণ, দ্বিতীয়টি কার্য; এই কার্যকারণরূপে স্থিত দ্বিবিধ অবিদ্যা নিখিল ভ্রমের কারণ। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানে যে জগৎ প্রতিভাত হইতেছে এই ভ্রমের মূলে রহিয়াছে ব্রহ্মবিষয়ক অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যা এবং পূর্বপূর্বভ্রমজনিত সংস্কার। এই দুইটি অবিদ্যার স্বরূপ নির্দেশ করিতে *কল্পতরু* গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "একা হ্যাবিদ্যা অনাদির্ভাবরূপা দেবতাধিকরণে বক্ষ্যতে, অন্যা পূর্বপূর্ববিভ্রমসংস্কারঃ, তদাবিদ্যাদ্বিতয়ম্।"

আচার্য মণ্ডন ও বাচস্পতি উভয়েই দ্বিবিধ অবিদ্যার কথা বলিলেও তাহাদের স্বরূপ বিষয়ে অবশ্যই মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ *ভামতী*-তে উক্ত দ্বিবিধ অবিদ্যা বলিতে মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদ্যা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। বাচস্পতি নিজে কোথাও অবিদ্যার এইরূপ বিভাগের কথা বলেন নাই। এমনকি *কল্পতরু*-টীকাতেও

---

৩৫. ***ভামতী***, পৃ. ১

"অনির্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য প্রভবতো।
বিবর্ত্তা যসৈতে বিয়দনিলতেজোঽববনয়ঃ।
যতসচাভূদ্ বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদং
নমামস্তদ্ ব্রহ্মাপরিমিত সুখজ্ঞানমমৃতম্।।"

এইরূপ বিভাগের সমর্থন দৃষ্ট হয় না, অপিতু স্পষ্ট ভাষায় 'অবিদ্যাদ্বিতয়' শব্দের দ্বারা ভাবরূপ অবিদ্যা ও পূর্বপূর্বভ্রমসংস্কার-ই বুঝা যায়।

অতঃপর প্রশ্ন হইল, যদ্দ্বারা অদ্বৈতাচার্যগণ নিখিল ভেদময় প্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইহার উত্তরে প্রস্থানের আচার্যগণ বলেন, ব্রহ্মই অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয়। কিন্তু ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ ব্রহ্মকে অবিদ্যার বিষয় বলিলেও জীবকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলেন। এতদ্ব্যতীত অবিদ্যার সর্বজ্ঞতাশ্রিতত্বরূপ একটি তৃতীয় মতও দেখিতে পাই, যাহা ভূমিকাতে সামান্যতঃ বলিয়াছি। আমরা ভামতীপ্রস্থানের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তই অর্থাৎ অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষটিই পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা ও বিচারপূর্বক উপস্থাপন করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব-পক্ষ উপস্থাপন

আমরা পূর্বাধ্যায়ে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের লক্ষণ, প্রমাণ ও স্বরূপ বিষয়ে মূলতঃ ব্রহমসিদ্ধিকার, ভামতীকার এবং ভামতী প্রস্থানের আচার্যগণের মত যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। অজ্ঞানই দ্বৈত-প্রপঞ্চের মূল এবং এই অজ্ঞানই যে অদ্বৈতশাস্ত্রের পৃথক প্রস্থান তাহাও পূর্বাধ্যায়ে সংক্ষিপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর প্রশ্ন হইল, যে অজ্ঞান এই সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চের মূল উপাদান, সেই অজ্ঞান কোথায় আশ্রিত এবং কাহাকেই বা বিষয় করিয়া থাকে? ইহার উত্তরে ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ বলিয়া থাকে যে, অজ্ঞান ব্রহ্মকে বিষয় করে এবং জীবকে আশ্রয় করে। বর্তমান গবেষণানিবন্ধের মূল আলোচ্য হইল অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বপক্ষ বিচার। এই হেতু আমরা অগ্রে অবিদ্যার আশ্রয়ত্বই কেবল বিচার করিব, বিষয়ত্ব নহে।

বর্তমান অধ্যায়টি মূলতঃ দুইটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম অনুচ্ছেদে অবিদ্যার আশ্রয় বিষয়ে ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মত আলোচিত হইবে, কারণ পূর্ব পূর্ব আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে, ভামতিকার বহু বিষয়ে ব্রহ্মসিদ্ধিকারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মত পূর্বে বলা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে হয়। অনন্তর, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এতদ্বিষয়ে ভামতিকারের মত উপস্থিত হইবে।

১

অবিদ্যার আশ্রয়ত্বে ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মত

অবিদ্যার আশ্রয় কী হইতে পারে এই বিষয়ে ব্রহ্মসিদ্ধিকার প্রথমেই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, অবিদ্যা কাহার ধর্ম? ব্রহ্মের অথবা জীবের? উত্তরে তিনি স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিলেন—"যত্তু কস্যাবিদ্যেতি; জীবানামিতি ব্রূমঃ।"[১] অর্থাৎ অবিদ্যা ব্রহ্মকে বিষয় করিলেও জীবেই অবস্থিত বা আশ্রিত।[২]

পূর্বপক্ষী মনে করিতে পারেন যে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। সুতরাং জীবে কী প্রকারে অবিদ্যাধারতা সম্ভব? ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন—"অনেন জীবেনাত্মনানু-প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি"।[৩] অর্থাৎ চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম জীবাত্মারূপে এই আবিদ্যক সংসারে প্রবেশ করিয়া 'আমার নাম ইহা','আমি এই এই পিণ্ডাত্মকরূপ- বিশিষ্ট'—এইরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং আলোচ্য শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মাভিন্ন জীবের সত্তাই সিদ্ধ হয়। আলোচ্য শ্রুতিতে যে 'জীবেনাত্মনা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহার ঘটক 'আত্মনা' শব্দটি ব্রহ্মবাচক। 'আত্মনা' এই তৃতীয়ান্ত শব্দের সহিত 'জীবেন' এই তৃতীয়া বিভক্ত্যন্তর সমানবিভক্তিকত্বরূপ সামানাধিকরণ্যই সিদ্ধ হয়। এই স্থলে পূর্বপক্ষীর আশয় হইল, পরস্পর ভিন্ন ঘট এবং পটের মধ্যে যেরূপ ঘটঃ-পটঃ, ঘটম্-পটম্, এইরূপ সামানাধিকরণ্যাত্মক প্রয়োগ হয় না, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও যদি জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন হইতেন তাহা হইলে শ্রুতিও উভয়ের মধ্যে 'জীবেনাত্মমনা'

---

১. *ব্রহ্মসিদ্ধি,* পৃ. ১০

২. *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা,* পৃ. ৩১

"ইদানীং কস্যাবিদ্যেতি যদুক্তং তদনুভাষ্য তত্রোত্তরমাহ—**যত্ত্বিতি**।"

৩. *ছান্দোগ্যোপনিষদ্,* পৃ. ৬/৩/২

এইরূপ সমানভিত্তিক পদ প্রয়োগ করিতেন না। বস্তুতঃ জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার পক্ষে যে কেবল শ্রুতিবিরোধই হয়, তাহাই নহে, "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত"[৪] প্রভৃতি স্মৃতিবিরোধও অবসম্ভাবি হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্তীর পক্ষে দ্বৈতাপত্তিও হইবে। সুতরাং এই সকল দোষের তর্কানুসন্ধান দ্বারা ঊহন অবশ্য কর্তব্য।[৫] ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, পরমার্থতঃ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। কিন্তু কল্পনার দ্বারা উভয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, ভেদমাত্রই কাল্পনিক, কিন্তু জীব কাল্পনিক নহেন। এইহেতুই "তত্ত্বমসি"[৬] শ্রুতিস্থলে কেবল ভেদমাত্রেরই বাধ হয়। বস্তুতঃ কল্পনারূপ মিথ্যা বুদ্ধির দ্বারা বিম্ব-প্রতিবিম্বের ন্যায় বা জলীয় চন্দ্র এবং গগনস্থ চন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে জীব প্রাত্যক্ষিক অনুভবের বিষয় হইয়া থাকেন। এইরূপে জীবনিষ্ঠ ব্রহ্মপ্রতিযোগিক ভেদমাত্রই ভ্রমবুদ্ধি বা কল্পনার বিষয়।[৭]

---

৪. *গীতা*—১৩/২

৫. ***ব্রহ্মসিদ্ধি,*** পৃঃ ১০

"ননু জীবা ব্রহ্মণো ভিদ্যন্তে; এবং হ্যাহ—'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য' ইতি।"

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃঃ ৩১-৩২

"অত্র পরশ্চোদয়তি— **নন্বিতি**। ব্রহ্মণশ্চ নাবিদ্যা, বিদ্যাস্বভাবত্বাদিতি ভাবঃ। কুত ইত্যাহ— **এবং হীতি**। 'জীবেনাত্মনা' ইত্যাত্মশব্দেন ব্রহ্মবাচিনা সামানাধিকরণ্যং শ্রুয়তে; ন চ তয়োর্ভেদে ঘটপটয়োরিব তৎ স্যাদিতি ভাবঃ। তথা "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদিবিরোধঃ, দ্বৈতাপত্তিশ্চ তয়োর্ভেদে স্যাদিত্যুহনীয়ম"।

৬. ***ছান্দোগ্যোপনিষদ্,*** ৬/৮/৭

৭. ***ব্রহ্মসিদ্ধি,*** পৃঃ ১০

"সত্যং পরমার্থতঃ; কল্পনয়া তু ভিদ্যন্তে।"

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃঃ ৩২

"সিদ্ধান্তবাদী ত্বাহ—**সত্যমিতি**; ন ভিদ্যত ইত্যনুবর্তনে। কথং নাম ভিদ্যত ইত্যাহ— **কল্পনয়েতি**; অযথার্থবুদ্ধেরিত্যর্থঃ। পরমার্থৈনাভিন্না অপি ব্রহ্মণো জীবাঃ কল্পনয়া মিথ্যাবুদ্ধয়ো বিম্বপ্রতিবিম্বচ্চন্দ্রবচ্য ততো ভিদ্যন্তে; এবং চ ভেদমাত্রমত্র কাল্পনিকম্, ন জীববস্তুবেত্যুক্তং ভবতি। অত এব "তত্ত্বমসি" ইতি ভেদ এব বাধ্যতে, ন তু 'তত্ত্বমসি' ইতি জীব ইতি"।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আশঙ্কা করিতে পারেন যে, জীব এবং ব্রহ্মের যে ভেদ কল্পনা করা হইতেছে, সেই ভেদ কাহার ধর্ম, যদ্দ্বারা জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন? প্রথমতঃ সেই ধর্ম ব্রহ্মের হইতে পারেনা। কারণ, ব্রহ্ম বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া তিনি সর্বদাই ভ্রমশূন্য। দ্বিতীয়তঃ তাহা জীবের ধর্মও হইতে পারেনা। কারণ, জীবের সৃষ্টি কল্পনাহেতুক, কল্পনার পূর্বে জীবের বিদ্যমানতা অসম্ভব। সুতরাং এইরূপ পক্ষ অবলম্বন করিলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইবে।[৮] অর্থাৎ অবিদ্যার স্বরূপ কল্পনা বা ভেদভ্রম থাকিবার জন্য ব্রহ্মবিভক্ত জীবের সিদ্ধি হয়, পুনরায় ব্রহ্ম হইতে ভেদপ্রযুক্ত জীবের স্বরূপ লাভের নিমিত্ত অবিদ্যাকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ইহাই দাঁড়াইল যে, কল্পনার উপপত্তির নিমিত্ত জীববিভাগ তথা অবিদ্যার স্বীকৃতি এবং জীববিভাগের উপপত্তির নিমিত্ত কল্পনার আবশ্যকতা।[৯]

এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উদ্ধারে ব্রহ্মসিদ্ধিকার দ্বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রথমটি হইল—"অত্র কেচিদাহুঃ—বস্তুসিদ্ধাবেব দোষঃ—নাসিদ্ধং বস্তু বস্ত্বন্তরনিষ্পত্তয়েঽলম্, ন মায়ামাত্রে"।[১০] অভিপ্রায় এই, বস্তু সিদ্ধ হইলে তবেই এইরূপ দোষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। অর্থাৎ অবিদ্যানামক কোনও পদার্থ যদি বাস্তবে থাকিত, তবে অবিদ্যার সিদ্ধি না হইলে জীবের সিদ্ধি হয় না তথা জীবসিদ্ধি না হইলে অবিদ্যাসিদ্ধি হয় না—এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি করা যাইত। কিন্তু অবিদ্যা বলিয়া তো কোনও সত্য বস্তুর

---

৮. এইরূপ একটি পূর্বপক্ষ ***সংক্ষেপশারীরক(১/৩১৯)*** গ্রন্থে লব্ধ হইয়াছে—

আশ্রয়ত্ববিষয়ভাগিনী নির্বিভাগচিতিরেব কেবলা।
পূর্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ।।

—অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারাই জীবের জীবভাব সম্ভব হয়। সুতরাং অজ্ঞানেকে জীবের অস্তিত্বের পূর্বে বিদ্যমান থাকিতে হইবে। প্রশ্ন হইল, জীবের অস্তিত্বের পূর্বে অজ্ঞান কোথায় আশ্রিত থাকিবে? অজ্ঞানকে জীবে আশ্রিত বলিলে পরস্পরাশ্রয় দোষ অবসম্ভাবি হয়।

৯. ***ব্রহ্মসিদ্ধি,*** পৃঃ ১০

"কস্য পুনঃ কল্পনা ভেদিকা? ন তাবৎ-ব্রহ্মণঃ, তস্য বিদ্যাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ; নাপি জীবানাম্, কল্পনায়াঃ প্রাক্ তদভাবাৎ, ইতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ—কল্পনাধীনো হি জীববিভাগঃ, জীবাশ্রয়া কল্পনেতি।"

১০. তত্রৈব।

সিদ্ধিই নাই। মণ্ডনসিদ্ধান্তে অবিদ্যা ভ্রমাত্মিকা সদসদ্ এতদুভয়কোটিরহিতা। ফলে অবিদ্যা সৎস্বরূপ নহে বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না। অভিপ্রায় এই, আলোচ্য দোষের প্রসক্তি কেবল দুইটি সৎ বস্তুর মধ্যেই সম্ভব; কিন্তু এই স্থলে প্রসক্ত দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি অর্থাৎ আশ্রয়ীভূত জীব সৎ এবং অপরটি অর্থাৎ মায়া সদসদ্-বিলক্ষণ। দোষাভাবের উপপত্তিতে গ্রন্থকার স্বয়ং তর্ক প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন—"ন হি মায়ায়াং কাচিদনুপপত্তিঃ।"[১১] অর্থাৎ অবিদ্যাকে সদসদ্ভিন্ন মায়ামাত্ররূপে স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া আলোচ্য দোষাভাবের উপপন্নতার অসিদ্ধি হইতে পারেনা। অবিদ্যা যদি যুক্তিসিদ্ধ হইত তাহা হইলে অবিদ্যার যাথার্থত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহার স্বরূপের অর্থাৎ অবিদ্যাত্বেরই হানি হইত। কারণ, যাহা যুক্তিসিদ্ধ তাহা অবস্তু হইতে পারেনা। বস্তুতঃ অনুপপন্নার্থত্বই মায়ার ভূষণ, দূষণ নহে।[১২]

অবিদ্যার এই স্বরূপ কেবল ব্রহ্মসিদ্ধিকারই নহেন, বৃহদ্বার্ত্তিককারও সমর্থন করিতেন। *বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক*-এর সম্বন্ধবার্ত্তিকাংশে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

"অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্ব ইদমেব তু লক্ষণম্।
মানাঘাতাসহিষ্ণুত্বমসাধারণমিষ্যতে।।"

উপর্যুক্ত আপত্তির একটি দ্বিতীয় প্রকার সমাধানও *ব্রহ্মসিদ্ধি*-তে দৃষ্ট হয়। এই স্থলে আচার্য্যের মূল বক্তব্য হইল ইতরেতরাশ্রয় দোষ যদি বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি হয় তাহা হইলে উহা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যাও অনাদি, জীবের জীবভাবও

---

১১. তত্রৈব।

১২. *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা,* পৃঃ ৩২

তত্র মতভেদেন পরিহারদ্বয়ং বিবক্ষুরেকং তাবদাহ—**অত্রেতি**। যদ্যবিদ্যা নাম বস্তু স্যাৎ ততো নাসিদ্ধা জীববস্তুসিদ্ধয়েঽলম্, জীবং চ বিনা ন তৎসিদ্ধিঃ ইতীতরেতরাশ্রয়দোষঃ স্যাৎ; মায়ামাত্রং তু সা; অতো ন দোষ ইত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ —**ন হীতি**।

অনাদি। ফলে ইতরেতরাশ্রয় হইবেনা।[১৩] রহস্য এই যে, আকাশে যে কল্পিত ঘট-পটাদি রহিয়াছে, ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। একই প্রকারে অহংকারাদির সৃষ্টিও কাল্পনিক। সেই কাল্পনিক অহংকার বা অন্তঃকরণাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াই ব্রহ্মভেদবিশিষ্ট জীবের আবির্ভাব হয়। ইহার মূল কারণ হইল অবিদ্যা। এইহেতুই ভ্রমাত্মিকার অপর নাম কল্পনা। সুতরাং কল্পনার দ্বারা ভেদবিশিষ্ট জীব এবং কল্পনা স্বয়ং— উভয়েই অনাদি বলিয়া উভয়ের সম্বন্ধও বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি হইবে। জীবস্বরূপকে প্রাপ্ত করায় যে অবিদ্যা, তাহা তো অনাদি বটেই, উহার সম্বন্ধের দ্বারা জীব প্রকট হয় বলিয়া জীবস্বরূপও একই প্রকারে অনাদি।[১৪] স্বীয় সম্প্রদায়ের কোন আচার্য্যের উক্তির দ্বারা উক্ত মতকে দৃঢ় করিতে ব্রহ্মসিদ্ধিকার বলিলেন—"তথা চোক্তমবিদ্যোপাদানভেদবাদিভিঃ— 'অনাদিরপ্রয়োজনা চাবিদ্যা' ইতি।"[১৫] এইস্থলে 'অবিদ্যোপাদানভেদবাদিভিঃ'— এই পদটিকে এইরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হইবে— অবিদ্যা উপাদানকারণং যস্য ভেদস্য ভেদাত্মক প্রপঞ্চস্য তং বদতি তচ্ছীলং যেষাং তৈঃ ইতি। অর্থাৎ অবিদ্যা এইরূপই যাহা অনাদিকাল হইতে জীবের সহিত চলিতেছে। কিন্তু জগৎ-প্রপঞ্চের কারণীভূত এই অবিদ্যা কোন ফল বা প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে জগৎরূপ কার্যের রচনা করেনা। কারণ, ভেদজ্ঞান বিষয়ীভূত প্রপঞ্চের সৃষ্টিতে অবিদ্যার কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন থাকিতে পারেনা। এইরূপে অবিদ্যাকে যেসকল সম্প্রদায় প্রপঞ্চের উপাদানকারণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবিদ্যাকে অনাদি ও প্রয়োজনহীনা বলিয়াই মনে করিয়াছেন। অবিদ্যা

---

১৩. ***ব্রহ্মসিদ্ধি,*** পৃ. ১০

"অন্যে তু — অনাদিত্বাদুময়োরবিদ্যাজীবয়োঃ বীজাঙ্কুরসন্তানয়োরিব নেতরেতরাশ্রয়ত্বমপ্রকৃপ্তি-মাবহতীতি বর্ণয়ন্তি।"

১৪. ***ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা,*** পৃ. ৩২

"পরিহারান্তরমাহ — **অন্যে ত্বিতি**। অহংকারাদিকল্পনাদতস্তদবচ্ছিন্নস্তদ্গুণসারো ঘটাকাশ ইব জীবঃ, ততস্তৎকল্পনেতি বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বং মন্তব্যম্। কারণাবিদ্যা ত্বনাদিঃ।

১৫. ***ব্রহ্মসিদ্ধি,*** পৃ. ১০

অনাদি বলিয়া পূর্বোক্ত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা রহিল না।[১৬] বস্তুতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ছয়টি পদার্থকে অনাদি স্বীকার করা হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে একটি প্রাচীন উক্তিও রহিয়াছে—

জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিত্তথা জীবেশয়োর্ভিদা।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়্স্মাকমনাদয়ঃ।।

—অর্থাৎ জীব, ঈশ্বর, শুদ্ধচৈতন্য, জীব এবং ঈশরের ভেদ, অবিদ্যা ও অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের যোগ—এই ছয়টি হইল অদ্বৈতমতে অনাদি পদার্থ।

এক্ষণে ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যার আশ্রয় জীব—এইরূপ সিদ্ধান্ত এযাবৎ বর্ণিত হইল, কিন্তু ইহাতে কেহ মনে করিতে পারেন জীব অবিদ্যার আশ্রয় হইলেও বস্তুতঃ তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই। এইরূপে ব্রহ্মাভিন্ন জীবের সিদ্ধি হইলে ব্রহ্ম যেরূপ বিশুদ্ধ বা বিদ্যাস্বভাব জীবকেও সেইরূপে বিশুদ্ধ ও বিদ্যাস্বভাব বলিতে হইবে। তাহাই যদি হইল তবে বিদ্যাস্বভাব জীব কীরূপে বিদ্যা-বিরোধী অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারেন?[১৭] ইহার উত্তরে ব্রহ্মসিদ্ধিকার বলিলেন—"বার্তমেতৎ; ন চ তাবদ্বিম্বাদবদাতাৎ প্রতিবিম্বং কৃপাণাদিষু ভিন্নম্; অথ চ তত্র শ্যামতাদিরশুদ্ধিরবকাশং লভতে।"[১৮] পঙ্‌ক্তিতে উক্ত 'বার্তম্' শব্দের অর্থ

---

১৬. ***ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা,*** পৃ. ৩২

"অনাদিত্বমেব স্বযুথ্যোক্ত্যা দৃঢ়য়তি **—তথা চেতি**। অবিদ্যা উপাদানকারণং যস্য ভেদপ্রপঞ্চস্য তদ্বাদিভিরিত্যর্থঃ। তত্রানাদিত্বস্য ফলমাহ—**তত্রেতি**। তথা প্রসঙ্গোক্তস্যাপ্রয়োজনত্বস্য ফলমাহ — অপ্রয়োজনত্বান্নেতি, 'ভিদ্যমানস্য প্রপঞ্চস্য সৃষ্টৌ কিং প্রয়োজনম্? ইতি যঃ পর্যনুযোগঃ তস্যাবকাশো ন ভবতীত্যর্থঃ।"

১৭. ***ব্রহ্মসিদ্ধি,*** পৃ. ১১

"ননু জীবা অপি ব্রহ্মতত্ত্বাব্যতিরেকাদ্বিশুদ্ধস্বভাবাঃ; তত কথং তেষ্ববিদ্যাবকাশঃ?"

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৪

"ইদানীমদ্বৈতিমতে পুনশ্চোদয়তি — **নন্বতি**। বিশুদ্ধস্বভাবাঃ; বিমলবিদ্যাস্বভাবা ইত্যর্থঃ।"

১৮. ***ব্রহ্মসিদ্ধি,*** পৃ. ১১

সারহীন।[১৯] পূর্বপক্ষী যাহা বলিলেন তাহা কেবল কথার কথা। তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ ইহা পূর্বপক্ষীর কপোলকল্পিতবচন। কারণ, জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের ন্যায় ভেদ সিদ্ধই রহিয়াছে। কৃপাণ বা দর্পণাদিতে নির্মল মুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যদ্যপি এই বিম্ব ও প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, তথাপি প্রতিবিম্বে মলিনতা থাকিলে তাহা বিম্বনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। অর্থাৎ দর্পণে কোনও মালিন্য থাকিলে আমরা ভ্রম করি যে, সেই মালিন্য বিম্ব মুখেই রহিয়াছে। একই প্রকারে জীব নির্মল বলিয়া ব্রহ্ম হইতে বাস্তবে ভিন্ন নহেন, তথাপি অবিদ্যার আশ্রয়ভূত হইয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হন। এইরূপে প্রতিবিম্ব স্থানীয় জীব ব্রহ্ম হইতে অবাস্তবিকরূপে ভিন্ন হন বলিয়া অবিদ্যার আশ্রয়ও হইয়া যান।

টীকাকার এতদ্বিষয়ে আরও বিচার করিয়াছেন। প্রশ্ন হইল বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব ভিন্ন হয়না কেন? টীকাকার মনে করিয়াছেন, যেসকল বস্তু স্বতন্ত্র বা পৃথক্‌সিদ্ধ, সেইসকল বস্তুর অবয়বের নাশের দ্বারা বা অবয়ব সংযোগের নাশের দ্বারা নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিবিম্ব স্থলে বিম্বাবয়ব তথা উহার সংযোগের নাশের দ্বারা প্রতিবিম্বের নাশ হয়। কেবল তাহাই নহে প্রতিবিম্বের উৎপত্তিও বিম্বের সন্নিধানবশতঃই হইয়া থাকে, কিন্তু সাবয়ব সংযোগের দ্বারা নহে। বিম্বের সন্নিধানমাত্রেই প্রতিবিম্বের প্রতীতি হয়। কিন্তু বিম্বের

---

১৯. প্রশ্ন হইল 'বার্তম্' শব্দ হইতে কোন্ ব্যুৎপত্তি বলে সারহীন অর্থ আসিতে পারে? "তত আগতঃ" এই সূত্রের দ্বারা ইহা জানা যায় যে, অন্ প্রত্যয় হইলে জলবর্ষন ন্যায়ে আদি-বৃদ্ধি, অন্ত্যলোপ বর্ণ, সম্মেলন, ক্লীব লিঙ্গে প্রথমার একবচনে বার্তম্ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। উপর্যুক্ত রীতিতে ইহার অর্থ হয় নিষ্প্রামানিক। আচার্য্য শঙ্খপাণি এইহেতুই *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা*-য়(পৃ. ৩৪) বলিলেন— "বার্তমিতি; অসারমিত্যর্থঃ; বার্তম্ আগতং বার্তেম্; নিষ্প্রামাণকমিত্যর্থঃ।"

ব্যবধান হইলে প্রতিবিম্বের অদর্শন হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, প্রতিবিম্বের সত্তা বাস্তবে বিম্ব হইতে পৃথক না হইলেও ভ্রমের দ্বারাই ভিন্নরূপে ভাসিত হয়।[২০]

এইরূপ বিচারের উপর পূর্বপক্ষী পুনরায় আশঙ্কা করিতে পারেন, যাহা বাস্তবে শুদ্ধ হইতে অভিন্ন তাহার অন্যরূপতা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবে মায়া বা অবিদ্যাসম্বন্ধরূপ অশুদ্ধি অসম্ভব। যেসকল স্থলে বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব ভিন্নরূপে প্রতীত হয় সেইসকল স্থল যে ভ্রমমূলক তাহা সিদ্ধান্তী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন, লৌকিক প্রতিবিম্ব এবং তদ্গত দোষানুভবের ন্যায় প্রকৃত প্রতিবিম্বস্থানীয় জীব এবং সেই জীবে অবিদ্যাসম্বন্ধরূপ দোষ— এই সকল ভ্রমই, প্রমা নহে। অন্যথা, যদি ভ্রমের দ্বারা অবিশুদ্ধিকে প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবে স্বীকার না করিয়া ব্রহ্মে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যার নিবৃত্তি বিদ্যার দ্বারা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কারণ, স্বভাবের নিবৃত্তি হয় না। যেহেতু, স্বভাবনিবৃত্তিদশায় ধর্মীর সত্তার লোপপ্রসঙ্গ হয়।[২১]

---

২০. ***ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা,*** পৃ. ৩৪

"কথং পুনর্বিম্বাৎপ্রতিবিম্বং ন ভিন্নম্? সাবয়বস্যাবয়বসংযোগমন্তরেণানুপপত্তেঃ। ন চ তস্যাবয়বা দৃশ্যন্তে। ন চ কল্প্যা, অন্যথাপি তৎপ্রতিপত্ত্যুপপত্তেঃ। সাবয়বস্য নিরন্তরে দর্পণে স্থিত্যনুপপত্তেঃ; বিম্বরূপপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ; স্পর্শনেন চানুপলব্ধেঃ; সাবয়বস্য অবয়বতৎসংযোগনাশামন্তরেনাশাৎ; অস্য চ বিম্বসন্নিধিমাত্রেণাভাসাৎ; তস্মাদ্বিম্বমেব ভ্রান্ত্যা ভিন্নং ভাতীতি স্থিতম্।"

২১. ***ব্রহ্মসিদ্ধি,*** পৃ. ১১

"বিভ্রমঃ স ইতি চেৎ, সমানমেতজ্জীবানামপ্যশুদ্ধির্বিভ্রমঃ, অন্যথা দুরবাপৌব বিশুদ্ধিঃ স্যাদিত্যুক্তম্।"

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৪

"ননু শুদ্ধাদভিন্নস্যাশুদ্ধিস্তদ্বতো ন ঘটতে; প্রতিবিম্বে তু ভ্রান্তিঃ পেত্যাশঙ্কয় ইহাপি ভ্রান্তিরিত্যাহ **বিভ্রম ইতি**। ভ্রান্তিত্বমেব দৃঢ়য়তি— **অন্যথেতি**। তদ্বৎ তস্ত জীবানামশুদ্ধস্বভাবত্বে শুদ্ধির্ন স্যাদিতি 'স্বভাবাহানাৎ' ইত্যত্রোক্তমিত্যর্থঃ।"

এযাবৎ যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মাভিন্ন জীবে অবিদ্যাশ্রয়ত্বের অসম্ভাবনা নিরাসপূর্বক ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, অবিদ্যাসম্বন্ধের দ্বারাই ব্রহ্ম হইতে জীব ভিন্ন হইয়া থাকেন এবং অবিদ্যাপ্রযুক্ত ভ্রমাত্মক মলের দ্বারা জীব সমল হন। এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর পূর্বপক্ষী পুনরায় বলিতেছেন যে, দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখে 'মুখং মলিনং মে'—প্রভৃতি ভ্রমস্থলে দর্পণই সেই ভ্রমের হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতস্থলে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে স্থিত জীবে অবিদ্যা বিভ্রমের উৎপত্তির কারণ কী? কারণ, আত্মাদ্বৈতবাদী দ্বৈতাপত্তির ভয়ে ব্রহ্মাভিন্ন আত্মার অতিরিক্ত অবিদ্যানামক কোনও পদার্থই স্বীকার করিবেন না। যদি করিতেন তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে, সেই অবিদ্যারূপ আগন্তুক বস্তুই ব্রহ্মের প্রতিবিম্বাত্মক জীবস্বরূপের ভ্রম ঘটাইয়া থাকে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, প্রকৃতস্থলীয় ভ্রমের ব্যাখ্যার নিমিত্ত সেই ভ্রমের কারণরূপে অনিত্যভূত ব্রহ্মাত্ম হইতে ভিন্ন এক অন্য হেতু স্বীকার করার কী আবশ্যকতা রহিয়াছে? অভিপ্রায় এই, অনাদিকাল হইতে অবিদ্যমান উৎপত্তিশীল কৃপাণ, দর্পণ, জল, স্ফটিকাদিতে মুখের প্রতিবিম্ব ভ্রমে মুখ হইতে ব্যতিরিক্তরূপে প্রতিবিম্বাধার দর্পণাদিকে প্রতিবিম্ব ভ্রমের কারণরূপে স্বীকার করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মের প্রতিবিম্বাত্মক জীবের ভ্রম তো অনাদিকালিক এবং অনাগন্তুক। সুতরাং অনাদিকালিক ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতে অনাদি প্রতিবিম্বভূত জীবভ্রমের স্থিতি প্রকট হইয়া থাকে। ফলে সেই জীবভ্রমের নিমিত্ত অনাদিকালিক ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কল্পনা ব্যতীত উৎপন্ন অনিত্য বাহ্য হেতুর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই।[২২] আরও কথা, অনাদি বলিয়া অবিদ্যার প্রবৃত্তিতে যে কোনও হেতুর আবশ্যকতা থাকেনা তাহা শ্লোকবার্তিককারও বলিয়াছেন—

---

২২. *ব্রহ্মসিদ্ধি,* পৃ. ১১

স্যাদতৎ— কৃপাণাদয়ো মুখে বিভ্রান্তিহেতবঃ, তথেহাপি বিভ্রমহেতুর্বাচ্যঃ। অনাদৌ বিভ্রমে হেত্বন্বেষণমসাংপ্রতমিব।

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৪

'স্বপ্নাদিবদবিদ্যায়াঃ প্রবৃত্তিস্তস্য কিংকৃতা'[২৩]

লোকতঃ কারণনাশে কারণজন্য কার্যের নাশ দৃষ্ট হয়। এক্ষণে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন যে, অবিদ্যা অনাদি বলিয়া অনুৎপন্না অর্থাৎ নির্হেতুক্যা। সুতরাং সেই অবিদ্যার উচ্ছেদ বা নাশ কীরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য হইল— অবিদ্যা অনাদিসিদ্ধ হইলেও স্বাভাবিক। বিদ্যার উদয়ের দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইবার যোগ্য। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যদি অবিদ্যার নাশ না হয় তাহা হইলে সেই অবিদ্যা-বিরোধী বিদ্যার স্তুতি যে সকল শাস্ত্র করিয়াছেন সেই অবিদ্যানিবৃত্তির সহিত সম্বদ্ধ শাস্ত্রসকল ব্যর্থ হইয়া যাইবে।[২৪]

দ্বিতীয়তঃ অনাদি বস্তুর নাশও সংসারে দৃষ্ট হয়। যেমন পার্থিব পরমাণু গুলির যে স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণরূপ, তাহাও পাক বা বিলক্ষণ তেজঃসংযোগের দ্বারা নষ্ট হইয়া রক্তরূপের উৎপাদক হইয়া থাকে। সুতরাং অনাদি সিদ্ধ মায়াও শাস্ত্রশ্রবণাদিজন্য বিদ্যার দ্বারা নিবৃত্ত হয়।[২৫]

অত্র পুনশ্চোদয়তি— **স্যাদিতি**। একাত্ম্যবাদিনস্তদ্ব্যতিরিক্ত আগন্তুকো হেতুর্নাস্তীতিভাবঃ। সিদ্ধান্তী ত্বাহ— কিমত্রাগন্তুকেনান্যেন হেতুনা? আগন্তুকো হি প্রতিবিম্বাদিভ্রমে সোঽপেক্ষেত; অনাদিস্ত্বয়ং জীবভ্রমঃ অতশ্চানাদেস্তদ্ব্যাগ্রহণাদেবোপপত্তেরাগন্তুকবাহ্যহেত্বন্বেষণমযুক্তপিত্যমিপ্রায়েণাহ— অনাদাবিতি।

২৩. *শ্লোকবার্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপ্রকরণ*— ৮৪

২৪. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, পৃ. ১১

ননু স্বাভাবিক্যনাদিরবিদ্যা নির্হেতুঃ, সা কথমুচ্ছিদ্যেত? সর্বশাস্ত্রাণ্যেব তাবৎনৈসর্গিক্যা অবিদ্যায়া উচ্ছেদায় প্রস্থিতানি।

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৪-৩৫

অত্র চোদয়তি—**নন্বিতি**। হেতুচ্ছেদাদ্ধি হেতুমদুচ্ছেদো দৃষ্টঃ; অবিদ্যা ত্বনাদিত্বাৎ স্বাভাবিকীতি নির্হেতুঃ, অতঃ কথমুচ্ছিদ্যেতেত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তী তু স্বভাবিক্যপ্যুচ্ছিদ্যতে তাবদবিদ্যা, অন্যথা তত্রিবৃত্ত্যর্থানি শাস্ত্রাণি ব্যর্থানি স্যুরিত্যভিপ্রায়েণাহ—সর্বেতি।

২৫. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, পৃ. ১১

অপি চ পার্থিবানামণনাং শ্যামতানাদিঃ পাকজেন বর্ণেন নিবর্ত্যতে।

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৫

দৃশ্যতে চ স্বাভাবিকস্যাপ্যুচ্ছেদ ইত্যাহ— **অপি চেতি**।

আলোচ্য দৃষ্টান্তের প্রতিবাদে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সাম্য নাই, কারণ কোনও কোনও অনাদিসিদ্ধ বস্তু যথা- কৃষ্ণরূপাদির বিরোধিকারণের সান্নিধ্যে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এমতাবস্থায় বিরোধিকারণের সন্নিধান হইতে যদি কোনও স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যারূপ বস্তুর বিরোধিকারণের সান্নিধ্যাভাবহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তি কীরূপে হইবে? কারণ, অদ্বৈতবাদীর পক্ষে আত্মা ভিন্ন কোনও নিবর্তক নাই। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী পূর্বপক্ষীকে বলিতেছেন যে, যদি আপনি বলেন আত্মার স্বভাবরূপ বিদ্যাই অবিদ্যার নিবর্তক হয়, তাহা হইলে বিদ্যার সহিত অবিদ্যারও সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে বিদ্যা এবং অবিদ্যার পারস্পারিক অবিরোধই সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে যদি উভয়ের মধ্যে অবিরোধ থাকে তাহা হইলে বিদ্যা কীরূপে অবিদ্যার নিবর্তক হইবে? আর যদি বিপরীত ক্রমে আপনি বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে পরস্পর বিরোধী বলেন তাহা হইলে আত্মস্বরূপভূত বিদ্যা থাকিলে আপনাকে সর্বদায় অবিদ্যার নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে সমগ্র সংসার নিত্যমুক্ত হইয়া যাইবে এবং সর্বমুক্তি সিদ্ধ হইলে মোক্ষমার্গোপদেশক শাস্ত্রের ব্যর্থতা সূচিতে হইবে। সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিরোধ ও অবিরোধ— উভয় দশাতেই উক্তরূপ দোষের আশাঙ্কা রহিয়াছে।[২৬]

---

২৬. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, পৃ. ১১

"ননু স্বভাবিকমপি কিংচিদ্বিলক্ষণপ্রত্যয়োপনিপাতান্নিবর্ততাম্; একাত্ম্যবাদিনস্ত্বনাগন্তুকার্থস্য তদভাবাৎ কুতো নিবৃত্তিঃ? ন খল্বাত্মস্বভাব এব বিদ্যা অবিদ্যানিবর্তিকা, অবিদ্যায়াস্তয়া সহ বৃত্তেরবিরোধাৎ; বিরোধে বা নিত্যনিবৃত্তের্নিত্যমুক্তং জগৎ স্যাৎ।"

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৫

পরস্তু শ্যামতাদিবৈষম্যমাপাদয়ন্ চোদয়তি—**নন্বিতি**। প্রত্যয়ঃ; হেতুরিত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে আগন্তুকো দ্বিতীয়োঽর্থো যস্য স তথোক্তঃ। **তদভাবাৎ**; বিলক্ষণপ্রত্যয়োপনিপাতাভাবাদিত্যর্থঃ। **কুতো নিবৃত্তি** অবিদ্যায়া ইত্যধ্যাহার্যম্। ননু মা ভূদ্ আগন্তুকো হেতুঃ; আত্মনো বিদ্যাত্মকত্বাৎ তৎস্বভাবভূতৈব বিদ্যা অবিদ্যাং নিবর্তয়িষ্যতীত্যত আহ— **ন খল্বিতি**। বিদ্যাবিদ্যে চেদেকত্রাত্মনীচ্ছসি, ততস্তয়োঃ স্বাভাবাবস্থানাদবিরোধে ন নিবর্ত্যনিবর্তকভাবঃ; বিরোধে বা বিদ্যয়াত্মন্যবিদ্যা নিত্যনিরস্তেতি তন্নিবন্ধনত্বাভাবান্নিত্যমুক্তং জগৎ স্যাদিত্যর্থঃ।

কেহ বলিতে পারে, শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মভিন্ন কোনও এক নিত্য বিদ্যা অবিদ্যার নিবর্তক হউক। অভিপ্রায় এই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন হইতে উৎপন্ন আত্মা ভিন্ন অন্তঃকরণবৃত্তিস্বরূপ বিদ্যা অবিদ্যার বিরোধী হইয়া সেই অবিদ্যাকে নিবৃত্ত করিতে পারে। ইহাতে যেরূপ সর্বমুক্তির আপত্তিও হইবে না, সেইরূপ শাস্ত্রীয় উপদেশের ব্যর্থতাপত্তিরও সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু সিদ্ধান্তমতে পূর্বপক্ষীর এইরূপ কথন সার্থক নহে; কারণ অদ্বৈতশাস্ত্রে ব্রহ্মব্যতিরিক্তরূপে শ্রবণাদিজন্য উৎপন্ন বিদ্যান্তরের সম্ভাবনাই নাই। যদি এইরূপ সম্ভাবনা অদ্বৈতী স্বীকার করেন তাহা হইলে সিদ্ধান্তীর পক্ষে অদ্বৈতহানি হইবে।[২৭]

সিদ্ধান্তীর এইরূপ বচনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, শ্রবণাদিরজন্য উৎপন্ন সেই আগন্তুক বিদ্যাও ব্রহ্মরূপ হইতে পারে। সুতরাং একাত্মস্বরূপতার বা অদ্বৈতহানির প্রসঙ্গই নাই। ইহার উত্তর এই যে, শ্রবণাদিজন্য উৎপন্ন সেই বিদ্যা যদি অনিত্য বা আগন্তুক হয় তাহা হইলে উহা কীরূপে নিত্য ব্রহ্মস্বভাব হইতে পারে? কোনও অনিত্য বস্তু কদাপি নিত্য বস্তুর স্বভাব হয় না।[২৮] *শ্লোকবার্তিক*-এও বলা হইয়াছে যে,

"স্বাভাবিকীমবিদ্যাং তুনোচ্ছেত্তুং কশ্চিদ হাতি।
বিলক্ষনোপপাতে হি নশ্যেত্ স্বাভাবিকং কচিত্।।
ন ত্বৈকাত্ম্যাম্যুপায়ানাং হেতুরস্তি বিলক্ষণঃ।"[২৯]

---

২৭. ***ব্রহ্মসিদ্ধি***, পৃ. ১১

ন চ বিদ্যান্তরমাগন্তুকং বিরোধি নিবর্তকম্, একাত্ম্যবাদে ব্যতিরিক্তস্য তস্যাযোগাৎ।

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৫

শ্রবণাদিজন্যমাগন্তুকং বিদ্যান্তরমবিদ্যাং নিবর্তয়িষ্যতীতি চেদত আহ **ন চেতি**।

২৮. ***ব্রহ্মসিদ্ধি***, পৃ. ১১

আগন্তুকস্য ব্রহ্মস্বভাবত্বানুপপত্তেশ্চ।

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৫

আগন্তুকস্যাপি বিদ্যান্তরস্য ব্রহ্মস্বভাবত্বাৎ নৈকাত্ম্যহানিরিতি চেদন আহ— **আগন্তুকেতি**। নানিত্যস্য নিত্যস্বভাবত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ।

২৯. ***শ্লোকবার্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপ্রকরণ***— ৮৫-৮৬

—অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে সিদ্ধ অবিদ্যাকে নষ্ট করিবার যোগ্য কেহই নাই। কোনও কোনও স্থলে বিরোধীর উৎপত্তিতে অনাদিকাল হইতে স্থিতি বস্তুরও উচ্ছেদ দেখা যায়। ফলে শ্রবণাদিজন্য বিদ্যার উৎপত্তির দ্বারা স্বাভাবিক অবিদ্যারও নিবৃত্তি হইতে পারে— এইরূপ কেহ বলিতে পারেন কিন্তু অদ্বৈতবাদে ইহা সম্ভব নহে। যেহেতু অবিদ্যার নিবর্তক হেতুরূপে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত শ্রবণাদিজন্য কোনও বিলক্ষণ বস্তুই নাই।

এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিতে ব্রহ্মসিদ্ধিকার অনন্তর স্বীয় মত উপস্থাপন করিতে বলিলেন—"অত্রোচ্যতে— উক্তমেতজ্জীবানামবিদ্যাকলুষিতত্বম্, ন ব্রহ্মণঃ তদ্ধি সদা বিশুদ্ধ নিত্যপ্রকাশমনাগন্তুকার্থম্।"[৩০] — অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বারা কুলষিত জীবই অবিদ্যার আশ্রয়, ব্রহ্ম নহেন। আচার্য পূর্বেই বিম্ব-প্রতিবম্বের দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম নিত্য-নির্মল-প্রকাশস্বরূপ বলিয়া অনাগন্তুক। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য-নির্মল-প্রকাশস্বরূপ বলিয়া তাহাতে লেশমাত্রও অবিদ্যার সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নহে। এই কারণেই সেই অবিদ্যার নিবৃত্তির জন্য কোনও বহির্ভূত অর্থের অপেক্ষা থাকেনা। আচার্য্য 'বিশুদ্ধ প্রকাশম্' এই বিশেষণের দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, ব্রহ্মে স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাকিতে পারেনা। পুনরায় 'অনাগন্তুকার্থম্' এই দ্বিতীয় বিশেষনের দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যার নিবর্তকরূপে কোনও আগন্তুক অর্থেরও অপেক্ষা থাকেনা। ফলে আগন্তুক অবিদ্যাও যে ব্রহ্মে আশ্রিত হইতে পারেনা, ইহাই প্রকারান্তরে সূচিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মে অবিদ্যা কোনরূপেই নাই— আগন্তুকরূপেও নাই স্বাভাবিকরূপেও নাই। এইরূপে ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-প্রকাশস্বরূপ বলিয়া স্বাভাবিক অবিদ্যার আশ্রয় নহেন— ইহা বুঝিতে প্রথম বিশেষণ এবং

---

৩০. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, পৃ. ১২

বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যার নিবর্তকরূপে কোনও আগন্তুক সাধনীভূত বিষয়ও নাই— ইহা বুঝাইতে দ্বিতীয় বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।[৩১]

প্রশ্ন হইবে, যদি ব্রহ্মে অবিদ্যাকালুষ্য থাকে, তাহা হইলে কী হানি হইবে? ইহার উত্তরে ব্রহ্মসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, ব্রহ্মে অবিদ্যাকালুষ্য সিদ্ধ করিলে মহান দোষ হইবে— "অন্যথা ব্রহ্মভূয়ং গতস্যাপি নাবিদ্যা নিবর্তেত; তত্রানির্মোক্ষঃ।"[৩২] অর্থাৎ ব্রহ্মকে যদি অবিদ্যাকালুষ্য শূন্যরূপে স্বীকার না হয় তাহা হইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির কদাপি অবিদ্যা নিবৃত্তি হইবে না। অবিদ্যানিবৃত্তি না হইলে মুমুক্ষু পুরুষে মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। ইহাকেই শাস্ত্রে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ বলে।[৩৩]

কোনও এক পূর্বপক্ষী এই স্থলে বলিতে পারেন যে, ব্রহ্মই সংসারদশা প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মই সংসারদশা হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। জীবের বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। প্রশ্ন হইবে পূর্বপক্ষী কোন্ যুক্তির বলে ইহা সিদ্ধ করিবেন যে, জীবের বন্ধ-মোক্ষ দশা নাই? পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যাঁহারা ব্রহ্মকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিবেন তাহাঁদের মতে কেবল ব্রহ্মই চৈতন্যস্বরূপ, জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। সুতরাং ভেদদৃষ্টির দ্বারাই ব্রহ্মের সংসার হয় এবং অভেদ দৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মের মুক্তি হয়। এক্ষণে অভেদদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মের মুক্তি হইয়া যাইলে তৎকালে ব্রহ্ম ভিন্ন কেহ না থাকায় কাহারও পক্ষে ভেদদর্শন সম্ভব হইবে না।

---

৩১. *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা*, পৃ. ৩৫

অত্র সিদ্ধান্তমাহ— **অত্রেতি**। প্রতিবিম্বদৃষ্টান্তেনোক্তমিত্যর্থঃ। কস্মান্ন ব্রহ্মণ ইত্যাহ— তদ্ধীতি। অবিদ্যানিবর্তক আগন্তুকোঽর্থোঽস্যনাস্তীত্যর্থঃ। যদ্বা অনাগন্তুকার্থমনাধেয়াতিশয়মিত্যর্থঃ। তত্র নিত্যপ্রকাশত্বেন স্বাভাবিক্যবিদ্যা নাস্তীত্যুক্তম্; অত্রানাগন্তুকার্থত্বেন চাগন্তুক্যপি সা নাস্তীত্যুক্তমিতি বিবেকঃ। বিদ্যাস্বভাবে ব্রহ্মণ্যবিদ্যাকলুষিতত্বং নাস্তীত্যুক্তম্।

৩২. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, পৃ. ১২

৩৩. *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা*, পৃ. ৩৫

যদি চ স্যাত্ততো মহান্ দোষঃ স্যাদিত্বাহ—**অন্যথেতি**। **ব্রহ্মভূয়ং গতস্যেতি**, ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তস্যেত্যর্থঃ। ততঃ কিমিত্যত আহ—**তত্রেতি**।

সুতরাং ব্রহ্মের মুক্তিদশায় সর্বমুক্তির প্রসঙ্গ হইবে।[৩৪] এইরূপে সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গরূপে দোষের প্রদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মসিদ্ধিকার স্বীয়মতের উপসংহার করিতে বলিলেন— অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত হইলে সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় বলিয়া সেই মত পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। সুতরাং, জীবেরই সংসার দশা হয় এবং জীবই মুক্তিপ্রাপ্ত হন, ব্রহ্ম নহেন—"তস্মাদবিদ্যায়া জীবাঃ সংসারিণঃ, বিদ্যয়া মুচ্যন্তে।"[৩৫]

অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্ববাদীর এইরূপ সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট না হইয়া পূর্বপক্ষী পুনরায় বলিতে পারেন যে, অবিদ্যা যদি জীবে আশ্রিত হয় তাহা হইলেও সেই জীবাশ্রিত অবিদ্যার নিবর্তক সর্বদাই সেই অবিদ্যা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুই হইবে। যদি কেহ বলেন না, তাহা হইলে বলিতে হইবে অবিদ্যার নিবর্তক কোনও পদার্থ না থাকায় অবিদ্যার নিবৃত্তিই হইবে না। সুতরাং জীবের মুক্তিও হইবে না। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন, অবিদ্যার নিবর্তক বস্তুটি সর্বদাই সদ্‌রূপ হওয়া উচিত। কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন হইবে যে, অবিদ্যার নিবর্তক সেই সদ্‌বস্তুটি কী ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন? যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে অদ্বৈতহানি অনিবার্য। এইরূপ আপত্তির উদ্ধারে ব্রহ্মসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, জীবে বিদ্যামান অবিদ্যার নিবর্তক বিলক্ষণ কোন হেতুর অভাব থাকিলেও জীবের যে স্বাভাবিক অবিদ্যা তদ্দ্বারা কল্পিত শাস্ত্রের সহিত

---

৩৪. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, পৃ. ১২

অথ ব্রহ্মৈব সংসরতি ব্রহ্মৈব মুচ্যতে, একমুক্তো সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ; যতো ভেদদর্শনেন ব্রহ্মৈব সংসরতি, অভেদদর্শনেন চ মুচ্যতে; তত্র সর্ববিভাগপ্রত্যস্তময়ে যুগপৎ সর্বমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৫

ব্রহ্মৈব সংসরতি মুচ্যতে চ, ন জীবা ইতি চ তেষাং মতম্; তদনুমাষ্য দুষয়তি— **অথেতি**। ব্রহ্মৈব; ন জীবা ইত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ— **যত ইতি**। অভেদদর্শনাৎ ব্রহ্মাণি মুক্তে, অন্যস্য ভেদদুষ্টুর্বন্ধস্যাভাবাৎসর্বভেদপ্রত্যস্তময়ে যুগপৎ সর্বমোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ।

৩৫. *ব্রহ্মসিদ্ধি*, পৃ. ১২

সম্বন্ধ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা অবিদ্যার বিরোধী বিদ্যার উদয় হইয়া থাকে। এই উদিত বিদ্যার দ্বারা স্বাভাবিক অনাদি জীবাশ্রিত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।[৩৬]

পূর্বপক্ষী পুনরায় আশঙ্কা করিতেছেন যে, জীবাশ্রিত ব্রহ্মবিষয় অবিদ্যা যেরূপে অনাদি এবং স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপে বিদ্যাকেও অনাদি ও স্বভাবসিদ্ধ বলা উচিত। অভিপ্রায় এই, সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন বিদ্যাই জীবাশ্রিত ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যার নিবর্তক হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্বপক্ষীর আশয় এই যে, অবিদ্যার ন্যায় বিদ্যাকেও অনাদি বলিতে হইবে— উহা শ্রবণাদিজন্য(বিশেষতঃ প্রসঙ্খ্যানজন্য) হইতে পারেনা। অপি তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যা পূর্ব হইতেই অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যামান ছিল কিন্তু শ্রবণাদির দ্বারা তাহা অভিব্যক্ত হইল। কিন্তু ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মতে এইরূপ যুক্তি গ্রাহ্য নহে, কারণ, বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই অনাদিসিদ্ধ বলিলে উভয়ের একাধিকরণত্বের আপত্তি হইবে। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যা ও অবিদ্যা পরস্পর বিরোধী বলিয়া উহারা কীরূপে একাধিকরণে থাকিবে? ফলতঃ জীবে স্বাভাবিক অনাদি বিদ্যা থাকিতে পারে না। অতএব ইহা বলাই অধিক শ্রেয় যে, অনাদি অবিদ্যাই জীবে আশ্রিত এবং শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যাই জীবাশ্রিত অনাদি অবিদ্যার নাশক হইয়া জীবকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করাইয়া থাকে।[৩৭] সুতরাং অবিদ্যা জীবেই আশ্রিত, ব্রহ্মে নহে।

---

৩৬. ***ব্রহ্মসিদ্ধি***, পৃ. ১২

তেষাং চ নিসর্গজাবিদ্যাকলুষাণাং বিলক্ষণপ্রত্যয়বিদ্যোদয়েনোপপদ্যতেঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ। ন হি জীবেষু নিসর্গজা বিদ্যাস্তি; অবিদ্যৈব হি নৈসর্গিকী; তস্যা আগন্তুক্যা বিদ্যয়া প্রবিলয়ঃ।

ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা, পৃ. ৩৫-৩৬

নন্বস্তু জীবানামবিদ্যা; তথাপৈকাত্ম্যে বিলক্ষণহেত্বভাবাৎ কথমনিবৃত্তিরিতি পূর্বোক্তমাশঙ্কয় পরিহরতি— **তেষামিতি**। বিলক্ষণসত্যহেত্বভাবেঽপি জীবানামবিদ্যাকলুষাণামবিদ্যাকল্পিতশ্রবণাদিলক্ষণহেতুকবিদ্যোদয়াদবিদ্যানিবৃত্তির্ঘটত ইত্যর্থঃ..... ননু জীবানামপি বিদ্যা নৈসর্গক্যস্তি, অতঃ সৌবাবিদ্যানিবর্তিকা, নাগন্তুকো বিলক্ষণেত্যত আহ— **ন হীতি**।

৩৭. ***ব্রহ্মসিদ্ধি***, পৃ. ১২

অন্বতিরেকেঽপি চ ব্রহ্মণো জীবানাং বিম্বপ্রতিবিম্ববদ্ বিদ্যাবিদ্যাব্যবস্থা ব্যখ্যাতা।

২

অবিদ্যার আশ্রয়ত্বে ভামতীকারের মত

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে *ব্রহ্মসিদ্ধি* এবং তদীয় টীকা *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা* বা *শঙ্খপাণিনী* টীকা অবলম্বনে আমরা অবিদ্যার আশ্রয়ত্ব বিষয়ে ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মত উপস্থাপন করিয়াছি। খৃষ্টীয় ৮৪০ শতাব্দিতে শ্রী বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব। তিনি *ব্রহ্মসূত্রে*-র *শারীরকমীমাংসাভাষ্য*-র উপর *ভামতী* টীকা প্রণয়ন করিয়া সম্যক্ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অবিদ্যার আশ্রয়ত্ব বিষয়ে এই টীকা গ্রন্থে তিনি ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মতেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। এইহেতু, আলোচ্য অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা সূত্রভাষ্যের *ভামতী* টীকা অবলম্বন করিয়া অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বপক্ষে ভামতীকারের মতটি উপস্থাপন করিব।

ভামতী-র বিভিন্ন সন্দর্ভে ভামতীকার অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন, পঞ্চম সূত্রের অর্থাৎ ইক্ষত্যধিকরণের প্রারম্ভে, প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের আনুমানিকাধিকরণে, প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের দেবতাধিকরণে, প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সর্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণে, সর্বোপেতাধিকরণে— এবং অন্যান্য বহু অধিকরণে। আমরা কয়েকটি অধিকরণ অবলম্বনে ভামতীকারের গূঢ় আশয় ব্যক্ত করিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিব।

ব্রহ্মসূত্রে-র প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের আনুমানিকাধিকরণের 'তদধীনত্বাদর্থবৎ'[৩৮] সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অবিদ্যার আশ্রয় যে জীব— এই মত ভামতীকার ব্যক্ত করিয়াছেন। এইপ্রসঙ্গে ভামতীকার সর্বপ্রথম ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অবিদ্যার আশ্রয় যে জীব

---

৩৮. *ব্রহ্মসূত্র,* ১/৪/৩

সেই সিদ্ধান্ত তাঁহার কপোলকল্পিত নহে। ভগবান ভাষ্যকার স্বয়ং ১/৪/৩ সূত্রের ভাষ্যে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যে ভাষ্যপঙ্‌ক্তিতে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষ সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া ভামতীকার মনে করিয়াছিলেন সেই পঙ্‌ক্তিটি হইল—"অবিদ্যাত্মিকা হি জীবশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দেশ্য পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ, যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ।"[৩৯] অনন্তর *ভামতী* অবলম্বনে ভগবান ভাষ্যকারের উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটির আশয় প্রকাশ করা যাইতেছে।

ব্রহ্মসূত্রে-র প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, সাংখ্যগণ জগৎকারণ প্রধানের প্রতিপাদকরূপে যে সবল শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যথা—'অব্যক্ত', 'অজা' ইত্যাদি এবং 'অসৎ' প্রভৃতি শব্দের অর্থ বিচার ও বেদান্তবাক্যসমূহ যে কেবল ব্রহ্মপর তাহারই দৃঢ়ীকরণ। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের প্রথম অধিকরণটি হইল আনুমানিকাধিকরণ। এই অধিকরণে এইরূপ সংশয় উত্থাপিত হইয়াছে যে, কঠশ্রুতি বলিতেছেন, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, তিনি সূক্ষ্মতম এবং সর্বোত্তম গন্তব্যস্থান।[৪০] প্রশ্ন হইল, এইস্থলে 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা কি সাংখ্যসম্মত প্রধানই অভিহিত হইয়াছেন অথবা পূর্ববাক্যে প্রতিপাদিত শরীর অভিহিত হইয়াছে? সাংখ্য বলিবেন, প্রধানই এইস্থলে অব্যক্ত পদে বাচ্য, কিন্তু সিদ্ধান্তী এই অধিকরণে বহু বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কারণাবস্থাপন্ন শরীরই অব্যক্ত পদে বোধিত হইয়াছে।[৪১] ইহার হেতু এই যে, "আত্মনং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব

---

৩৯. *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* পৃ. ৩৭৮ (কৃষ্ণদাস একাদেমি)

৪০. *কঠোপনিষদ্,* ১/৩/১১

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতি।।"

৪১. *বৈয়াসিকন্যায়মালা,* পৃ. ৮২৬ (উদ্বোধন)

"মহতঃ পরমব্যক্তম্' প্রধানমথবা বপুঃ।
প্রধানং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ততত্ত্বানাং প্রত্যভিজ্ঞয়া।।

তু।"[৪২] প্রভৃতি কঠোশ্রুতি বলিতেছেন আত্মা হইলেন রথি শরীর হইল রথ। এই পূর্ববাক্যে রথের রূপকরূপে কল্পিত শরীরকে 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, অব্যক্ত পদটি কোন্ অর্থে শরীরকে বুঝাইবে? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাক্য পর্যালোচনা করিলে 'অব্যক্ত' পদে অবশিষ্ট শরীরই যে বাচ্য তাহা নিশ্চিত হওয়া যায়।[৪৩]

স্থূলশরীর কীরূপে 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে? উহার বাচক কেবল 'ব্যক্ত' শব্দই হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, স্থূলশরীরের আরম্ভক ভূতগুলির সূক্ষ্ম কারণকেই শ্রুতি অব্যক্ত পদের দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন; কারণ তাহারা অব্যক্ত শব্দের দ্বারা বোধ্য হইবার যোগ্য।[৪৪]

সাংখী বলিতে পারেন, যদি এইস্থলে শরীরাদি সূক্ষ্ম অবস্থাকে অব্যক্ত বলা হয় তাহা হইলে উহা প্রকারান্তরে সাংখ্যসম্মত প্রধানকারণবাদেই পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক জগৎ প্রধান বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সাংখ্যসিদ্ধান্তে কার্য এবং কারণের অভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। কারণের মধ্যে যে সুখরূপতা থাকে তাহাই সত্ত্বগুণ এবং যে দুঃখরূপতা থাকে তাহা রজোগুণ এবং যে মোহাত্মকত্ব থাকে তাহা তমোগুণ। এইরূপে

শ্রুতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ পরিশেষাচ্চ তদ্বপুঃ।
সুক্ষ্মত্বাৎ কারণাবস্থমব্যক্তখ্যাং তদইতি।।"

৪২. *কঠোপনিষদ্,* ১/৩/৩

৪৩. *ব্রহ্মসূত্র,* ১/৪/১
"আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দর্শতি চ।"

৪৪. তত্রৈব, ১/৪/২
"সুক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ।"

ত্রিগুণাত্মক প্রধান পদার্থকে সাংখ্যগণ কারণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। এইমত নিরাকরণকল্পে মহর্ষি সূত্রকার ১/৪/৩ সূত্রটি বলিয়াছেন।[৪৫]

বৈদান্তিকগণ মনে করেন যে, এই জগৎ প্রপঞ্চের মূল কারণ হইল অবিদ্যাশক্তি। ইহা শক্তিমান ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, তাঁহার অধীন। কিন্তু সাংখ্য, যে সম্প্রদায়েরই হউন, অর্থাৎ সেশ্বর হউন বা নিরীশ্বর হউন কেহই প্রতিপাদিত প্রধানকে ঈশ্বরাধীন বলেন নাই; বরং জীব এবং ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্রই বলেন। বেদান্তাভিমত মায়া অনির্বচনীয়। ইনি সৎরূপে বা অসৎরূপে বা সদসদ্‌রূপে নির্বচনীয় নহেন বলিয়াই অব্যক্ত। ইহাই হইল বেদান্তসম্মত অব্যাকৃত কারণবাদ হইতে সাংখ্যসম্মত অব্যক্ত কারণবাদের ভেদ।[৪৬]

প্রশ্ন হইল, অবিদ্যা ঈশ্বরাধীন— ইহার অর্থ কী? ইহার অর্থ নির্বচন করিতে ভামতীকার বলিলেন— "অবিদ্যাশক্তেশ্চেশ্বরাধীনত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ।"[৪৭] অর্থাৎ অবিদ্যা ঈশ্বরের অধীন ইহার অর্থ অবিদ্যা ঈশ্বরে আশ্রিত। এইস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য হইল যে, ঈশ্বরাশ্রিতত্বের অর্থ ঈশ্বরবিষয়কত্বই করিতে হইবে। অর্থাৎ অবিদ্যা ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে বিষয় করে। আমরা অগ্রে দেখিব যে, ভামতীকারের মতে, অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করে এবং ব্রহ্মকে বিষয় করে।

---

৪৫. ***ভামতী,*** পৃ. ৩৭৭

"নন্বেবং সতি প্রধানমেবাভ্যুপেতং ভবতি, সুখদঃখমোহাত্মকং হি জগদেবংভূতাদেব কারণাদ্ভবিতুমর্হতি, কারণাত্মকত্বাৎকার্যস্য। যচ্চ তস্য সুখাত্মকত্বং তস্যত্বম্। যচ্চ তস্য দুঃখাত্মকত্বং তদ্রজঃ। যচ্চ তস্য মোহাত্মকত্বং তত্তমঃ। তথা চাব্যক্তং প্রধানমেবাভ্যুপেতমিতি।। শঙ্কানিরাকরণার্থ সূত্রম্— **তদধীনত্বাদর্থবৎ।**"

৪৬. তত্রৈব,

প্রধানং হি সাংখ্যানাং সেশ্বরাণামনীশ্বরাণাং বেশ্বরাৎ ক্ষেত্রজ্ঞেভ্যো বা বস্তুতঃ ভিন্নং শক্যং নির্বক্তুম্। ব্রহ্মণস্ত্বিয়মবিদ্যা শক্তির্মায়াদিশব্দবাচ্যা ন শক্যা তত্বেনান্যত্বেন বা নির্বক্তুম্। ইদমেবাস্যা অব্যক্তত্বং যদনির্বাচ্যত্বং নাম। সোঽয়মব্যাকৃতবাদস্য প্রধানবাদাদ্ভেদঃ।

৪৭. তত্রৈব,

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, যদি ব্রহ্মের অবিদ্যাশক্তির দ্বারা সংসারের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে মুক্ত পুরুষের পুণর্জন্ম স্বীকার করিতে হইবে। যদি বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার উচ্ছেদ সমর্থন করা যায় তাহা হইলে সমগ্র সংসারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার এবং টীকাকার যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ— মুক্ত পুরুষে বন্ধনের পুনরুৎপত্তি সম্ভব নয়। যেহেতু বিদ্যার উদয়ে উহার বীজভূত অবিদ্যাশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অভিপ্রায় এই, সাংখী যেরূপ প্রধানতত্ত্বকে এক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন বৈদান্তিক সেইরূপে অবিদ্যাকে সকল জীবে এক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ফলে অবিদ্যা নষ্ট হইলে সর্বমুক্তির আপত্তি অদ্বৈতীর পক্ষে প্রদর্শন করা যাইবেনা। আমাদিগের মতে, অবিদ্যা প্রত্যেক জীবে ভিন্ন ভিন্ন, ফলে বিদ্যার উদয় যে জীবে হইবে কেবল সেই জীবেই অবিদ্যার অপনয়ন হইবে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে অবস্থিত বিদ্যার এবং অবিদ্যার কোনও বিরোধ নাই।[৪৮]

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, অবিদ্যারূপ উপাধির ভেদ হইবার নিমিত্ত জীবের ভেদ, পুনরায় জীবভেদের নিমিত্ত অবিদ্যার ভেদ সমর্থন করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দুর্নিবার হইবে। ইহার উত্তরে ভামতীকার বলিতেছেন যে, যে বীজ হইতে যে বৃক্ষটি উৎপন্ন হইয়াছে পুনরায় যদি সেই বৃক্ষ হইতেই সেই বীজের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় তাহা হইলেই অন্যোন্যাশ্রয়ের প্রসঙ্গ হয়। কিন্তু অন্যান্য বীজ হইতে অন্যান্য বৃক্ষের উৎপত্তি স্বীকার

---

৪৮. ***শারীরকমীমাংসাভাষ্য,*** পৃ. ৩৭৭-৩৭৮ (কৃষ্ণদাস একাদেমি)

মুক্তানাং চ, পুনরুৎপত্তিঃ। কুতঃ? বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দাহাৎ।

ভামতী, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

যদি ব্রহ্মণোঽবিদ্যাশক্ত্যা সংসারঃ প্রজায়তে, হন্ত মুক্তানামপি পুনরুৎপাদপ্রসঙ্গঃ তস্যাঃ প্রধানবত্তাদবস্থ্যাৎ। তদ্বিনাশে বা সংসারোচ্ছেদঃ, তন্মুলাবিদ্যাশক্তেঃ সমুচ্ছেদাদিত্যত আহ— **মুক্তানাং চ পুনঃ বন্ধস্য অনুৎপত্তিঃ কুতঃ? বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দাহাতৎ। অয়মভিসন্ধিঃ**— ন বয়ং প্রধানবদবিদ্যাং সর্বজীবেস্বেকামাচক্ষমহে, যেনৈবমুপালম্যেমহি, কিংত্বিয়ং প্রতিজীবং ভিদ্যতে। তেন যস্যৈব জীবস্য বিদ্যোৎপন্না তস্যোবাবিদ্যাপনীয়তে ন জীবান্তরস্য; ভিন্নাধিকরণয়োবিদ্যয়োরবিরোধাৎ, তক্তুতঃ সমস্তসংসারোচ্ছেদ প্রসঙ্গঃ?

করিলে অন্যোন্যাশ্রয়তা হয় না। কারণ, বীজ এবং বৃক্ষের প্রবাহকে সকলেই অনাদি বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা ইতঃপূর্বেই বলিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ছয়টি পদার্থ অনাদি। সুতরাং অবিদ্যা এবং জীবের ভেদ অনাদি বলিয়া উভয়ের সিদ্ধি অসম্ভব নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেই ভগবান ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দেশ্যা..."।[৪৯] এইস্থলে 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ অব্যাকৃত। যদ্যপি অবিদ্যা অনেক তথাপি সেইসকলকে একত্রে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তই 'অব্যক্তম্'— এই প্রকারে অব্যক্ত শব্দটিকে ভগবান একবচনে প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া ভামতীপতি মনে করিয়াছেন।[৫০]

প্রশ্ন হইল, যদি অবিদ্যাই জগতের বীজশক্তি হয় তাহা হইলে ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যকতা কোথায়? ইহার উত্তরে ভগবান ভাষ্যকার বলিলেন—"...পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ।"[৫১] অচেতন পদার্থ চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া কোনও কার্য সম্পাদন করে— এইরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অবিদ্যা জড়। ফলে, জড়রূপ অবিদ্যা স্বীয় কার্য সম্পাদনের জন্য নিমিত্তকারণ বা উপাদানকারণরূপে ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়া থাকে। প্রপঞ্চরূপ বিভ্রমের অধিষ্ঠানতা ঈশ্বরেই রহিয়াছে। রজ্জুতে সর্প ভ্রমস্থলে রজ্জু যেরূপ সর্প বিভ্রমের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে এবং উপাদানকারণও হইয়া থাকে সেইরূপ প্রপঞ্চ বিভ্রমের অধিষ্ঠান এবং উপাদানকারণ উভয়ই ঈশ্বর। ফলতঃ ভাষ্যকার যে 'পরমেশ্বরাশ্রয়া' বলিয়াছেন তাহার আশয় এই যে, জীবরূপ আধারে অবস্থিত অবিদ্যা বিষয়রূপে ব্রহ্মকেই

---

৪৯. *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* পৃ. ৩৭৮ (কৃষ্ণদাস একাদেমি)

৫০. *ভামতী,* পৃ. ৩৭৮

ন চ— অবিদ্যোপাধিভেদাধীনো জীবভেদো জীবভেদাধীনশ্চাবিদ্যোপাধিভেদ ইতি পরস্পরাশ্রয়া-দুভয়াসিদ্ধিরিতি— সাংপ্রতম্; অনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবদুভয়সিদ্ধেঃ অবিদ্যাত্বমাত্রেণ চৈকত্বোপচারোঽব্যক্তমিতি চাব্যাকৃতমিতি চেতি।

৫১. *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* পৃ. ৩৭৮ (কৃষ্ণদাস একাদেমি)

গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ভামতীমতে, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অবিদ্যার বিষয় হইলেও আশ্রয় নহেন। ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্তই ভাষ্যকার পরমেশ্বরাশ্রয়া বলিয়াছেন।[৫২]

১/১/৪ ব্রহ্মসূত্রের টীকায় ভামতীকার কণ্ঠতঃ বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত নহে কিন্তু জীবাশ্রিত—"নাবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া, কিন্তু জীবে, সাত্বনির্বচনীয়েত্যুক্তম্।"[৫৩] এইস্থলে আচার্য্যের অভিপ্রায় হইল, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই মুক্তি হয় তথাপি অনাদি অবিদ্যারূপ মলের দ্বারা সেই আত্মার সংস্কার হইলে তদনন্তরই ব্রহ্মস্বরূপের অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। সুতরাং আত্মা যে নিত্য শুদ্ধ, এইরূপ স্বীকার করাই যায়না। কারণ মোক্ষাবস্থায় আত্মা শুদ্ধ হইলেও সংসার দশায় অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া মলীন। এইরূপ পূর্বপক্ষ নিরাকরণ করিতে ভামতীকার বলিতেছেন, অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত নহে কিন্তু জীবাশ্রিত। ফলে অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের নিত্য-শুদ্ধতার কোনও হানি হইবার নহে। আপাতঃভাবে ব্রহ্মের অশুদ্ধিকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়া তাহার ক্রিয়াজনিত সংস্কার্য্যতার নিরাকরণ করা হইল।

দুইপ্রকারে বস্তু সংস্কার্য্য হইতে পারে— ১. গুণের আধানের দ্বারা এবং ২. দোষের অপনয়নের দ্বারা। গুণাধানে বস্তুর সংস্কারের দৃষ্টান্ত হইল— লাক্ষারসসিঞ্চনে দাড়িম্ব পুষ্পে সংস্কার। দাড়িম্ব পুষ্পে লাক্ষারস সিঞ্চন করিলে লাক্ষার যে বর্ণ তাহা সেই পুষ্পে সংক্রমিত হয়। ইহাতে সেই পুষ্প সংস্কৃত হইয়া থাকে। দোষাপনয়নের দ্বারাও সংস্কার সংসারে দৃষ্ট হয়। যেমন— দর্পণ মলীন হইয়া যাইলে তাহাকে ইষ্টক চূর্ণের দ্বারা ঘর্ষন করিলে পূর্ববৎ স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার প্রকাশ হইয়া থাকে। এইস্থলে মালিন্য দোষের

---

৫২. ***ভামতী,*** পৃ. ৩৭৮

নন্ববমবিদ্যৈব জগদ্বীজমিতি কুতমীশ্বরেণেত্যত— **পরমেশ্বরাশ্রয়েতি।** নহ্যচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং কার্যায় পর্যাপ্তমিতি স্বকার্যং কর্তু পরমেশ্বরং নিমিত্ততয়োপাদানতয়া চাশ্রয়তে, প্রপঞ্চস্যবিভ্রমস্য হীশ্বরাধিষ্ঠানত্বমহিবিভ্রমস্যেব রজ্জ্বধিষ্ঠানত্বম্, তেন যথাহিবিভ্রমো রজ্জুপাদান এবং প্রপঞ্চবিভ্রম ঈশ্বরোপাদানঃ, তস্মাজ্জীবাধিকরণাপ্যবিদ্যা নিমিত্ততয়া বিষয়তয়া চেশ্বরমাশ্রয়ত ইতীশ্বরাশ্রয়েত্যুচ্যতে, ন ত্বাধারতয়া।

৫৩. ***ভামতী,*** পৃ. ১২৬

অপসারণের দ্বারা দর্পণের সংস্কার হয়। এক্ষণে, ব্রহ্মে যদি অবিদ্যা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে মোক্ষের নিমিত্ত সেই অবিদ্যার সংস্কারের প্রয়োজন হইবে। প্রশ্ন হইল, সেই সংস্কার কীরূপে সম্ভব হইতে পারে— গুণাধানযোগে? অথবা দোষাপনয়নে? গুণাধানযোগে ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যার সংস্কার সম্ভব নহে; কারণ ব্রহ্মে গুণের আধানই সম্ভব নহে। ব্রহ্মে গুণের আধান স্বীকার করিলে প্রশ্ন হইবে, এই গুণ কী ব্রহ্মের স্বভাব অথবা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত? যদি প্রথমপক্ষ গ্রহণ করিয়া বলা হয় ঐ গুণ ব্রহ্মের স্বভাব, তাহা হইলে উহা আধেয় হইতে পারিবেনা। কারণ যাহা ব্রহ্মস্বভাব তাহা তো নিত্যই। যদি দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করিয়া বলা হয় ঐ গুণ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত, তাহাতে প্রথমতঃ সেইগুণের ব্রহ্মে আধেয় হওয়ায় কোনও সমস্যা না হইলেও মোক্ষের অনিত্যতা প্রসঙ্গ হইবে। দ্বিতীয়তঃ গুণ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত হইলে সেই অতিরিক্ত গুণের সহিত ব্রহ্মের ধর্ম-ধর্মীভাবও প্রদর্শন করা যাইবে না। যেমন, গো এবং অশ্ব পরস্পর ভিন্ন বলিয়া ইহাতে ধর্ম-ধর্মীভাব থাকেনা, সেইরূপ সেই গুণ যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় তাহা হইলে গো এবং অশ্বের ন্যায় ব্রহ্মের সহিত উহার ধর্ম-ধর্মীভাব থাকিবে না। এই গুণকে ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন বলাও সঙ্গত নহে, যেহেতু ভেদাভেদপক্ষ গ্রহণ করিলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। দোষাপনয়নের দ্বারাও ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যার সংস্কার সম্ভব নহে। কারণ, যে অশুদ্ধি বিদ্যমান সেই অশুদ্ধি বা দোষেরই অপনয়নের দ্বারা সংস্কার সম্ভব। যেমন—দর্পণে ধূলিরূপ মালিন্য বা দোষ বিদ্যমান। সেই অশুদ্ধি বিদ্যমান বলিয়াই ইষ্টকচূর্ণ ঘর্ষণের দ্বারা তাহার সংস্কার করা হয়। কিন্তু নিত্য-নির্দোষ-শুদ্ধ ব্রহ্মে মায়া বা অবিদ্যারূপ অশুদ্ধি থাকিতেই পারেনা। ফলে, উহার অপনয়নেরও প্রশ্ন নাই। এই অশুদ্ধি নিত্যনিবৃত্ত অর্থাৎ স্বতঃই অপনিত।[৫৪]

---

৫৪. তত্রৈব, পৃ. ২৯০-২৯১

"দ্বয়ী হি সংস্কার্যতা— গুণাধানেন বা, যথা বীজপুরকুসুমস্য লাক্ষারসাবসেকঃ। তেন হি তৎ কুসুমং সংকৃতং লাক্ষাসবর্ণ ফলং প্রসূতে। দোষাপনয়েন বা, যথা মলিনমাদর্শতলং নিঘৃষ্টমিষ্টকাচূর্ণোনোদ্ভাসিতভাস্বরত্বং সংস্কৃতং ভবতি। তত্র ন তাবদ্ ব্রহ্মণি গুণাধানং সম্ভবতি। গুণো হি

প্রশ্ন হইল, অবিদ্যা কেন ব্রহ্মাশ্রিত হইতে পারে না? ইহার উত্তরে ভামতীকার বলিয়াছেন— "বিদ্যাস্বভাবে ব্রহ্মণি তদনুপপত্তেরিত্তি। অত আহ— **যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবা ইতি।**"[৫৫] অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিদ্যাত্মক বলিয়া তাহাতে অবিদ্যা থাকিতেই পারেনা। অভিপ্রায় এই, ঈশ্বরচৈতন্য বাস্তবে ব্রহ্মস্বরূপই; ফলে অবিদ্যারূপ উপাধির দ্বারা কল্পিতদোষগুলি কদাপি ঈশ্বরপক্ষপাতি হইতে পারেনা। এইরূপে ঈশ্বরচৈতন্য চিৎস্বভাব হওয়ায় উহা আবরণস্বভাব অবিদ্যার আশ্রয় হইবে না। এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন— "যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ।"[৫৬] ইহার ব্যাখ্যায় ভামতীকার বলিয়াছেন 'যস্যামবিদ্যায়াম্'— এইস্থলে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। ফলে ইহার অর্থ হইবে— 'যে অবিদ্যা থাকিলে পর'। জীবের যে বাস্তবিক ব্রহ্মরূপতা, সেই ব্রহ্মরূপতার বিস্মরণ হয় বলিয়া 'শেরতে' অর্থাৎ সুষুপ্তিতে লীন হইয়া থাকে। ভামতীকারের মতে, 'যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতা' এই ভাষ্যসন্দর্ভের তাৎপর্য হইল— অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিলে জীব শয়ন করিয়া থাকে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও সংসারদশায় তাঁহার নিজস্বরূপের প্রতিবোধ থাকেনা। এই হেতুই প্রলয়কালে অবিদ্যারূপ জগতের উপাদানকারণে অর্থাৎ অবিদ্যাতে লয়প্রাপ্ত হয়। তৎকালে জীবে জীবভাব থাকেনা। কিন্তু পুনঃসৃষ্টিকালে সেই অবিদ্যা হইতেই জীব পুনরুত্থিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যাই যে জীবের লয়স্থান তাহা বুঝাইতেই ভাষ্যকার 'শেরতে' পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। আর 'সংসারিণোঃ' এই বিশেষণের দ্বারা ভগবান বিক্ষেপ অবস্থার অভিধান

ব্রহ্মণঃ স্বভাবো বা ভিন্নো বা? স্বভাবশ্চেৎ কথমাধ্যেয়ঃ? তস্য নিত্যত্বাৎ। ভিন্নত্বে তু কার্যত্বেন মোক্ষস্যানিত্যত্ব প্রসঙ্গঃ। ন চ ভেদে ধর্মধর্মিভাবঃ, গোবাশ্ববৎ। ভেদাভেদশ্চ ব্যুদস্তঃ, বিরোধাৎ। তদনেনাভিসন্ধনোক্তম্— অনাধেয়াতিশয় ব্রহ্মস্বরূপত্বান্মোক্ষস্য। দ্বিতীয়ং পক্ষমপক্ষিপতিনাপি দোষাপনয়নেনেতি। অশুদ্ধিঃ সতী দর্পণে নিবর্ত্ততে, ন তু ব্রহ্মণি অসতী নিবর্ত্তনীয়া, নিত্যনিবৃত্তত্বাদিত্যর্থঃ।"

৫৫. তত্রৈব, পৃ. ৩৭৯-৩৮০

৫৬. *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* পৃ. ৩৭৮ (কৃষ্ণদাস একাদেমি)

করিয়াছেন। কারণ, জীব চৈতন্যস্বরূপ হইয়া অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়াই সংসারিত্বের বিক্ষেপ বা অধ্যাস হইয়া থাকেন।[৫৭]

৫৭. ***ভামতী,*** পৃ. ৩৮০

"যস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং শেরতে জীবাঃ। জীবানাং স্বরূপং বাস্তবং ব্রহ্ম, তদ্বোধরহিতাঃ শেরত ইতি লয় উক্তঃ। সংসারিণ ইতি বিক্ষেপ উক্তঃ।"

তৃতীয় অধ্যায়

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে পূর্বপক্ষ উপস্থাপন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা *ব্রহ্মসিদ্ধি* এবং *ভামতী* গ্রন্থ অবলম্বনে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব পক্ষের মূল বক্তব্যসকল আলোচনা করিয়াছি। বিবরণসম্প্রদায়ের আচার্যগণ অবিদ্যার আশ্রয় বিষয়ে ব্রহ্মসিদ্ধিকারের বা ভামতীপতির এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। কারণ বিবরণপ্রস্থানে ব্রহ্মকেই অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় বলা হইয়াছে। ফলে এক্ষণে জানা আবশ্যক যে বিবরণপ্রস্থান অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষটিকে কোন কোন যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়া থাকেন। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা *ইষ্টসিদ্ধি, ন্যায়মকরন্দ* এবং *চিৎসুখী* বা *তত্ত্বপ্রদীপিকা* অবলম্বনে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করিব।

অবিদ্যার আশ্রয় বিষয়ে প্রথমেই প্রশ্ন হয় যে, অবিদ্যা কাহার? ব্রহ্মের অথবা জীবের।[১] প্রথম কল্প যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তাহাতে অজ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যা থাকিতে পারেনা। সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম অজ্ঞ এবং ভ্রান্তও নহেন।[২] দ্বিতীয় বিকল্প জীবেও অবিদ্যা থাকিতে পারেনা। কারণ, অদ্বৈতমতে পরমার্থতঃ জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন, কিন্তু

---

১. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭০

"ননু কস্যাবিদ্যা? কিং ব্রহ্মণো? জীবানাং বা?"

২. তত্রৈব

"নাদ্যঃ, সর্বজ্ঞস্য তদনুপপত্তেঃ।"

নয়নপ্রসাদিনী, পৃ. ৩৬১

"যঃ খলু অবিদ্যাশ্রয়োঽসাবজ্ঞো ভ্রান্তো বা দৃষ্টঃ, সর্বজ্ঞস্য চ ব্রহ্মণো দ্বয়মপি বিপ্রতিষিদ্ধমিত্যর্থঃ।"

অভিন্নই। কাজেই জীবে অবিদ্যা আশ্রিত বলিলে তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্মেই আশ্রিত হওয়ায় ব্যাঘাত দোষ আসিয়া পড়ে। ব্রহ্ম বিদ্যাস্বরূপ হওয়ায় পরমার্থতঃ জীবও বিদ্যাস্বরূপ হয়, ফলতঃ তাহাতে অবিদ্যা আশ্রিত মানিলে ব্যাঘাত দোষ অনিবার্য। আরও কথা হইল, ব্রহ্ম হইতে জীবকে যদি পরমার্থতঃ ভিন্নই মনে করা হয় তাহা হইলে পূর্বোক্ত দোষের অনুষঙ্গ হয়। অর্থাৎ, অদ্বৈততত্ত্বের হানি ঘটে এবং দুইটি তত্ত্ব স্বীকৃত হওয়ায় দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়ে।[৩] ন্যায়মকরন্দকারও বলিয়াছেন—

"কস্যাবিদ্যা যদুচ্ছিত্তির্মুক্তিরিষ্টা পরমাত্মনঃ।
বিদ্যাস্বভাবতোঽযুক্তা সাঽতো জীবো ন ভিদ্যতে।।"[৪]

অভিপ্রায় এই, অবিদ্যার উচ্ছেদটি মোক্ষ হইলেও সেই অবিদ্যার আধার কী, তাঁহার নিরূপণ না হইলে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের নিরূপণও সম্ভব হইবে না। যদি প্রশ্ন হয় এই অবিদ্যার আধার কী? ব্রহ্ম অথবা জীব? ব্রহ্ম অবিদ্যার আধার বা আশ্রয় হইতে পারেন না; কারণ ব্রহ্ম বিদ্যাস্বভাব বলিয়া অবিদ্যার আশ্রয় হইলে বিরোধ অনিবার্য। জীবও ইহার আশ্রয় নহে। কারণ জীব-ব্রহ্মের বস্তুতঃ ভেদ নাই। ফলে জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিবার অর্থ প্রকারান্তরে ব্রহ্মকেই আশ্রয় বলা। আর ব্রহ্ম অবিদ্যার আশ্রয় হইলে কী দোষ হয় তাহা তো আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সমস্যা হইতে পরিত্রাণ পাইতে যদি জীব ও ব্রহ্মকে পরস্পর ভিন্ন বলা হয়, তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত হইবে।[৫]

---

৩. *চিৎসুখী,* পৃঃ ৫৭০

"তেষাং পরমার্থতঃ পরস্মাদ্ভেদেঽদ্বৈতব্যাঘাতাৎ। অভেদে চ পূর্বদোষানুষঙ্গাৎ।"

৪. *ন্যায়মকরন্দ,* পৃ. ৩০৯

৫. *ন্যায়মকরন্দব্যাখ্যা,* পৃ. ৩০৮-৩০৯

"অবিদ্যানিবৃত্তির্মুক্তিরনুপপন্না তদাধারস্যানিরূপনাদিত্যাক্ষিপতি— **কস্য** ইতি। কিং তদ্বিচারেণেত্যত আহ— **যদুচ্ছিত্তির্** ইতি । কিং ব্রহ্মণঃ কিং বা জীবানামিতি বিকল্ল্যাদ্যে দোষমাহ— **পরাত্মন** ইতি। পরস্য

ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ অবিদ্যার আশ্রয়রূপে জীবকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, ব্রহ্ম ও জীব পরমার্থতঃ অভিন্ন হইলেও অবিদ্যাজন্য কল্পিত ভেদ তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্ত এই সিদ্ধান্ত দোষমুক্ত নহে। কারণ, অবিদ্যার দ্বারা কল্পনাজন্য ব্রহ্ম হইতে জীবের ভাগ সিদ্ধ হয় এবং জীব বিদ্যমান থাকিলে তাহাতে অবিদ্যা আশ্রিত হইতে পারে। কাজেই ইতরেতরাশ্রয় দোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে।[৬] ব্রহ্মসিদ্ধিকার উক্ত দোষ হইতে পরিত্রান পাইতে বলিয়াছিলেন যে, ইতরেতরাশ্রয়রূপ অনুপপত্তি অবিদ্যার(অবস্তু) ক্ষেত্রে দোষাবহ নহে; কারণ, অবিদ্যা অনুপপন্না বলিয়া তাহাকে মায়া বা অবিদ্যা বলা হইয়াছে।[৭] অনুপপন্ন কথার অর্থ হইল অনির্বচনীয়। কিন্তু মায়াকে যদি অনুপপন্ন বলা হয় তাহা হইলে তাহাকে আর মায়া বলা যাইবেনা। এই সকল কথা আমরা পূর্বাধ্যায়ে বলিয়াছি।

ইহাতে সিদ্ধান্তী আপত্তি করিয়া বলেন যে, মায়া বা অবিদ্যাতে যদি কোনও অনুওপত্তি দূষণীয় না হয় তবে তাহা মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মেও বিদ্যমান থাকুক।[৮] কিন্তু উভয়ের মধ্যে অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে দোষ হইবে। মুক্ত পুরুষে অবিদ্যা থাকিলে তাঁহাকে মুক্ত

বিদ্যাস্বভাবত্বেন তদ্বিরোধিনী তস্য সা ন যুক্তেতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ে দোষমাহ— **অত** ইতি। অতঃ পরমাত্মনো জীবো ন ভিদ্যত অতঃ তস্মিন্নপি সা ন যুক্তঃ বিদ্যাস্বভাবত্বাদ্, ভেদে পুনরপসিদ্ধান্তঃ।"

৬. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭০

"অবিদ্যাকল্পিতভেদত্বে চেৎ ইতরেতরাশ্রয়াপাতাৎ— অবিদ্যাধীনো জীববিভাগো, জীবাশ্রয়া চাবিদ্যেতি।"

৭. *ব্রহ্মসিদ্ধি,* পৃ. ১০

"ন হি মায়ায়াং কচ্চিদনুপত্তিঃ, অনুপপদ্যমানার্থৈব হি মায়া। উপপদ্যমানার্থত্বে যথার্থভাবান্ন মায়া স্যাৎ।"

৮. *ইষ্টসিদ্ধি,* পৃ. ৩২৫

"নায়ং দোষাঽবিদ্যায়াম্, ন হি মায়ায়াং কাচিদনুপত্তিরিতি চেৎ— মুক্তানামপি পুনস্মা স্যাৎ, অনুপপত্ত্যেভাবাৎ। তথা ব্রহ্মণশ্চ কিং সা নেষ্টা।"

বলা যাইবেনা, বদ্ধই বলিতে হইবে আবার সর্বজ্ঞ ব্রহ্মে অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মকেও অজ্ঞ বলিতে হইবে— ইহাতে ব্যাঘাতদোষ অনিবার্য হয়।[৯]

এক্ষণে যদি বলা হয় মুক্তপরুষ ও সর্বজ্ঞ ব্রহ্মে অবিদ্যর অস্তিত্ব প্রতিপাদক কল্পক না থাকায় তাহাতে অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, তাহা হইলে জীবাশ্রয়ত্ববাদীর নিকট প্রশ্ন হইল যে, জীবে অবিদ্যার আশ্রয়ত্বের কল্পক কী তাহা প্রদর্শন করা হউক নতুবা জীবেও অবিদ্যার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবেনা। ইহার উত্তরে মণ্ডনানুসারী জীবাশ্রয়ত্ববাদীর বক্তব্য হইল, জীবের 'অহমজ্ঞ'—এরূপ অনুভূতির দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে, জীবে অবিদ্যা বিদ্যমান। ইহাতে চিন্মাত্রাশ্রয়ত্ববাদী বলিবেন জীবে 'অহমজ্ঞ'—এরূপ অনুভূতি হয় একথা সত্য কিন্তু ইহার দ্বারা অবিদ্যা জীবে বর্তমান তাহা প্রতিপাদিত হয় নাই। কেননা আমি বা জীব অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত অবিদ্যাবান বা অজ্ঞ এরূপ অনুভব কেহ করে না।[১০] এইরূপে জীবাশ্রয়ত্ববাদীর বক্তব্য হইল যে, লোকে যে অহমনুভূতি বা অহংকার করিয়া থাকেন তাহা কল্পনা ব্যাতীত কিছুই নহে। ফলে 'অহমজ্ঞ' এরূপ অনুভূতি অবিদ্যাকল্পিত— ইহাই বুঝিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সুষুপ্তি ও মোক্ষাবস্থায় অজ্ঞান বা অবিদ্যার অবিদ্যমানতার জন্যই তাহাতে অবিদ্যার বিদ্যমানতা স্বীকৃত হয় নাই। এরূপ বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন, সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানের প্রতীতি না হইলেও তাহাতে অজ্ঞান বা অহংকার স্বীকার করিতে হইবে নতুবা সুষুপ্তি না বলিয়া মোক্ষ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। একইরূপে প্রলয়াবস্থায় অজ্ঞান বা অহংকার লয়প্রাপ্ত হইলেও অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং,

---

৯. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭০-৫৭১

"মুক্তসর্বজ্ঞয়োরবিদ্যাশ্রয়ত্বব্যাঘাতাচ্চ।"

১০. তত্রৈব,

"জীবানাং তু ন সা কল্প্যা, অহমজ্ঞ ইত্যনুভসিদ্ধত্বাদিতি চেৎ, ন; অবিদ্যাকল্পিতোঽহমজ্ঞ ইত্যনুভবাভা-বাৎ।"

জীববিভাগ অবিদ্যার উপর নির্ভরশীল এবং অবিদ্যা জীবাশ্রিত বলায় তাহার আশ্রয় লাভের জন্য জীবের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় পরস্পরাশ্রয়দোষ তদবস্থই রহিল।[১১]

মণ্ডনমিশ্র ও তাঁহার সম্প্রদায় উক্ত পরস্পরাশ্রয় দোষ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত বীজাঙ্কুর ন্যায়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, বীজ এবং অঙ্কুর— ইহাদের কোন্‌টি 'ইদম প্রাথম্য' নির্ণয় না হওয়ায় তাহাদের কার্য-কারণভাব অনাদি কথিত হইয়া থাকে। যে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন সেই বীজটি ঐ অঙ্কুরের কার্য নহে, বরং তৎপূর্ববর্তী একটি অঙ্কুরের কার্য। আবার পূর্ববর্তী অঙ্কুরটি অপর একটি বীজের কার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বীজ অঙ্কুরে আশ্রিত কিন্তু অঙ্কুরটি ঐ বীজে আশ্রিত নহে, বরং তৎপূর্ববর্তী কোনও ভিন্ন বীজব্যক্তিতে আশ্রিত। বীজ এবং অঙ্কুরের এই আশ্রয়-আশ্রিতভাব প্রবাহরূপে নিত্য ও অনাদি। একইভাবে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যাকে অনাদি বলায় এবং জীববিভাগকেও অনাদি স্বীকার করায় তাহাতে ইতেরতরাশ্রয়দোষ দূষনীয় হইবে না।[১২] এক্ষণে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন যে, বীজাঙ্কুর ন্যায়ের সহিত বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। কেননা, দৃষ্টান্ত বীজ এবং অঙ্কুরের মধ্যে পরস্পর কার্য-কারণভাব সম্ভব হওয়ায় তাহাদের মধ্যে পরস্পরাধীনতার ব্যবহার হইলেও প্রকৃতপক্ষে জীব ও অবিদ্যার মধ্যে কার্য-কারণভাব সম্ভব হয় না। যেহেতু জীবও একটি, অবিদ্যাও একটি। যদি প্রত্যহ একই জীব ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত এবং তদাশ্রিত অবিদ্যাও প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন হইত। তাহলে জীবাবিদ্যাসন্তান

---

১১. তত্রৈব

"প্রবিলীনাহংকারেপ্যাত্মনি সুষুপ্তাদাবজ্ঞানস্য সদ্ভাবাভ্যুপগমাদন্যথা সুষুপ্তি প্রলয়য়োর্মুক্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদবিদ্যাধিনো জীববিভাগঃ তদধীনা বা অবিদ্যেতি দূর্বারা পরস্পরাশ্রয়তা।"

১২. তত্রৈব

"অনাদিত্বাদ্ উভয়োরবিদ্যাজীবয়োর্বীজাঙ্কুরসন্তানয়োরিবনেতরেতরাশ্রয়ত্বম্।"

সম্ভব হইত এবং পরস্পরাশ্রয় দোষের পরিহারও সম্ভব হইত। কিন্তু তাহা মণ্ডন ও ভামতী সম্প্রদায়ে স্বীকৃত নয় বলিয়া পূর্বোক্ত পরস্পরাশ্রয় দোষ রহিয়াই যাইল।[১৩] এক্ষণে মকরন্দকারও বলিয়াছেন যে, এই স্থলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সাম্য নাই—"যদপিমতং বীজাঙ্কুরবদনাদিরবিদ্যাজীববিভাগস্ততো নান্যোন্যাশ্রয়ত্বমিতি, তদপ্যসংপ্রতং দৃষ্টান্তবৈষম্যা-দ্...।"[১৪] এক্ষণে যদি জীবাশ্রয়বাদী বলেন, জীব এবং অবিদ্যা উভয়ই অনাদি হওয়ায় গুণবত্ব ও দ্রব্যত্বের ন্যায় তাহাদের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাব সম্ভব হইবে না কেন? তাহলে দুইটি প্রশ্নের উদয় হইবে— অবিদ্যাবত্ব এবং জীবত্ব— এই দ্বয়ের আশ্রয় কি কেবল চৈতন্য অথবা অবিদ্যাবিশিষ্ট চৈতন্য? প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে নির্গুণ ব্রহ্মকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিতে হইবে এবং তাহাতে পূর্বোক্ত অসম্ভব দোষ প্রযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ অবিদ্যার আশ্রয় জীব বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। এই প্রসঙ্গে মকরন্দকার আরও বলিয়াছেন যে, জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় স্বীকার করিলে কেবল আত্মাশ্রয় দোষ হয় তাহাই নহে, ব্রহ্ম ও জীবকে অভিন্ন বলায় ব্রহ্মস্বরূপ জীবের প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না।[১৫] অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম এক এবং তাঁহাতে অবিদ্যা আশ্রিত। বিদ্যাস্বরূপ ব্রহ্ম নিজের অবিদ্যার দ্বারা বদ্ধ এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু একথা বলিলে বিদ্বান-অবিদ্বান, গুরু-শিষ্য অর্থাৎ বদ্ধ-মুক্ত

---

১৩. তত্রৈব

"ন চ বীজাঙ্কুরসন্তানয়োরিব জীবাবিদ্যায়োঃ অনাদিত্বেন তৎপরিহারঃ; দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। তত্র হি বীজাঙ্কুরব্যক্তীনাম্ অন্যোন্যকার্যকারণভাবাৎ তৎসন্তানয়োঃ পরস্পরাধীনত্বব্যপদেশঃ। ইহ তু জীবাবিদ্যাব্যক্তয়োরেকত্বাৎ কার্যকারণভাবাচ্চ কথং তথা ব্যপদেশঃ স্যাৎ?"

১৪. *ন্যায়মকরন্দ,* পৃ. ৩১২

১৫. তত্রৈব পৃ. ৩১৩

"তথা চাবিদ্যাকৃতো জীবভেদো জীবাশ্রয়া চাবিদ্যেত্যশক্যঃ পরস্পরাশ্রয়পরিহারঃ, ব্রহ্মবজ্জীবস্যাপ্যনা-দিত্বে ন প্রতিবিম্বতা।"

ন্যায়মকরন্দব্যাখ্যা, পৃ. ৩১৩

"ন কেবলমনাদিত্বে পরস্পরাশ্রয়ঃ কিন্তু প্রতিবিম্বত্বমপি জীবস্য নস্যাদিত্যাহ— **ব্রহ্মবদ্** ইতি।"

এই ব্যবস্থা কীভাবে সম্ভব হইবে?[১৬] কারণ আত্মান্তর বলিয়া কিছু নাই। আর বিদ্যা উৎপন্ন হইলে প্রশ্ন হইবে শিষ্য কে হইবেন? কারণ বিদ্যার উদয়মাত্র যাবতীয় ভেদের পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে।[১৭] পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, গুরু-শিষ্য ভেদ মায়া-নির্মিত; কিন্তু সিদ্ধান্তমতে, এইরূপ উক্তিও যথাযথ নহে কারণ যাহাতে বিদ্যা উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে তাহাতে মায়া কীরূপে থাকিতে পারে?[১৮]

পূর্বপক্ষী পুনরায় বলিতে পারেন যে, স্বপ্নে যেরূপ অবিদ্যা হইতে রথগজাদি নির্মিত হয় সেইরূপ শিষ্যের অবিদ্যা হইতেই গুরু নির্মিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ যুক্তিও সুযুক্তি নয়। যেহেতু অবিদ্যা জড় এবং অবিদ্যা-নির্মিত তাবৎ পদার্থও জড়; ফলে গুরু অবিদ্যা-নির্মিত হইলে বিদ্যাবান হইতে পারিবেন না।[১৯]

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, শিষ্যের অবিদ্যার দ্বারা গুরু নির্মিত না হইতে পারিলেও স্বপ্নে শিষ্যের অবিদ্যা হইতে গুরুর প্রতীতি হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে এইরূপও

---

১৬. ***ইষ্টসিদ্ধি*** -৬/১,৩ পৃ. ৩২৪

"ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়ৈকং চেদ্বধ্যতে মুচ্যতে ধিয়া।
একমুক্তো জগন্মুক্তির্ন মুক্তান্যব্যবস্থিতিঃ।।
তেষাং ভেদাচ্চ মূঢ়ান্যবদ্ধমুক্তব্যবস্থিতিঃ।
গুরুশিষ্যো চ তে ন স্তাং ন জ্ঞৌ নাজ্ঞৌ চ তো যতঃ।।"

১৭. ***চিৎসুখী,*** পৃ. ৫৭২

"তথা হি— যদি নোৎপন্না বিদ্যা কস্তদাগুরুরাত্মান্তরাভাবাদ্। যদুৎপন্না কস্তদা শিষ্যঃ? সর্বভেদপ্রবিলয়াৎ।"

১৮. তত্রৈব,

"মায়াবিনির্মিতো গুরুশিষ্যৌ স্ত এবেতি চেৎ, ন; উৎপন্নবিদ্যস্য মায়ানুপপত্তেঃ।"

১৯. তত্রৈব,

"শিষ্যাবিদ্যাবিনির্মিতো গুরুরিতি চেৎ, ন; অবিদ্যানির্মিতস্য জড়ত্বেন বিদ্যাবত্ত্বানুপপত্তেঃ।"

নয়নপ্রসাদিনী, পৃ. ৫৭২

"ন চ কল্পিতস্য উপদৃষ্টত্বানুপপত্তিঃ, স্বাপ্নবদুপপত্তেরিতি শঙ্কতে—শিষ্যাবিদ্যেতি।"

অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, সেই শিষ্যও যেক্ষণে তাঁহার শিষ্যের গুরু হইবেন সেক্ষণে তিনিও তাহাঁর শিষ্যের অবিদ্যাজন্যই হইবেন। ইহাতে সকল গুরুপরম্পরা এবং শিষ্যপরম্পরাকে অবিদ্যাজনিত বলিতে হইবে। ফলতঃ পারমার্থিক আত্মার সিদ্ধি হইতে পারিবে না।[২০]

এইরূপে শিষ্যের অবিদ্যার দ্বারা নির্মিত গুরু— এই পক্ষ নিরাকৃত হইলে পূর্বপক্ষী গুরুর অবিদ্যার দ্বারা নির্মিত শিষ্য পক্ষের যুক্তিযুক্ততা স্থাপনে বলিতেছেন, গুরু স্বীয় আত্মায় ভেদ কল্পনার দ্বারা শিষ্য নির্মাণপূর্বক তাহাঁকে উপদেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ যুক্তিও স্বীকার্য নয়, কারণ গুরু তত্ত্বজ্ঞানবলে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন এবং নিজ হইতে শিষ্যবর্গের অভাব তাহাঁর নিকট নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। ফলে গুরুর পক্ষে উপদেশ কীরূপে সম্ভব? যদি উপদেশ কোনও প্রকারের প্রবৃত্তিও হইয়াও থাকে তাহা হইলে উপদেশ এইরূপ হইবে যে, 'মন্মুক্তয়োবাসি মুক্তস্ত্বং মা যত্ন কুরু মুক্তয়ে'।[২১] অর্থাৎ তোমরা সকলে আমার মুক্তির দ্বারাই মুক্ত হইয়া গিয়াছ, ফলে স্বীয় মুক্তির নিমিত্ত পৃথক যত্নের প্রয়োজন নাই। সুতরাং গুরুর অবিদ্যার দ্বারাও শিষ্য নির্মিত হইতে পারেন না।[২২]

---

২০. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭২-৫৭৩

"দৃশ্যত এবাবিদ্যাবিনির্মিতস্য গুরুত্বং স্বপ্ন ইতি চেৎ, তর্হি শিষ্যাবিদ্যাবিনির্মিতস্য গুরুত্বে তস্য তস্যাপি শিষ্যস্য স্বীয়-স্বীয়শিষ্যং প্রতি গুরুত্বেন তত্তদবিদ্যাবিনির্মিতত্বান্ন কোঽপি পরমার্থঃ পরমাত্মতয়া নিরূপিতঃ স্যাৎ।

২১. *ইষ্টসিদ্ধি* -৭/৭

২২. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭৩

"যচ্চাহুঃ স্বাত্মানমেব কল্পিতভেদং গুরুঃ শাস্তীতি, তচ্চাযুক্তম্; তস্য স্বাত্মনো মুক্তিং নিশ্চিন্বতঃ স্বব্যতিরেকেণ তেষামভাবং চ পশ্যতস্তদুপদেশার্থং প্রবৃত্ত্যয়োগাৎ।"

নয়নপ্রসাদিনী, পৃ. ৫৭২-৫৭৩,

"এবং শিষ্যাবিদ্যাবিনির্মিতো গুরুরিতি পক্ষং দুষয়িত্বা গুর্ববিদ্যাবিনির্মিতঃ শিষ্য ইতি পক্ষং দুষয়তি— যচ্চাহুরিতি। তস্যাপ্যবিদ্যাবস্থায়ামিয়ং কল্পনেতি বক্তব্যম্, সা চোৎপন্নবিদ্যয়া ধ্বস্তেতি শিষ্যকল্পনৈব নাস্তি

এইরূপে গুরু-শিষ্য ব্যবস্থা যে অনুপপন্ন তাহা প্রদর্শিত হইল। অনন্তর, বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থাও যে অনুপপন্ন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। এই পক্ষে প্রশ্ন এই যে, এই অনাদি সংসারে কী কাহারও মুক্তি হইয়াছে অথবা হয় নাই? যদি কাহারও মুক্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে মুক্তির অনন্তর সংসারদর্শন যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, অদ্বৈতমতে আত্মা এক, দ্বিতীয় কোনও আত্মা নাই যিনি অবিদ্যার দ্বারা সংসার দর্শন করিবেন। যদি দ্বিতীয়পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলা হয় যে, অদ্যাবধি কাহারও মুক্তি হয় নাই, শুকাদির যে তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় তাহা অর্থবাদমাত্র, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কাহারও মুক্তি পাইবার আশা থাকেনা। ইহাতে গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে এবং অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ হইবে। সুতরাং একাত্মবাদে বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থার উপপত্তি সম্ভব নহে বলিয়া পারমার্থিক আত্মভেদই সমর্থন করিতে হইবে।[২৩]

অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত বলিলে অবিদ্যার প্রতীতি উপপন্ন হইবে না। কারণ, অজ্ঞান জড়, তাঁহার প্রকাশসামর্থ্য নাই। যদি অবিদ্যার আশ্রয় চৈতন্য হয় তাহা হইলেই চৈতন্যের প্রকাশে অবিদ্যার প্রকাশ সম্ভব হইতে পারে। কারণ, বিবরণসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞানের নাশক হইলেও অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য কিন্তু তাহার ভাসক। অজ্ঞানকে প্রকাশকালে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়— এতদুভয়কে সাক্ষী-ই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই

কথমনুশিষ্যাৎ? ভবতু তথাপ্যধিগতপরমার্থত্বাচ্ছিষ্যাদিতত্ত্বং জানন্ন পৃথকতমুপদিশেদিত্যাহ— তচ্চাযুক্তমিত্যাদিনা।"

২৩. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭৩

"কিংচানাদৌ সংসারে কস্যচিন্মুক্তিরাসীত? ন বা? আদ্যে নেদানীং সংসারোপলম্ভঃ স্বদাত্মান্তরাভাবাৎ। দ্বিতীয়েঽপি কথং ভবিষ্যতীতি প্রত্যাশা? ন চ বিদ্যাভাবাৎপূর্বমমুক্তিঃ। শুকবামদেবপ্রভৃতীনামবিদ্যমানা বিদ্যাঽন্বস্য ভবিষ্যতীতি প্রত্যাশাঽসম্ভবাৎ, গুরুসম্প্রদ্যাভাবাচ্চ। তস্মাদেকাত্মবাদি বন্ধমোক্ষব্যবস্থানুপপত্তেঃ পারমার্থিক এবাত্মভেদঃ সমাশ্রয়ণীয়ঃ।"

হেতুই অস্মতাদির এইরূপ ব্যপদেশ হয় যে, 'আমার ঘটবিষয়ে অজ্ঞান রহিয়াছে।'[২৪] ফলে চৈতন্য ভিন্ন কোনও জড়বস্তুকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে অবিদ্যার প্রকাশই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।[২৫]

এক্ষণে, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই বলিয়া জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিলে অবিদ্যার প্রতীতিতে কোনও বাধা হয় না বটে, কিন্তু অবিদ্যাশ্রয়ত্বপক্ষে পূর্বে যেসকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহারও সমাধান হয় না।[২৬]

জীবাশ্রিতত্ববাদী বলিতে পারেন, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত বলিলে যেসকল দোষ হয়, ব্রহ্মাশ্রিত বলিলেও তো সেই একই দোষ হইবে। কিন্তু চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, ব্রহ্মপক্ষে অনুরূপ দোষ প্রসর নহে। কারণ,

"স্বরূপতঃ প্রমাণৈর্বা সর্বজ্ঞত্বং দ্বিধা স্থিতম্।
তচ্চোভয়ং বিনাঽবিদ্যাসম্বন্ধং নৈব সিধ্যতি।।"[২৭]

অভিপ্রায় এই , সর্বজ্ঞত্ব দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে । স্বরূপতঃ বা স্বভাবভূত জ্ঞানের দ্বারা কেহ সর্বজ্ঞ হইতে পারেন, যেমন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব স্বভাবভূত জ্ঞানযোগে হয়।

---

২৪. *বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ,* পৃ. ১৩০

"আশ্রয়বিষয়াজ্ঞানানি ত্রীণ্যপি একেনৈব সাক্ষিণাঽবভাস্যন্তে। তথা চাশ্রয়বিষয়ৌ সাধয়ন্নয়ং সাক্ষী তদ্বদেবাজ্ঞানমপি সাধয়ত্যেব ন তু নিবর্তয়তি। তন্নিবর্তকং ত্বন্তঃকরণবৃত্তিজ্ঞানমেব।"

২৫. *নয়নপ্রসাদিনী,* পৃ. ৫৭৮

"তত্রাবিদ্যায়া জড়নিষ্ঠত্বং তাবন্ন সম্ভবতি। অবিদ্যেতরজড়স্য তজ্জৃম্ভণতয়া কারণস্য কার্যাশ্রিতত্বায়োগাদপ্রতীতিপ্রসঙ্গাচ্চ। নহি সা স্বপ্রকাশা, তস্যা আশ্রয়োঽপি চেজ্জড়ঃ, কেনৈষা প্রকাশ্যেত? তস্মাত্তন্নিষ্টত্বং বক্তব্যং যৎপ্রকাশাদেষাপি প্রকাশাত ইতি চৈতন্যনিষ্ঠত্বমায়াতি।"

২৬. তত্রৈব,

"তত্রাপি ন জীবাশ্রয়া, পূর্বোক্তদোষাৎ।"

২৭. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭৮

অথবা প্রমাণজনিত জ্ঞানের দ্বারাও সর্বজ্ঞত্ব আসিতে পারে। যেমন যোগিগণ সর্ববিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়া সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। তবে কথা এই, অবিদ্যাসম্বন্ধ কিন্তু উভয়স্থলেই সমান। অর্থাৎ অবিদ্যাসম্বন্ধব্যতিরেকে সর্বজ্ঞত্ব কুত্রাপি সম্ভব নহে— ইহাই বিবরণপন্থীর আশয়।[২৮] ব্রহ্ম অসঙ্গ বলিয়া সকল বিষয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সম্ভব নহে। ব্রহ্মে যে সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় তাহাও এই স্বরূপপ্রজ্ঞাযোগেই সিদ্ধ হয়। কারণ অসঙ্গ ব্রহ্মে অবিদ্যাসম্বন্ধ ব্যতিরেকে অশেষ অর্থাৎ সব অর্থের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব নহে। দৃক্‌স্বরূপ ব্রহ্ম এবং দৃশ্য জগতের সম্বন্ধ যে অবিদ্যাজন্য আধ্যাসিক তাহা সকল অদ্বৈতবাদীকেই স্বীকার করিতে হইবে।[২৯] এমনকি প্রমাতা শব্দের অর্থও হইল প্রমাণজনিত অজ্ঞানাকার পরিণামই।[৩০] চিৎস্বভাব অপরিণামী ব্রহ্মে এই পরিণামও অবিদ্যাসম্বন্ধা বিনা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রমাণজ্ঞানের দ্বারাও যদি সর্বজ্ঞত্বের সিদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলেও অবিদ্যাসম্বন্ধের প্রয়োজন। যাবতীয় প্রমাতৃ-প্রমাণ ব্যবহার যে অবিদ্যাজন্য তাহা স্বয়ং ভগবান ভাষ্যকারও অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন।[৩১] সুতরাং

---

২৮. ***নয়নপ্রসাদিনী,*** পৃ. ৫৭৮

"দ্বেধা হি সর্বজ্ঞত্বং সম্ভবতি স্বভাবভূতপ্রজ্ঞয়া বা যথা তাবকেশ্বরস্য, প্রমাণজনিতপ্রজ্ঞয়া বা যথা বা তাবকয়োগিনামুভয়থাপ্যবিদ্যাসম্বন্ধমন্তরেণ নোপপদ্যতে ইতি শ্লোকার্থঃ।"

২৯. ***চিৎসুখী,*** পৃ. ৫৭৮

"স্বরূপপ্রজ্ঞয়া চেৎসর্বজ্ঞত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে, তদা অসঙ্গস্য ব্রহ্মণো নাবিদ্যামন্তরেণাশেষার্থসঙ্গ-তিরিতি সর্বজ্ঞত্বোপপত্ত্যর্থমেব সাম্যুপগমনীয়া।"

৩০. ***নয়নপ্রসাদিনী,*** পৃ. ৫৭৮

"প্রমাণজনিতজ্ঞানাকারপরিণামী প্রমাতা নাম।"

৩১. ***শারীরকমীমাংসাভাষ্য,*** পৃ. ৫৪ (উদ্বোধন)

"তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্বে প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ, সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধি-প্রতিষেধ-মোক্ষপরাণি।"

সর্বজ্ঞব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার কোনও বিরোধ নাই। বরং সর্বজ্ঞত্ব বলিলে অবিদ্যাসম্বন্ধেরই স্বীকৃতি হইয়া যায়।[৩২]

ভামতীপন্থী আপত্তি করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপ বলিয়া তিনি কদাপি অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারেন না। কারণ অবিদ্যা অপ্রকাশ। আলো এবং অন্ধকার পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় যেরূপে একে অপরের আশ্রয় হয় না সেইরূপে প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম অপ্রকাশস্বরূপ অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারেন না। এইরূপ আপত্তি খণ্ডন করিতে চিৎসুখাচার্য ভামতীপন্থীকে প্রশ্ন করিতেছেন, তোমরা যে অবিদ্যাকে অপ্রকাশ বলিয়াছ, সেই 'অপ্রকাশ'(ন প্রকাশ) শব্দের অন্তর্গত নঞ্ –এর কীরূপ অর্থ তোমরা করিতে চাহ? তোমরা কি অপ্রকাশ বলিতে প্রকাশের অভাব বুঝিয়াছ নাকি প্রকাশভিন্ন বুঝিয়াছ অথবা প্রকাশবিরুদ্ধ যাহা তাহাকে বুঝিয়াছ? নঞ্ শব্দের প্রথম অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে। বস্তুতঃ বিবরণসম্প্রদায়ের আচার্যগণ অবিদ্যাকে প্রকাশের অভাব বলিয়া বুঝেন না। সেই মতে, অবিদ্যা ভাবাভাববিলক্ষণ।[৩৩] যাহা ভাবাভাববিলক্ষণ তাহাই অনির্বচনীয়। আর মণ্ডন-বাচস্পতি মতেও যে অবিদ্যা অনির্বচনীয়া তাহা আমরা প্রথম অধ্যায়ে অবিদ্যাস্বরূপালোচনাবসরে যথাসম্ভব বলিয়াছি।

দৃষ্টান্তাভাব বশতঃ দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ, বর্তমানস্থলে ভামতীপন্থী এইরূপ একটি অনুমানের দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিতে পারেন— অবিদ্যা চৈতন্যাশ্রয়া নয়

---

৩২. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭৮-৫৭৯

"প্রমাণতঃ সর্বজ্ঞত্বেঽপি প্রমাতৃত্বস্য প্রমাণপ্রমেয়সম্বন্ধস্য চাবিচারিতরমণীয়ানাদ্যবিদ্যাসম্বন্ধন্তরেণাসিদ্ধেঃ সর্বজ্ঞত্বমবিদ্যাবত্তামাক্ষিপতি, ন তু প্রতিপক্ষিপতীতি কুতো বিপ্রতিষেধঃ?"

৩৩. তত্রৈব,

"ননু প্রকাশস্বরূপস্য কথমপ্রকাশরূপাবিদ্যাশ্রয়ত্বং পরস্পরবিরোধিনোস্তমঃপ্রকাশয়োরিবাধারাধেয়ভাবানুপপত্তেরিতি চেৎ, মৈবম্; বিকল্পাসহত্বাৎ। কিমপ্রকাশশব্দেন প্রকাশাভাবঃ? ওত প্রকাশাদন্যৎ? তদ্বিরুদ্ধং বা বিবক্ষিতম্? নাদ্যঃ, অবিদ্যায়া ভাবাভাববিলক্ষণত্বেনাভাবত্বানভ্যুপগমাৎ।"

যেহেতু উহা চৈতন্য হইতে ভিন্ন পদার্থ। বিবরণপন্থী মনে করিতেছেন যে, এই স্থলের কোনও দৃষ্টান্তই ভামতীপন্থী উপস্থাপন করিতে পারিবেন না। ফলে উক্ত অনুমানের ব্যাপ্তিটিও সিদ্ধ হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ অবিদ্যাকে প্রকাশভিন্ন বলিলে অবিদ্যার চিদাশ্রিতত্বসিদ্ধিতে কোনও বিরোধ হয় না। কিন্তু জীবাশ্রিতত্ববাদী কি এমন কোনও দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিতে পারিবেন যদ্দ্বারা প্রকাশভিন্ন পদার্থ প্রকাশিত হয় নাই? চিৎপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অন্য এইরূপ কোন বস্তু রহিয়াছে যাহার আশ্রয় ব্রহ্ম নহেন? বিবরণসিদ্ধান্তে সকল জড়পদার্থই চিদাশ্রিত। ফলে ব্রহ্মই যাহার আশ্রয় তাঁহার সহিত ব্রহ্মের বিরোধ অসম্ভব; আর এই হেতুই তৃতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে। অর্থাৎ অপ্রকাশ শব্দের অর্থ প্রকাশবিরুদ্ধ করিলেও প্রকাশস্বরূপ চৈতন্যে অপ্রকাশরূপ অবিদ্যা আশ্রিত হইতে পারেন। কারণ, বিদ্যা এবং অবিদ্যার মধ্যে যে কোনও বিরোধ নাই তাহা দ্বিতীয়কল্প খণ্ডনকালেই প্রদর্শিত হইয়াছে।[৩৪]

বিদ্যা এবং অবিদ্যার কোনও বিরোধ নাই— এইরূপ সিদ্ধান্ত যদি চিৎসুখাচার্য প্রমুখ বিবরণসম্প্রদায়ের আচার্যগণ স্বীকার করেন তাহা হইলে ভামতীসম্প্রদায় তৎক্ষনাৎ প্রশ্ন করিবেন, প্রকাশস্বরূপ বিদ্যা এবং অপ্রকাশস্বরূপ অবিদ্যার মধ্যে যদি কোন বিরোধ নাই-ই থাকে তাহা হইলে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে কী প্রকারে? আর যদি বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি না হয় তাহা হইলে ব্রহ্মাশ্রয়বাদীর ক্ষেত্রে অনির্মোক্ষাপত্তি হইবে। কারণ, অবিদ্যার অস্তময়ত্বই যে মোক্ষ, ইহা তো সকল অদ্বৈতবাদীই স্বীকার করিবেন। ইহার উত্তরে

---

৩৪. তত্রৈব,

"দ্বিতীয়ে তু দৃষ্টান্তাভাবঃ; কিং খলু চিৎপ্রকাশাদন্যত্তদাশ্রয়ং ন ভবতীতি মাং প্রত্যুদাহিয়েত? সর্বস্য জড়স্য চিৎপ্রকাশাশ্রয়ত্বাভ্যুপগমাৎ। তদেকাশ্রয়স্য তেন সহ বিরোধাসম্ভবান্ন তৃতীয়োঽপি।"

নয়নপ্রসাদিনী, পৃ. ৫৭৯

"দ্বিতীয়ে ব্যাপ্ত্যসিদ্ধিমাহ— **দ্বিতীয় ইতি।** নাবিদ্যা চৈতন্যাশ্রয়া চৈতন্যান্যত্বাদিতি হি তদা সাধনীয়ম্। নচৈবং কচ্চিদপি ব্যাপ্তির্মাং প্রতি সংপ্রতিপন্নাস্তি, প্রত্যুত বিরুদ্ধশ্চ, বিদ্যাতিরিক্তস্য চিদেকায়তনত্বেন ব্যাপ্তেরিত্যর্থঃ। চিদেকাশ্রয়তাং মত্বা তস্য মম বিরোধপক্ষো দুরধৃত ইত্যাহ— **তদেকেতি।**"

বিবরণপন্থী বলিয়া থাকেন স্বরূপচৈতন্য বা শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যার বিরোধী হয় না। শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যাবিরোধী হয় না বলিয়াই অবিদ্যার আশ্রয় এবং প্রকাশক হইয়া থাকেন। কিন্তু তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজনিত যে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয় হয় সেই বৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত অবশ্যই অবিদ্যার বিরোধ রহিয়াছে। এইরূপ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।[৩৫] বস্তুতঃ বিবরণ মতে, বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞানের নাশক হইলেও সাক্ষী তাহার প্রকাশক।[৩৬]

ইহাতে জীবাশ্রিতত্বপক্ষ সমর্থনকারী আপত্তি করিতে পারেন, অখণ্ডকারাবৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্তক হউক তাহাতে কোনও আপত্তি নাই কিন্তু সেই বৃত্তিটির নিবৃত্তিও অবশ্যই স্বীকার্য।

---

৩৫. তত্রৈব,

"ন চাবিরুদ্ধত্বাদনিবৃত্তিঃ; বেদান্তবাক্যজনিতেন ব্রহ্মৈকাকারেণ বিজ্ঞানেন তদবচ্ছিন্নেন বাচিৎপ্রসাশেন তন্নিবৃত্ত্যুপপত্তেঃ।"

তত্রৈব,

"ননু যদি নাবিদ্যায়া বিজ্ঞানেন বিরোধস্তর্হি তেন ন বিনিবর্ত্যেতেত্যনির্মোক্ষো ব্রহ্মাশ্রয়বাদিনামিতি তত্রাহ— **ন চাবিরুদ্ধেতি।** যদ্যপি স্বরূপচৈতন্যং ন নিবর্তকমবিদ্যায়াস্তদাশ্রয়ত্বাত্তৎপ্রকাশকত্বাৎ নিত্যনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ, তথাপি বাক্যজনিতব্রহ্মাকারচিত্তবৃত্তিফলকারূঢ়চৈতন্যং তচ্ছায়োপেতা বা চিত্তবৃত্তিরবিদ্যানিবর্তিকা,...।"

৩৬. বৃহদ্বার্ত্তিককার এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে সূর্যকিরণ অনবচ্ছিন্ন অবস্থায় তৃণাদির ভাসক হয়, সেই সূর্যকিরণই যদি সূর্যকান্ত মণির(আতস কাঁচ) দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাই সেই তৃণাদির দাহক বা নাশক হয়। একই প্রকারে চৈতন্য অনবচ্ছিন্ন হইলে তাহা অজ্ঞানকে প্রকাশ করিবে এবং অজ্ঞানের সহিত সেই অবস্থায় তাঁহার কোনও বিরোধ না থাকায় অজ্ঞানের আধারও হইবে। কিন্তু সেই চৈতন্য যদি কোনও বৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়(সেটি ঘটাকারাবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে পারে বা তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শ্রবণজন্য 'সেই-ই আমি' আকারের অখণ্ডকারা চিত্তবৃত্তিও হইতে পারে) তাহা হইলে সে সেই অজ্ঞানকে নাশ করিবে। বৃহদ্বার্ত্তিককারের সেই পঙ্‌ক্তিটি এই—

তৃণাদের্ভাসিকাপ্যেষা সূর্যদীপ্তিস্তৃণং দহেৎ।
সূর্যকান্তমুপারুহ্য নায়োঽয়ং যোজ্যতাং ধিয়া।।

যাহা প্রকাশক তাহাই যদি নাশক হয় তাহা হইলে ঘটের প্রকাশক ঘটজ্ঞানটিও ঘটের নাশক হইয়া পড়িত। সুতরাং বিবরণসম্প্রদায়ের ইহাই আশয় যে, সাক্ষিভাস্য অজ্ঞান কদাপি সাক্ষিনাশ্য হয় না। আর বিবরণকারের মতে, শুদ্ধচৈতন্যই হইলেন সাক্ষি।

কারণ, বৃত্তি যেহেতু অবিদ্যার কার্য সেই হেতু অবিদ্যাকার্যটি বর্তমান থাকিলে অবিদ্যার অস্ত হইয়াছে এইরূপ বলা যাইবে না। ফলে মোক্ষ সুদূরপরাহত হইবে। অভিপ্রায় এই, অবিদ্যাকার্য অন্তঃকরণপরিণামাখ্য বৃত্তিটি বর্তমান থাকায় কারণরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছে এইরূপ বলা যায় না। এক্ষণে এই বৃত্তির নিবৃত্তি স্বীকার করিলে প্রশ্ন হইবে সেই বৃত্তিটির কি অন্য কোনও নিবর্তক রহিয়াছে অথবা নিবর্তক ব্যতিরেকেই উহা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে? যদি উহার কোনও নিবর্তক না থাকে তাহা হইলে কোনও কারণ ব্যতীত উহার নিবৃত্তি হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। অথবা কোনও কারণ না থাকায় বৃত্তিটির নিবৃত্তিই হয় নাই— এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে অনির্মোক্ষাপত্তি তদবস্থই থাকিবে। এই অনির্মোক্ষাপত্তির ভয়ে যদি বিবরণপন্থী বলেন, এই বৃত্তিটি অপর কোনও নিবর্তকের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া যায়, তবে সেই নিবর্তকের নিবর্তক কল্পনা করিতে হইবে। ইহাতে অনবস্থা দুষ্পরিহ হইবে। ইহার উত্তরে বিবরণসম্প্রদায় বলিবেন, যেক্ষণে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে সেইক্ষণে অজ্ঞানসহ অজ্ঞানকার্যেরও নিবৃত্তি হইবে। অর্থাৎ অবিদ্যাকার্য বৃত্তির নিবৃত্তির জন্য পৃথক্ কোনও ছেদকের আবশ্যকতা নাই। পটের কারণ দগ্ধ হইলে, কার্য পটটিও আর থাকেনা— এইরূপে কারণের নিবৃত্তির দ্বারা কার্যের নিবৃত্তি যে লৌকিক এবং পরীক্ষক— উভয়বাদিসিদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য।[৩৭]

ভামতীপন্থি বলিতে পারেন, কার্য বৃত্তির দ্বারা কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তি কীরূপে হইতে পারে? কার্য ঘটটি নষ্ট হইলে উহার কারণ মৃত্তিকাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে— এইরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ বলিয়া থাকেন কার্যের দ্বারা

---

৩৭. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭৯

"ন চ বিজ্ঞানস্য নিবর্তকান্তরাভাবদনিবৃত্তিঃ, ভাবে বা তন্নিবর্তকান্তরস্যাম্যুপগন্তবত্বাদনবস্থেতি বাচ্যম্; কারণনিবৃত্ত্যৈব তন্নিবৃত্তেরপ্যত্র সিদ্ধত্বাৎ।"

কারণের নিবৃত্তি স্থলবিশেষে সকলেই স্বীকার করিবেন। যেমন— অনুভব হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়। অনুভব কারণ, সংস্কার উহার কার্য। কোনও কারণে সংস্কারটি নষ্ট হইলে অনুভবটিরও নিবৃত্তি হইয়া যায়। পুনরায় সংস্কারের কার্য স্মৃতি, স্মৃতির দ্বারা উহার কারণ সংস্কারের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয়। এই বিষয়ে আরও বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যেমন— অরণিমন্থনের দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়— এইস্থলে অরণিমন্থন কারণ এবং অগ্নি উহার কার্য। এই কার্যস্বরূপ অগ্নিটিই কিন্তু কারণ অরণির নাশক হইয়া থাকে। পুনরায়, কদলির উদ্গম হইলে কারণরূপ কদলিকাণ্ডটি যে আর থাকেনা, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সুতরাং কার্যের নিবৃত্তির দ্বারা কারণ নাশের দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে। ফলে কার্য বৃত্তির দ্বারা কারণ অবিদ্যার নাশ হইতে কোনও অনুপপত্তি থাকিবার কথা নহে।[৩৮]

এইরূপে বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ ভামতীপ্রস্থানে স্বীকৃত জীবাশ্রিতত্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া থাকেন।

---

৩৮. তত্রৈব, পৃ. ৫৭৯-৫৮০

"ন চ কার্যেণ কারণস্যানিবৃত্তিঃ। সংস্কারেণ তজ্জনকস্য জ্ঞানস্য স্মরণেন তজ্জনকসংস্কারস্যান্ত্যশব্দেনো-পান্তশব্দস্য চ পরীক্ষকৈর্নাশাভ্যুপগমাৎ। লৌকিকে চারণিপ্রভববেনাশুশুক্ষণিনা২রেনঃ কদলীফলোদ্গমেন বা কদলীকাণ্ডাদেঃ প্রত্যক্ষদর্শনাচ্চ।"

নয়নপ্রসাদিনী, পৃ. ৫৭৯-৫৮০

"ননু নিমিত্তনিবর্তকত্বে২প্যসমবায়িনিবর্তকত্বং ন দৃষ্টামিতি তত্রাহ— অন্ত্যশব্দেনেতি। অথোপাদান্নিবর্ত-কত্বং ন দৃষ্টচরমিতি ব্রুয়াত্তং প্রত্যাহ— কদলীতি।"

চতুর্থ অধ্যায়

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব পুনঃস্থাপন

গবেষণানিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা *ব্রহ্মসিদ্ধি* এবং *ভামতী* অনুসরণ করিয়া অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষটি স্থাপন করিয়াছি। বস্তুতঃ ব্রহ্মসিদ্ধিকারই অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষটি সমর্থন করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে ভামতীপতি ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মতটি অনুবর্তন করিলেন। গবেষণানিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে *ভামতী* অনুসরণ করিয়া সেই মতও আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। বিবরণপন্থী ভামতীকারের এই মত সমর্থন করেন না, ফলে অবিদ্যার আশ্রয় বিষয়ে ভামতীপ্রস্থানের বিরুদ্ধে বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ কী বলিয়া থাকেন তাহাও প্রদর্শন করা উচিত। এই হেতু তৃতীয় অধ্যায়ে সেইসকল পূর্বপক্ষ আমরা উপস্থাপন করিয়াছি। মূলতঃ *ন্যায়মকরন্দ, ইষ্টসিদ্ধি* এবং *চিৎসুখী* অনুসরণে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে অস্বরস প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনন্তর প্রশ্ন হইল, বিবরণপ্রস্থানের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ কী বলিবেন? শ্রী অমলানন্দ স্বামী *ভামতী*-র উপর *বেদান্তকল্পতরু* নামক টীকা রচনা করিয়া ভামতীকারের মতেরই পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে শ্রী অপ্পয় দীক্ষিত *বেদান্তকল্পতরু*-র উপর *কল্পতরুপরিমল* টীকা রচনা করিয়া ভামতীমতকে দৃঢ় করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, ১৭শ' শতাব্দীতে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রী মধুসূদন সরস্বতী *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থে অবিদ্যার আশ্রয়ত্ব বিচার প্রসঙ্গে জীবাশ্রিতত্বও যে সমীচীন ও অদুষ্ট তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্তমান অধ্যায়ে এই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে প্রদর্শিত আপত্তি সকলের উদ্ধার করতঃ সেইপক্ষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস করা হইবে।

আলোচ্য অধ্যায়টি দুইটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত— প্রথম অনুচ্ছেদে *ভামতী*-র টীকা *কল্পতরু* এবং *পরিমল* অনুসরণে জীবাশ্রিতত্বপক্ষ পুনঃস্থাপিত হইবে, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে *অদ্বৈতসিদ্ধি* অনুসরণে জীবাশ্রিতত্বপক্ষে যুক্তির অনুসন্ধান করা হইবে।

১

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে কল্পতরুকার এবং পরিমলকারের সমাধান

আলোচ্য অনুচ্ছেদে আমরা *বেদান্তকল্পতরু* বা সংক্ষেপে *কল্পতরু* এবং *কল্পতরুপরিমল* বা *পরিমল* টীকা অনুসরণ করিয়া অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ খণ্ডন করিব। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ইহা প্রদর্শিত হইবে যে, অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব ভগবান ভাষ্যকার কর্তৃকও সমর্থিত। অনন্তর চিৎসুখীয় আপত্তিসমূহের খণ্ডন করা হইবে এবং শেষতঃ এইপক্ষে অপর কয়েকটি আপত্তিরও উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন করা হইবে।

১.১

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব ভাষ্যকারকর্তৃক সমর্থিত

বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, *শারীরকমীমাংসাভাষ্যে*-র এমন কোনও পঙ্‌ক্তি দৃষ্ট হয় না যাহাতে মনে হইতে পারে যে ভগবান ভাষ্যকার অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু, ভামতীকার সেই ভাষ্যের উপর টীকা রচনা করিতে যাইয়া অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষ সমর্থন করিলেন। ইহাতে বলিয়া বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ ভামিতীপতির নিন্দা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, ভাষ্যের টীকা রচনা করিতে বসিয়া

ভামতীকার ভাষ্যকারের মত তো অনুবর্তন করেন-ই নাই, উপরন্তু ভাষ্যকারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে কল্পতরুকারের আবির্ভাবে ভাষ্য পঙ্‌ক্তি হইতে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বের সমর্থন প্রমাণিত হওয়ায় ভামতীপতির ও ভামতীপ্রস্থানের মর্যাদা রক্ষিত হইল।

ভাষ্যের যে পঙ্‌ক্তিতে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া কল্পতরুকার মনে করিয়াছিলেন, সেই পঙ্‌ক্তিটি হইল— "তথা মূলকারণমেবান্ত্যাৎ কার্য্যান্তেন তেন কার্যাকারেণ নটবৎ সর্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে।"[১] অর্থাৎ মূল কারণটি চরম কার্য অবধি সেই সেই কার্যরূপে নটের ন্যায় সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে। উক্ত পঙ্‌ক্তিস্থ 'নটবৎ' এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই ভাষ্যকার অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া কল্পতরুকার মনে করিয়াছিলেন। নট যখন অভিনয় করেন তখন নটের সেই অভিনয় দর্শন করিয়া নটের সেই স্বরূপকেই দর্শকগণ যথার্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নট নিজে জানেন যে, তাঁহার সেই স্বরূপ যথার্থ নহে। নটের স্বরূপ বিষয়ে দর্শকের অজ্ঞান থাকিলেও নটের কিন্তু তাঁহার নিজের স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞান থাকে না। এইরূপ দৃষ্টান্তযোগে ভাষ্যকার ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মের মায়াশক্তির দ্বারা গৃহীত পৃথিব্যাদি বহু মিথ্যাকার্য জীবের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জীবের ভ্রান্তিই ইহার কারণ। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান জীবেই আশ্রিত । অবিদ্যা বিষয়ে ভামতীকারের এই সিদ্ধান্ত যে, ভাষ্যকারকে অনুসরণ করিয়াই , তাহা নিরূপণ করিতে কল্পতরুকার বলিলেন—

"স্বশক্ত্যা নটবৎ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোঽব্রবীৎ।
জীবভ্রান্তিনিমিত্তং তৎ বভাষে ভামতীপতি।।

---

১. *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* পৃ. ৪৭০(কৃষ্ণদাস একাদেমি)

অজ্ঞাতং নটবৎ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোঽব্রবীৎ।

জীবাজ্ঞাতং জগদ্‌বীজং জগৌ বাচস্পতিস্তথা।।"[২]

উক্ত কল্পতরুর শেষোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিস্থ 'জীবাজ্ঞাতং জগদ্‌বীজং' শব্দের অর্থ জীবকর্তৃত অজ্ঞাত যে জগদ্‌বীজ অর্থাৎ বহ্ম। সুতরাং জীবেরই ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান বিদ্যমান। এইরূপ ব্যাখ্যাই পরিমলকার করিয়াছেন।[৩]

'নটবৎ' দৃষ্টান্তের দ্বারা অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব সমর্থিত হইলেও 'অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিঃ' প্রভৃতি ভাষ্যসন্দর্ভান্তগত 'পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ'[৪]— এই অংশের দ্বারা অবিদ্যার পরমেশ্বরাশ্রিতত্বই কথিত হইয়াছে। ফলে, 'নটবৎ' দৃষ্টান্তের দ্বারা অবিদ্যার আশ্রয় জীব— ইহাই ভাষ্যকারের মত, এইরূপ বলিলে, যে স্থানে ভাষ্যকার কণ্ঠতঃ অবিদ্যাকে পরমেশ্বরাশ্রিত বলিয়াছেন সেই বচনের বিরোধ করা হয়। এইরূপ বিরোধ যাহাতে না হয় তন্নিমিত্ত ভামতীকার 'অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিঃ'— এই ভাষ্যপঙ্‌ক্তিকে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে *ভামতী*-র পঙ্‌ক্তি অবলম্বনে যথাসম্ভব বলিয়াছি। সেইস্থলে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, চেতনকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত না হইয়া কোনও অচেতন পদার্থ কোনও কর্ম সম্পাদন করিতে পারে না। এই হেতুই জগদ্‌রূপ কার্যের উৎপত্তিতে অচেতন অবিদ্যা পরমেশ্বরকে

---

২. *বেদান্তকল্পতরু,* পৃ. ৪৭০-৭১

৩. *কল্পতরুপরিমল*, পৃ. ৪৭১

"**নটবদিতি**। ভাষ্যোদাহৃতদৃষ্টান্তানুসারি বাচস্পতিমতমিত্যাহ— **অজ্ঞাতং নটবদিতি**। নটো হি দৃষ্টভিরবিজ্ঞাতনিজরূপ এব তত্তদভিনেয়াসত্যরূপতাং প্রতিপদ্যতে। এবং জীবৈরবিজ্ঞাতং ব্রহ্মাসত্যবিয়দাদিপ্রপঞ্চকারতাং প্রতিপদ্যত ইতি দৃষ্টান্তোক্ত্যা বাচস্পতিমতং ভাষ্যাভিমতং নিশ্চীয়তইত্যর্থঃ।

৪. *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* পৃ.৩৭৮(কৃষ্ণদাস একাদেমি)

উপাদানরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং ভাষ্যকার 'পরমেশ্বরাশ্রয়া' শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের অধিষ্ঠানত্বই বুঝাইয়াছেন, আশ্রয়ত্ব নহে। এই কথা কল্পতরুতেও সমর্থিত হইয়াছে।[৫]

ভগবান ভাষ্যকার ভাষ্যের অন্যত্র বলিয়াছেন— "তথা প্রধানাৎ অপি প্রকৃতং ভূতযোনিং ভেদেন ব্যপদিশতি— 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' ইতি। অক্ষরম্ অব্যাকৃতং নামরূপবীজশক্তিরূপং ভূতসূক্ষ্মং ঈশ্বরাশ্রয়ং, তস্য এব উপাধিভূতং, সর্বস্মাৎ বিকারাৎ পরঃ যঃ অবিকারঃ, তস্মাৎ পরতঃ পরঃ ইতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমাত্মানম্ ইহ বিবক্ষিতং দর্শয়তি।"[৬] এইস্থলে ভাষ্যকারের অভিপ্রায় হইল, 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ'[৭] প্রভৃতি মুণ্ডক শ্রুতিতে অক্ষর পদের অর্থ হইবে অব্যাকৃত। উহা নাম ও রূপের বীজভূত যে পরমেশ্বর, তাঁহারই শক্তিস্বরূপ। ইহা ভূতসুক্ষ্মাত্মক অর্থাৎ প্রাণীসমূহের সূক্ষ্ম সংস্কার সেইগুলি তাহাতে অবস্থান করে, ঈশ্বরাশ্রিত, ঈশ্বরেরই উপাধিস্বরূপ। এক্ষণে, ভাষ্যকারের এইরূপ উক্তি হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, অব্যাকৃত শব্দের দ্বারা প্রতিপাদ্য অবিদ্যারূপ বস্তুটি ঈশ্বরাশ্রিত অর্থাৎ অবিদ্যোপাধিরূপেই ঈশ্বরত্ব কিন্তু ভামতীপন্থী অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত বলিয়াছেন। সুতরাং পুনরায় বিরোধ পরিলক্ষিত হইতেছে।

কল্পতরুকার ইহারও সমাধান করিয়াছেন। তিনি এই স্থলেও 'অক্ষরমব্যাকৃতম্' পদের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'নাম ও রূপের' অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের, 'বীজ' অর্থাৎ অধিষ্ঠান। 'এই অধিষ্ঠানের শক্তি অবিদ্যা'— ইহার অর্থ অধিষ্ঠানের সহকারী অবিদ্যা। পুনরায় 'অবিদ্যা ঈশ্বরে আশ্রিত'— ইহার অর্থ অবিদ্যা ঈশ্বরবিষয়িণী। সুতরাং কল্পতরুকারের দৃষ্টিতে ঈশ্বরবিষয়িণী অবিদ্যাকেই ভগবান ভাষ্যকার ঈশ্বরাশ্রিত

---

৫. *বেদান্তকল্পতরু,* পৃ. ৩৭৮

"**নিমিত্ততয়েতি**। প্রেরকতয়া অবিদ্যাবিষয়ত্বেন চ তৎপ্রেরকত্বং গন্ধস্যেব ঘ্রাণং প্রতি **উপাদানতয়েতি**। জগদ্‌ভ্রমাধিষ্ঠানতয়েত্যর্থঃ।"

৬. *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* পৃ. ২৫৮-২৫৯(কৃষ্ণদাস একাদেমি)

৭. *মুণ্ডকোপনিষদ্* - ২/১/২

বলিয়াছেন। এই ঈশ্বরেই নাম ও রূপের অধিষ্ঠানত্ব রহিয়াছে। এই উপাধিভূত অবিদ্যাটিই অধিষ্ঠানত্বের অবচ্ছেদক। যেমন, শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান শুক্তিতে রজতাধিষ্ঠানত্বের অবচ্ছেদক হইয়া থাকে।[৮]

চমসাধিকরণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন পারমেশ্বর্যা শক্তেঃ। কল্পতরুকার পুনরায় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "দেবাত্মশক্তিমিতি। দেবাত্মবিষয়াং মায়িনং মায়াবিষয়ং মহেশ্বরম্ ইত্যর্থঃ। **ভাষ্যে চ— পারমেশ্বর্যাঃ শক্তেরিতি** পরমেশ্বরবিষয়ায়া ইত্যর্থঃ।"[৯] অর্থাৎ পারমেশ্বরী শক্তি— ইহার অর্থ পরমেশ্বরাশ্রিত শক্তি নহে, পরমেশ্বরবিষয়িণী শক্তি।

ভাষ্যের যে অংশে ভাষ্যকার "অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিঃ..." ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, সেই অংশের ব্যাখ্যায় কল্পতরুকার পরিষ্কার বলিয়াছেন, নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে অবিদ্যাসম্বন্ধ অসম্ভব— "ন তু নির্বিশেষব্রহ্মস্বরূপস্যাবিদ্যাসম্বন্ধসম্ভবঃ ইত্যনাদিন্যো জীবাবিদ্যে পরস্পরাধীনতয়া অবিদ্যাতৎসম্বন্ধবদুপেয়ে ইতি।"[১০]

এইরূপে, যে যে অধিকরণে ভগবান ভাষ্যকার অবিদ্যাকে পরমেশ্বরাশ্রয়া বলিয়াছেন সেই সেই অধিকরণের *ভামতী* টীকায় কল্পতরুকার তাহাকে পরমেশ্বরবিষয়িণীরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ভামতীপতির মতের সহিত ভাষ্যকারের মতের অবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং অবিদ্যা জীবেই আশ্রিত, ইহাই ভামতীকারের মত এবং ভাষ্যকারেরও তাহাই অভিমত।

---

৮. ***বেদান্তকল্পতরু,*** পৃ. ২৫৮

"অক্ষরমব্যাকৃতমিত্যাদিভাষ্যস্যায়মর্থঃ। শব্দার্থয়োর্বীজমধিষ্ঠানং তস্য শক্তিঃ সহকারিত্বাৎ। সা চ ঈশ্বরমাশ্রয়তে বিষয়ীকরোতীতি ঈশ্বরাশ্রয়া। তস্যাধিষ্ঠানত্বে উপাধিভূতাবচ্ছেদিকা, শুক্তেরিব তদ্বিষয়মজ্ঞানম্।"

৯. তত্রৈব, পৃ. ৩৮৮

১০. তত্রৈব, ৩৭৮-৩৭৯

১.২

চিৎসুখীয় আপত্তির সমাধান

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, চিৎসুখাচার্য তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব খণ্ডনপূর্বক বিবরণসম্মত চিদাশ্রিতত্বপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন। সেইস্থলে আচার্য মূলতঃ দুইটি দোষ প্রদর্শনের দ্বারা ভামতী মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে অবিদ্যা জীবাশ্রিত হইলে অন্যোন্যাশ্রয় এবং আত্মাশ্রয়— এই দ্বিবিধ দোষ হয়। বস্তুতঃ এই দুইটি দোষ পরস্পর সম্পর্কিত। পরবর্তীকালে *বেদান্তকল্পতরু* টীকায় কল্পতরুকার উক্ত প্রতিবাদের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর, আমরা সেই সমাধান ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করিব।

চিৎসুখাচার্য বলিয়াছিলেন, জীববিভাগ অবিদ্যা-নির্ভর এবং অবিদ্যা জীবাশ্রিত হইলে অবিদ্যা তাহার আশ্রয় লাভের নিমিত্ত জীবের উপর নির্ভর করিবে। এইরূপে জীববিভাগ অবিদ্যা নির্ভর এবং অবিদ্যা জীবনির্ভর হওয়াই অন্যোন্যাশ্রয় বা পরস্পরাশ্রয় দুর্নিবার হয়।[১১] ইহার উত্তরে কল্পতরুকার বলিয়াছেন যে জীববিভাগ অনাদি বলিয়া কল্পনাধীন জীববিভাগ— এইরূপ দোষের কোনও সম্ভাবনা নাই। কারণ, অদ্বৈতমতে জীবের জীবভাব অনাদি। যাহা অনাদি তাহার তো উৎপত্তিই নাই। জীবভাব যদি অনাদি হয় তাহা হইলে অবিদ্যাবশতঃ জীবের জীবভাব উৎপন্ন হইল- এইরূপ কি কল্পনা করা যায়? অবিদ্যার আশ্রয়ত্ব বিষয়ে ব্রহ্মসিদ্ধিকারের মত উপস্থাপনাবসরে আমরা বলিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে অনাদি পদার্থ ছয়টি। তন্মধ্যে অবিদ্যা অন্যতম। এইরূপে অবিদ্যা অনাদি বলিয়া অবিদ্যার

---

১১. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭১

"...অবিদ্যাধীনো জীববিভাগঃ তদধীনা বা অবিদ্যেতি দূর্বারা পরস্পরাশ্রয়তা।"

অধীন জীববিভাগ, পুনরায় জীবের অধীন অবিদ্যা— এইরূপ বলিয়া উভয়ের অনাদিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় কোনও বিরোধের সম্ভাবনা নাই।[১২]

চিৎসুখাচার্য আরও বলিয়াছিলেন যে, অবিদ্যা যদি জীবাশ্রিত হয় এবং তদ্দ্বারাই যদি এক অনবচ্ছিন্ন শুদ্ধচৈতন্যের জীবভাব সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে জীবের স্বাশ্রিতাবিদ্যাশ্রিতত্বই অঙ্গীকার করিতে হয়। জীবে যদি জীবাশ্রিত অবিদ্যার আশ্রিতত্ব থাকে তাহা হইলে স্ব-ই স্ব এর আশ্রয় হয়। ইহা তে আত্মাশ্রয় অনিবার্য হইয়া পড়ে। এইরূপ আপত্তির সমাধানও *কল্পতরু*-তে দৃষ্ট হইয়ছে। কল্পতরুকারের মতে আত্মাশ্রয় সর্বত্র দোষাবহ হয় না। কিন্তু যদি আত্মাশ্রয়ের দ্বারা উৎপত্তি এবং জ্ঞপ্তির প্রতিবন্ধকতা হয় তাহা হইলে সে আত্মাশ্রয়কে দোষ বলিয়া গন্য করিতে হইবে। কল্পতরুকার দেখিয়াছেন যে জীবের স্বাশ্রিতাবিদ্যাশ্রিতত্ব অঙ্গীকৃত হইলেও উৎপত্তি বা জ্ঞপ্তি— কুত্রাপি প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। প্রথমতঃ জীব ও অবিদ্যার মধ্যে উৎপত্তিগত প্রতিবন্ধকতা নাই তাহার কারণ অদ্বৈতী যে ষড়বিধ অনাদি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে জীব এবং অবিদ্যা অন্যতম। এক্ষণে, উভয়েই অনাদি হওয়ায় ইহাদের কাহারও উৎপত্তি নাই। ফলে উৎপত্তিতে প্রতিবন্ধকতা সম্ভাবনা তিরোহিত হইল।[১৩]

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞপ্তিতেও কোনও প্রতিবন্ধাকতা নাই। 'জ্ঞপ্তি' শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান এবং প্রকাশ শাস্ত্র মতে পর্যায় শব্দ। যদি এইরূপ হইত যে, অবিদ্যার প্রকাশ না হইলে

---

১২. ***কল্পতরু,*** পৃ. ২৩৬

"অনাদিজীবাবিদ্যয়োশ্চেতরেতরতত্রত্বমবিদ্যাতৎসম্বন্ধয়োরিবাবিরুদ্ধম্।"

পরিমল, পৃ. ২৩৬

"ভ্রমরূপাবিদ্যায়ামন্যোন্যাশ্রয়ঃ পরিহৃতঃ, তথা চাবিদ্যাধীনো জীবব্রহ্মবিভাগস্তদ্বিভাগে চ সতি জীবাশ্রিতত্বসিদ্ধিরবিদ্যায়া ইত্যন্যোন্যাশ্রয়মাশঙ্ক্যাহ— **অনাদিজীবাবিদ্যয়োরিতি**।"

১৩. ***কল্পতরু,*** পৃ. ২৩৬

"স্বাশ্রিতাবিদ্যাশ্রিতত্বং জীবস্যাত্মাশ্রয়মিতি চেৎ, কিমতঃ? উৎপত্তিজ্ঞপ্তিপ্রতিবন্ধেন হ্যাত্মাশ্রয়স্য দোষতা। নচানয়োরূৎপত্তিঃ, অনাদিত্বাৎ।"

জীবের প্রকাশ হয় না, তাহা হইলে জ্ঞপ্তিতে আত্মাশ্রয় প্রদর্শন করা যাইত। কিন্তু অদ্বৈতমতে, ব্রহ্ম বা আত্মা স্বপ্রকাশ এবং জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্মই। ফলে জীবের স্বপ্রকাশত্বও সিদ্ধান্তে অঙ্গীকৃত। এক্ষণে, জীব যদি স্বপ্রকাশ হয় তাহা হইলে 'অবিদ্যার প্রকাশ ব্যতিরেকে জীবের প্রকাশ হয় না'—এইরূপ কি বলা যাইবে? সুতরাং জীব স্বপ্রকাশ হওয়ায় অবিদ্যার প্রকাশের অধীন জীবের প্রকশ হইল না বলিয়া জ্ঞপ্তিতেও প্রতিবন্ধকতা থাকিল না।

এইরূপে উৎপত্তিতে এবং জ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা নিরাকৃত হইলেও অবিদ্যার চিন্মাত্রাশ্রয়ত্ববাদী বিবরণপন্থী জীবের স্বাশ্রিতাবিদ্যাশ্রিতত্ব অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। কারণ, তাহাঁদের মতে স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব অঙ্গীকার করিবার অর্থ হইল, স্ব-স্কন্ধারূঢ়ারোহণ স্বীকার করা। নিজস্কন্ধে আরূঢ ব্যক্তির উপর কেহই আরোহন করিতে পারেন না। এই যুক্তিতে জীবও কদাপি জীবাশ্রিত অবিদ্যাতে আশ্রিত হইতে পারেন না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে কল্পতরুকার বলিয়াছেন— "তথাপি স্বস্কন্ধারূঢ়ারোবৎ স্বাশ্রিতাশ্রিতত্বং বিরুদ্ধমিতি চেন্ন; স্বাশ্রিতাশ্রিতত্বস্য ক্বচিৎপ্রমিতাববিরোধাদপ্রমিতাবব্যাপ্যাদস্মাদব্যাপকস্য বিরোধস্য দুস্প্রসংজনত্বাৎ।"[১৪] অভিপ্রায় এই, অবিদ্যা চিদাশ্রিতত্ববাদী বলিয়াছেন স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব স্বীকার করিলে বিরোধ অনিবার্য। এক্ষণে, স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব যদি বিরোধ হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে যে স্থলে স্বাশ্রিতাশ্রিতত্বে থাকিবে সেই সেই স্থলে বিরোধ থাকিবে। ফলে স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব হইল ব্যাপ্য এবং বিরোধ হইল ব্যাপক। কল্পতরুকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে, স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব বিরোধরূপ ব্যাপকের ব্যাপ্য নয় অর্থাৎ স্বাশ্রিতাশ্রিতত্বে বিরোধের ব্যাপ্তি নাই। উল্লিখিত *কল্পতরু* পঙ্‌ক্তিতে 'ক্বচিৎ' পদটি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা আচার্য একটি ব্যভিচারের স্থলের উপস্থাপন করিয়া স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব যে বিরোধের ব্যাপ্য নহে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই 'ক্বচিৎ' পদের অর্থ নিরূপণ করিতে পরিমলকার বলিলেন—

---

১৪. তত্রৈব,

"ক্বচিৎ প্রমেয়ত্বাভিধেত্বাদৌ"।[১৫] ভামতীপন্থীর অভিপ্রায় এই, 'প্রমেয়' পদের অর্থ হইল, যাহা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং প্রমাণ পূর্বে নিরূপিত না হইলে বা প্রমাণের জ্ঞান পূর্বে না হইলে তদধীন প্রমেয়ের জ্ঞান হইবে না। পুনরায়, প্রমাণও ব্যাপকার্থে প্রমেয় বলিয়া প্রমাণের জ্ঞান প্রমেয়র অধীন। এইরূপে প্রমাণের জ্ঞান প্রমেয়াধীন এবং প্রমেয়ের জ্ঞান প্রমাণাধীন হওয়ায় প্রমাণের জ্ঞান প্রমাণাধীন প্রমেয়ের অধীন হইল। ইহা সকল তার্কিক-ই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইহাতে প্রমাণের জ্ঞান প্রমাণাধীন বলিয়া কেহই আত্মাশ্রয় উদ্ভাবন করেন না। ফলতঃ স্বাশ্রিতাশ্রিতত্বকে বিরোধের ব্যাপ্য বলা যাইল না। স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব বিরোধের ব্যাপ্য না হওয়ায় জীবের স্বাশ্রিতাশ্রিতত্ব থাকিলেও কোনও বিরোধের সম্ভাবনা থাকিল না— ইহাই কল্পতরুকার এবং পরিমলকারের অভিপ্রায়।

আরও কথা, 'জীবে অবিদ্যা আশ্রিত' এইরূপ বলিলে কোনও আধার-আধেয়ভাব বুঝা যায় না। অভিপ্রায় এই 'ঘটে জল'— এইরূপ বলিলে ইহা বুঝা যায় যে, ঘটরূপ আধারে জলরূপ আধেয় বর্তমান। কিন্তু জীবে অবিদ্যা আশ্রিত বলিলে জীবরূপ আধারে অবিদ্যারূপ আধেয়— এইরূপ প্রতীতি হয় না। কারণ, জীব বা অবিদ্যা কোনটিই মূর্ত পদার্থ নহে।[১৬]

চিদাশ্রিতত্ববাদী বলিতে পারেন, দুইটি পদার্থ অমূর্ত হইলেই যে উভেয়ের মধ্যে অধরোত্তরীভাব থাকিতে পারেনা— এইরূপ নহে। কারণ, আকাশ এবং শব্দ উভয়েই অমূর্ত হইলেও এতদুভয়ের মধ্যে আধার-আধেয়ভাব যে সম্ভব তাহা নৈয়ায়িকাদি

---

১৫. তত্রৈব

১৬. তত্রৈব

" **অপিচ** নৈব কুণ্ডবদরবদধরোত্তরীভাবঃ; জীবাবিদ্যয়োরমূর্তত্বাৎ,"

পরিমল, পৃ. ২৩৬

" **ননু** স্বাশ্রয়াশ্রিতত্বাস্যাপ্রসিদ্ধৌ তেন বিরোধপ্রসজ্জং মৈবোপপাদি, জীবো যদ্যাশ্রিতঃ স্যাদবিদ্যাশ্রয়ো ন স্যাত্তদুপাদানকপ্রপঞ্চবদিতি প্রসজ্জনমুপপদ্যতে ইত্যস্বরসাদাহ— **অপিচেতি**।"

তার্কিকগণ স্বীকার করেন। এইরূপ পূর্বপক্ষের প্রতিবাদে পরিমলকার বলিয়াছেন, অন্যত্র যাহা হয় হউক্, প্রকৃতস্থলে জীব এবং অবিদ্যার মধ্যে অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাবমাত্রই সিদ্ধান্তে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাৎপর্য এই, জীব এবং অবিদ্যার মধ্যে সম্বন্ধ ইহাই— অবিদ্যা জীবের অবচ্ছেদক এবং জীব অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন। সুতরাং অবিদ্যারূপ অবচ্ছেদকে জীবরূপ পদার্থটি অবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া এতদুভয়ের মধ্যে অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব পরস্পর সাপেক্ষ। কারণ, নির্গুণ ব্রহ্মই অজ্ঞানের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হন। পুনরায়, জীবত্বাবচ্ছেদেই অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মে অবিদ্যা সম্বন্ধ কল্পিত হয়।[১৭]

বিবরণপন্থী বলিতে পারেন, জীব ও অবিদ্যার মধ্যে অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব স্বীকার করিলেও অন্যোন্যাশ্রয় হইতে ভামতীপন্থীর পরিত্রান পাইবার কোনও আশা নাই। ইহার উত্তরে কল্পতরুকার বলিলেন জীব ও অবিদ্যার মধ্যে এইরূপ অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাবে অন্যোন্যাশ্রয়তা দোষ বলিয়া গন্যই হইবে না। কারণ, আমরা পূর্বেই প্রমাণ-প্রমেয়াদির স্থল উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে, প্রমাণ ও প্রমেয়ের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষত্ব সকল দার্শনিককেই করিতে হইবে।[১৮] ইহার বাখ্যায় পরিমলকার বলিয়াছেন, প্রমেয়বিষয়ক প্রমাণ স্বনিরূপক প্রমেয়ের দ্বারা অবচ্ছেদ্য এবং প্রমেয়েটি নিজবিশেষণীভূত প্রমাণের দ্বারা অবচ্ছেদ্য। এই সকল স্থলে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়াও যদি অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব দোষের

---

১৭. ***কল্পতরু,*** পৃ. ২৩৬

"অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকত্বং তু"

পরিমল, পৃ. ২৩৬

"**নন্ব**মূর্তত্বেঽপি নভঃশব্দবদাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্কাহ— **অবচ্ছেদ্যেতি**। অন্যত্র যথা তথা বাস্তু, প্রকৃতে জীবাবিদ্যয়োরবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাবমাত্রভিষ্যতে, অবিদ্যাবচ্ছেদকোপাধিকং জীবত্বমিতি। জীবোঽবিদ্যয়াবচ্ছিদ্যতে, অবিদ্যা চ চৈতন্যাশ্রিতা, বৃক্ষাশ্রিতঃ কপিসংযোগো মূলেনেব জীবত্বেনাবচ্ছিদ্যত ইতি।"

১৮. ***কল্পতরু,*** পৃ. ২৩৬

"তত্রৈতরেতরাপেক্ষং প্রমাণপ্রমেয়াদিষু মূলভোদাহরণম্।।"

না হয়, তাহা হইলে জীব এবং অবিদ্যা পরস্পর সাপেক্ষ হওয়ায় উহাদের অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকত্বে দোষ হইবে কেন?[১৯] এই স্থলে পরিমলকার আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। সময়াভাবে সেই সকল বক্তব্য উপস্থাপন করা সম্ভব হইল না তবে পরিমলকারের বক্তব্যের সহিত এই বিষয়ে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের বক্তব্যের বহুলাংশে সাদৃশ্য রহিয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধিকারের ম উপস্থাপনাবসরে তাহা সংক্ষেপে কথিত হইবে।

এইরূপে উৎপত্তি এবং জ্ঞপ্তি উভয়ত্রই কোনও প্রতিবন্ধকতা না থাকায় জীবের স্বাশ্রিতাবিদ্যাশ্রিতত্ব স্বীকার করিলেও আত্মাশ্রয় দোষের দূষকতাবীজ থাকে না। সুতরাং বিবরণপন্থী অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে যে মূল দুইটি দোষের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ভামতীপ্রস্থান অবলম্বনে তাহার উদ্ধার করা যাইল।

১.৩

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে বাধোদ্ধার

আলোচ্য গবেষণানিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বিবরণপ্রস্থান অবলম্বনে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করিয়াছিলাম। সেই পূর্বপক্ষের মূল বক্তব্যের খণ্ডন আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের অন্তর্গত দ্বিতীয় উপ-অনুচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জীবাশ্রিতত্ব পক্ষের বিরুদ্ধে ভামতীকারের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে বহু আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল আপত্তিকে একত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া কল্পতরুকার এবং পরিমলকার তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর, সেইসকল খণ্ডন ও মণ্ডন উপস্থাপিত হইতেছে।

---

১৯. *পরিমল,* পৃ. ২৩৬

"**নান্বদমপ্যন্যোন্যাশ্রয়দুষ্টমিত্যাশঙ্কায়াহ—তত্রেতি।**"প্রমেয়ত্বাকারাবগাহি প্রমাণং নিরূপকপ্রমেয়াবচ্ছেদং, প্রমেয়ং চ স্ববিশেষণীভূতপ্রমাণাবচ্ছেদ্যমিত্যেবমাদিস্ববচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকত্বস্যেতরেতরতন্ত্রত্বং ইষ্টমিত্যর্থঃ।।"

প্রথমতঃ যদি প্রপঞ্চ জীবাশ্রিত অবিদ্যার কার্য হয়, তাহা হইলে বিম্বচৈতন্য পরব্রহ্ম ঈশ্বরকে জগতের কর্তা না বলিয়া জীবকেই জগদ্‌কর্তা বলিতে হইবে। ইহাতে ভামতীপতি শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্থ হইবেন; কারণ, অবিদ্যা জীবাশ্রিত হইলে জীব-ই সেই অবিদ্যার দ্বারা সমগ্র জগৎ নির্মাণ করিতে পারিবেন। ফলে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'[২০] প্রভৃতি সূত্রে জীব-ই জগদ্‌কর্তা হইবেন। পুনরায় 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'[২১] প্রভৃতি সূত্রে জীবকেই শাস্ত্রের যোনিস্বরূপ বলিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে 'তত্তু সমন্বয়াৎ'[২২] প্রভৃতি সূত্রকে ধরিয়া ব্রহ্মে সমগ্র বেদান্তবাক্যের সমন্বয় না দেখাইয়া জীবেই সেই সমন্বয় প্রদর্শন করিতে হইবে। ফলে জীব-ই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া পড়িবেন। কিন্তু অদ্বৈতমতে, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কাহারও জগৎকর্তৃত্ব সমর্থিত হয় নাই। অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব স্বীকারে যে এইরূপ মহাদোষ হইতে পারে তাহা কি ভামতীপতি চিন্তা করেন নাই? এই সকল দোষে পতিত হইয়া বাচস্পতির কিঞ্চিৎ লজ্জা হওয়া উচিত। এইরূপ একটি পূর্বপক্ষ প্রতিপাদন করিতে কল্পতরুকার বলিলেন—

"জগৎকর্তৃত্বমন্যত্র ব্রহ্মণো নেতি দুষ্যতি।
বাচস্পতাবুপালম্ভমনালোচ্যোচিরে পরে।।
জীবাজ্ জজ্ঞে জগৎ সর্বং সকারণমিতি ব্রুবন্।
ক্ষিপন্ সমন্বয়ং জীবে ন লেজে বাক্‌পতিঃ কথম্।।[২৩]

এইরূপ পূর্বপক্ষ ব্যখ্যা করিতে পরিমলকার বলিবেন— "অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং যন্নিষ্প্রপঞ্চ বেদান্তানাং প্রতিপিপাদয়িষিতং তত্র খলু তেষাং সমন্বয়ঃ। এবং চ বাচস্পতিমতে জীব এব সমন্বয়ঃ পর্যবস্যতি; তন্মতে জীবাশ্রিতাবিদ্যাপরিণামস্য প্রপঞ্চস্য

---

২০. *ব্রহ্মসূত্র,* ১/১/২
২১. তত্রৈব, ১/১/৩
২২. তত্রৈব, ১/১/৪
২৩. *কল্পতরু,* পৃ. ৪০৪

জীবেঽধ্যারোপেণ তত্রৈবাপবদনীয়ত্বাৎ। অতো জীবে সমন্বয়ং পূর্বপক্ষীকৃত্য নিরস্যন্ বাচস্পতিঃ কথং ন লজ্জিতবানিত্যর্থঃ।"[২৪]

ইহার উত্তরে জীবাশ্রিতত্ববাদী বলেন যে, বিবর্তবাদে অধিষ্ঠানই হইল তত্ত্ব। যেমন— রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে অধিষ্ঠান রজ্জু; সেই অধিষ্ঠান রজ্জুকে জানিলে অধ্যস্ত সর্প এবং সর্পের জ্ঞান— উভয়ই দূরীভূত হয়। প্রকৃতস্থলেও অবিদ্যা জীবাশ্রিতা হইলেও অবিদ্যা জীব এবং নিখিল প্রপঞ্চ এই সকলেরই অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।[২৫] সুতরাং জীবের তত্ত্বও ব্রহ্ম, জগতের তত্ত্বও ব্রহ্ম, অবিদ্যার তত্ত্বও ব্রহ্ম। এই মূল তত্ত্ব ব্রহ্মেই যাবতীয় বেদান্তবাক্যের সমন্বয় হইতে পারিবে— ইহাতে কোনও অনুপপত্তি হইবে না। কারণ, জীব হইলেন অবচ্ছিন্ন চৈতন্য; ফলে সেই অবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীবের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কেহই নহেন। বস্তুতঃ সকল বিবর্তের অধিষ্ঠান-ই হইলেন ব্রহ্ম। অতএব 'জীবাশ্রিত অবিদ্যা' ইহার অর্থ হইল ব্রহ্মাশ্রিত জীব, জীবাশ্রিত অবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যা। আরও কথা, শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলেও বিবর্ত রজতের অধিষ্ঠান কেবল শুক্তি নহে, কিন্তু শুক্তিকাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম। সুতরাং ভামতীপতির প্রতি উক্ত নিন্দাবাক্য চিন্তা প্রসূত নহে বলিয়াই কল্পতরুকার মনে করিয়াছেন।[২৬]

---

২৪. ***পরিমল,*** পৃ. ৪০৪

২৫. ***কল্পতরু,*** পৃ. ৪০৪

"অধিষ্ঠানং হি ব্রহ্ম ন জীবাঃ। অধিষ্ঠানে চ সমন্বয় ইত্যনবদ্যম্।"

পরিমল, পৃ. ৪০৪

"প্রাগেবাচার্যৈর্বাচস্পতিমতে ব্রহ্মণঃ সজীবাবিদ্যাসকলপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানত্বমুক্তমিহানুসংধেয়ম্।"

২৬. ***কল্পতরু,*** পৃ. ২৩৬

"অধিষ্ঠানং বিবর্তানামাশ্রয়ো ব্রহ্ম শুক্তিবৎ।
জীবাবিদ্যাদিকানাং স্যাদিতি সর্বমনাকুলম্।।"

পরিমল, পৃ. ২৩৬

"সর্বপ্রপঞ্চবিবর্তাধিষ্ঠানং চৈতন্যরূপং ব্রহ্মৈব কেবলমিত্যবচ্ছেদকতোক্তয়া গর্ভিতমর্থ বিবৃণোতি— **অধিষ্ঠানমিতি।**

দ্বিতীয়তঃ, অবিদ্যা যদি জীবে আশ্রিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞান, ইচ্ছাদি অবিদ্যার পরিণামগুলি কেবল জীবেরই হইবে, ঈশ্বরের হইতে পারিবে না। এক্ষণে, জ্ঞান যদি কেবল জীবের হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতৃত্ব জীবেই থাকিবে এবং সর্বজ্ঞত্বও জীবেরই হইবে। সর্বজ্ঞত্ব হেতুর দ্বারাই যে ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়, তাহা ১/১/৫ সূত্রের অন্তর্গত *ভামতী*-র ব্যখ্যা করিতে কল্পতরুকার বলিয়াছেন— "জ্ঞানত্বং নিরতিশয়কিংচিদাশ্রিতং, সাতিশয়বৃত্তিজাতিত্বাৎ, পরিমাণত্ববদিতি সমুদায়ার্থঃ। .....নিরতিশয়ত্বং সর্ববিষয়ত্বমানয়-তীত্যর্থঃ।"[২৭] কিন্তু অবিদ্যাশ্রিতত্ববশে জীবই যদি সর্বজ্ঞ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ঈশ্বরকল্পনার কোনও আবশ্যকতা থাকে না। অর্থাৎ ঈশ্বরের অপলাপ করিতে হয়। বস্তুতঃ ভামতীপতি 'ঈশ্বর' পদটি ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তিনি ঈশ্বরের অপলাপ-ই করিয়াছেন— ইহাই পূর্বপক্ষীর আশয়।[২৮]

এইরূপ পূর্বপক্ষের প্রতিবাদ করিতে কল্পতরুকার *ভামতী*-র এই বাক্যটির উদ্ধার করিয়াছেন— "তে চাবিধং প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছাপ্রচোদিতা যথা কুর্মদেহে নিলীনান্যঙ্গানি ততো নিঃসরন্তি, যথা বা বর্ষাপায়ে প্রাপ্তভূদ্ভাবানি মণ্ডূকশরীরাণি তদ্বাসনাবাসিততয়া ঘনাঘনাসারসুহিতানি পুনর্মণ্ডুকদেহভাবমনুভবন্তি, তথা পূর্ববাসনাবশাৎপূরবসমাননামরূ-পাণ্যুৎপদ্যন্তে।[২৯] স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, এই সমগ্র জগদ্‌প্রপঞ্চ স্বীয় মূলকারণ তমোরূপ অজ্ঞানে বিলীন, অপ্রত্যক্ষ, অননুমেয়, অ-তর্ক, অ-শব্দ এবং প্রসুপ্তরূপে বিদ্যমান ছিল।[৩০] কিন্তু কুর্মদেহের নিলীন অঙ্গগুলি যেরূপ উপযুক্ত সময়ে বাহিরে প্রকটিত হয়, বা

---

২৭. ***কল্পতরু,*** পৃ. ১৬৪-১৬৫

২৮. ***পরিমল,*** পৃ. ৩৩৪

"বাচস্পতিনা প্রপঞ্চাকারপরিণাম্যবিদ্যাশ্রয়ত্বং জীবস্যাঙ্গ্যুপগতমিতি তৎপরিণামভূতজ্ঞানেচ্ছাদিমত্ত্বমপি জীবস্যৈব যুজ্যতে, নেশ্বরস্য; অত ঈশ্বরসদ্ভাবং ব্যবহরন্নপি তত্র সর্বজ্ঞত্বাদ্যনুপপত্তিহেতুমাশ্রয়ন্বাচস্পতিঃ পর্যায়েণ পরমেশ্বরমপললাপেতি।"

২৯. ***ভামতী,*** পৃ. ৩৩৩-৩৩৪

৩০. ***মনুসংহিতা-*** ১/৫

বর্ষার অন্তে মণ্ডুক শরীরগুলি ক্ষীণ হইয়া মৃদ্ভাবপ্রাপ্ত হইলেও পুনরায় বর্ষার সমাগমে সজীবতা প্রাপ্ত হয়, একইরূপে, প্রলয়ের অনন্তর পুনরায় সৃষ্টিকালে প্রসুপ্ত জগতের ঘটকীভূত অন্তঃকরণাদি পদার্থ স্বীয় প্রসুপ্তাবস্থার সীমা অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পুনরায় পূর্ববৎ নামরূপের দ্বারা অভিহিত হইয়া অভিব্যক্ত হয়। শ্রুতি 'সোঽকাময়ত'[৩১] 'তদৈক্ষত'[৩২] প্রভৃতি মন্ত্রে পরমেশ্বরকর্তৃক জগৎসৃষ্টি সমর্থন করিয়াছেন।[৩৩] প্রশ্ন হইল, এই 'ঈক্ষণ' শব্দের অর্থ কী? পরমেশ্বরের ঈক্ষণরূপ প্রমা থাকায় তাঁহার প্রমাতৃত্ব রহিয়াছে বা তিনি অবিদ্যাবান্— এইরূপ অর্থ কিন্তু 'ঈক্ষণ' পদের দ্বারা বিবক্ষিত হয় না বলিয়া কল্পতরুকার মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ "... সর্বজ্ঞত্বম্ অবিদ্যাবত্ত্বমাক্ষিপতি, ন তু প্রতিক্ষিপতীতি কুতো বিপ্রতিষেধঃ"[৩৪]— চিৎসুখীর এই সন্দর্ভ বিচারকালে আমরা দেখিয়েছিলাম যে, সর্বজ্ঞত্ব বলিলে বাস্তবে অবিদ্যাসম্বন্ধেরই অপেক্ষা করা হয়। ফলে, সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার কোনও বিরোধ থাকে না। একই প্রকারে ঈশ্বরে প্রমাতৃত্ব বর্তমান বলিলে অবিদ্যা থাকিবে। কিন্তু 'ঈক্ষণ' শব্দের এইরূপ অর্থ ভামতীকার স্বীকার করিবেন বলিয়া কল্পতরুকার মনে করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, ঈক্ষণ সম্বন্ধী ছান্দোগ্যো শ্রুতি বলিয়াছেন— "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে।।" অর্থাৎ তিনি ঈক্ষণ করিলেন— আমি বহু হইব, তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজ তিনি ঈক্ষণ করিলেন— আমি বহু হইবো। উক্ত তেজ জল সৃষ্টি করিল ইত্যাদি। সুতরাং ঈক্ষণসম্বন্ধী

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাত্মলক্ষণম্।
অপ্রতর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।।"

৩১. *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্* - ২/৬

৩২. *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* - ৬/২/৩

৩৩. *পরিমল,* পৃ. ৩৩৪
"ইচ্ছা ঈক্ষণমিতি। তদৈক্ষতেতি স্থানে সোঽকাময়তেতি শ্রুত্যন্তরদর্শনাদিতি ভাবঃ।"

৩৪. *চিৎসুখী,* পৃ. ৫৭৮-৫৭৯

শ্রুতিবাক্যে জগৎ সৃষ্টি শ্রুত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী বিবর্তবাদের সমর্থক। সুতরাং এই সৃষ্টি বিবর্ত ব্যতীত অপর কিছুই নহে। জীবে আশ্রিত শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের বিবর্ত যেমন রজত-ই হইয়া থাকে, সেইরূপই জীবাশ্রিত তথা ঈশ্বরবিষয়ক অজ্ঞানের বিবর্ত হইল এই আকাশাদি দৃশ্য প্রপঞ্চ। যিনি পরমেশ্বরের ঈক্ষণ স্বীকার করিলেন তিনি পরমেশ্বরকে স্বীকার করেন না— এইরূপ বলা যায় না। ভামতীকার পরমেশ্বরের ঈক্ষণ স্বীকার করিয়া জগদ্‌কর্তারূপে পরমেশ্বরকেও স্বীকার করিয়াছেন।[৩৫] এই প্রসঙ্গে কল্পতরুকার কণ্ঠতঃ বলিয়া গিয়াছেন যে, যাঁহারা ভামতীপতির এই গুঢ় আশয় বুঝিতে অসমর্থ তাঁহারাই দুঃসাহসবশতঃ ভামতীপতির প্রতি এইরূপ নিন্দাবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন—

"ঈক্ষিতুঃ পরমেশ্বরস্য বাচস্পতিমুখোদ্গতেঃ।
নিজুন্হুবে পরেশানমসাবিত্যতিসাহসম্।।"[৩৬]

তৃতীয়তঃ, অবিদ্যা জীবাশ্রিত হইলে জীবকেই যে জগৎকর্তা বলিতে হইবে ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কথা এই যে, জীব জগতের কর্তা হইলে জীবগত ভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারিবেন ঠিকই কিন্তু কর্তা হইতে পারিবেন না। ইহাতে 'সোঽকাময়ত'[৩৭], 'স্বয়মকুরুত'[৩৮] প্রভৃতি শ্রুতি যে ঈশ্বরের জগৎ সিসৃক্ষা এবং কৃতির কথা বলিয়াছেন, উপপাদন সম্ভব হইবে না। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে একদেশী অদ্বৈতী বলিতে পারেন, এইরূপ একটি সাধারণ মায়া স্বীকার করিতে হইবে যাহা ঈশ্বরের প্রতিবিম্বধারী। এই মায়াকে প্রতি জীবে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে ঈশ্বরে উপাধিরূপে একটি সাধারণ মায়া অঙ্গীকৃত হইলে সেই মায়ার পরিণামস্বরূপ সিসৃক্ষা ও কৃতি ঈশ্বরের হইতে পারিবে। এই পরিণামরূপ প্রপঞ্চ সর্বসাধারণ অর্থাৎ এই

---

৩৫. ***কল্পতরু,*** পৃ. ৩৩৪

"ঈক্ষণং চ জীবাজ্ঞাতস্যেশ্বেরস্য বিবর্ত আকাশদিবদিতি ন প্রমাতৃত্বেনাবিদ্যাবত্বপ্রসঙ্গঃ।"

৩৬. তত্রৈব,

৩৭. ***তৈত্তিরীয়োপনিষদ্*** ২/৬

৩৮. তত্রৈব, ২/৭

প্রপঞ্চকে সকলেই একরূপে দেখিতে পারিবেন। আরও কথা, এই প্রপঞ্চ তাহার সত্তার জন্য জীবগত অবিদ্যাকে অপেক্ষা করিবে না। ফলে তাহাদের অজ্ঞাত সত্তাও থাকিবে। অর্থাৎ জীব প্রপঞ্চকে না জানিলেও সেই প্রপঞ্চের বিদ্যমানতায় কোনও অনুপপত্তি হইবে না।[৩৯]

কিন্তু অদ্বৈতৈকদেশীর এইরূপ উত্তর ভামতীসিদ্ধান্তের অনুকূল নহে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই কল্পতরুকার অন্যরূপ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিসৃক্ষা ও কৃতি— এই উভয়ই হইল জীবগত অবিদ্যার বিবর্ত। প্রশ্ন হইল, জীবাবিদ্যার বিবর্ত বলিতে কল্পতরুকার কী বুঝাইয়াছেন? ইহার উত্তরে পরিমলকার বলিলেন, যদ্যপি ঈশ্বরীয় সিসৃক্ষা ও কৃতিকে কল্পতরুকার জীবাবিদ্যার বিবর্ত বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহার সেই উক্তির তাৎপর্য হইল, সিসৃক্ষাদি জীবগত অবিদ্যার বিষয় অর্থাৎ অধিষ্ঠান এবং ঈশ্বরের বিবর্ত। এইস্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ভামতীপ্রস্থানে জীব অবিদ্যা এইরূপই ঈশ্বরের বিবর্ত হওয়ায় এবং জগৎ জীবগত অবিদ্যার বিবর্ত হওয়ায় বাস্তবে জগৎ ইশ্বরেরই বিবর্ত হইয়া দাঁড়ায়। ফলে সিসৃক্ষা, কৃতি প্রভৃতি ঈশ্বরের বিবর্ত হওয়ায় ব্রহ্মের উপাধিরূপ মায়ারও পরিণাম হইল না।[৪০]

---

৩৯. ***কল্পতরু,*** পৃ. ৩৭৯

"**য়ে ত্বাহু**— ব্রহ্মণো জীবভ্রমগোচরস্যাধিষ্ঠানতয়োপাদানত্বে সোঽকাময়ত স্বয়মকুরুরতেতি চ ন স্যাৎ, প্রতিজীবং চ ভ্রমাসাধারণ্যাদ্ জগৎসাধারণ্যাভুববিরোধঃ, ভ্রমজস্য চাকাশাদেরজ্ঞাতসত্তাযোগঃ, তস্মাদীশ্বরস্য প্রতিবিম্বধারিণী সাধারণী মায়া। তদ্ব্যষ্টয়শ্চ জীবোপাধয়োঽবিদ্যা মতব্যাঃ— ইতি।"

পরিমল, পৃ. ৩৭৯

"**তস্মাদীশ্বরস্য প্রতিবিম্বধারিণীতি**। তথা চেশ্বরস্য চোপাধিমায়াপরিণামরূপে কামকৃতী, পরিণামশ্চ প্রপঞ্চঃ সর্বসাধারণঃ অজ্ঞাতসত্তায়োগীচেত্যুপপদ্যত ইতি ভাবঃ।"

৪০. ***কল্পতরু,*** পৃ. ৩৭৯

"তান্ প্রতি ব্রুমঃ। অকাময়তাকুরুতেতি চ কামকৃতী জীবাবিদ্যাবিবর্তেঃ ন চ ব্রহ্মবিক্রিয়া।"

পরিমল, পৃ. ৩৭৯

"জীবাবিদ্যাবিবর্তে ইতি। জীবাবিদ্যাবিষয়েশ্চরবিবর্তে ইত্যর্থঃ। **ব্রহ্মবিক্রিয়েতি।** ন ব্রহ্মোপাধিমায়া-পরিণাম ইত্যর্থঃ।"

এক্ষণে, ভামতীসিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া যদি বলা হয় যে, ঈশ্বরের বিবর্ত অবিদ্যা এবং অবিদ্যার বিবর্ত জগৎপ্রপঞ্চ, তাহা হইলে পরিশেষে বিবর্তকেই বিবর্তের কারণ বলিতে হয়। এইরূপ আপত্তির সমাধানে কল্পতরুকার বলিয়াছেন, বিবর্ত যে বিবর্তের হেতু হয় তাহা লোকতঃ সিদ্ধই রহিয়াছে। যেমন— রজ্জুর বিবর্ত সর্প, পুনরায় সর্পের বিবর্ত সর্পের বক্রগতি। কারণ, সর্প কদাপি সরলরেখায় গমন করে না, সর্বদাই কুটিল বা বক্রগতিতেই গমন করে। বক্রাবস্থায় পতিতরজ্জুতে কাহারও সর্পভ্রম হইলে সে এইরূপই বলে যে, 'দেখো সাপটি এঁকে-বেঁকে চলছে'; সুতরাং বিবর্ত বিবর্তের হেতু হইতে পারে।[৪১]

চতুর্থতঃ বিবরণপন্থী বলিতে পারেন, অবিদ্যা যদি জীবাশ্রিত হয় , তাহা হইলে জীব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় জীবাশ্রিত অবিদ্যাও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। প্রতি জীবে অজ্ঞান ভিন্ন হইলে সেই সেই অজ্ঞানজনিত ভ্রমও সকলের ভিন্ন ভিন্ন হইবে। ইহাতে সকল জীবের যে একইরূপে জগতের প্রতীতি হয়, সেই প্রতীতির ব্যাখ্যা করা যাইবে না। এইরূপ আপত্তির সমাধানে কল্পতরুকার বলিয়াছেন, প্রতি জীবে অজ্ঞান ভিন্ন হউক্, তথাপি প্রপঞ্চের সাধারণ্যপ্রতীতিতে কোনও বাধা হইবে না। কারণ, এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, বৈদিক শিক্ষাদানের স্থলে আচার্য কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সেই উচ্চারণ শ্রবণের পশ্চাৎ শিষ্যগণ যেক্ষণে সেই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন, সেক্ষণে তাঁহারা অনেকেই একইপ্রকার ভ্রান্ত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। একই মন্ত্রে বর্ণগুলির মধ্যে ধ্বনিগত উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি বৈষম্য থাকে। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ নতুন শিষ্যের নিকট সেই ধ্বনি-বৈষম্য গৃহীত হয় না। এইস্থলে প্রতিটি শিষ্যের অজ্ঞানই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি ধ্বনিগত উদাত্তাদির স্বরূপ

---

৪১. তত্রৈব

"বিবর্তশ্চ বিবর্তে হেতুঃ সর্প ইব বিসর্পণস্য।"

গ্রহণে সকল শিষ্যই একই প্রকার ভ্রম করিতেছেন। লৌকিক স্থলেও দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে; একই শুক্তিখণ্ডকে সমুদ্রবর্তী সকলেই রজত বলিয়া ভ্রম করিতে পারেন।[৪২]

পঞ্চমতঃ, জগৎ যদি জীবাবিদ্যার অর্থাৎ জীবগত অবিদ্যার কার্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞাত সত্তার উপপাদন করা যাইবে না। কারণ, ঘটটি জীবাবিদ্যার কার্য বলিয়া জীবের যেক্ষণে ঘটবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে না, সেক্ষণে ঘটবিষয়টিও থাকিতে পারিবে না। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ঘট-পটাদি জগৎপ্রপঞ্চ অন্তঃকরণবৃত্তিবেদ্য বলিয়া অজ্ঞাতসৎ। অর্থাৎ, যেক্ষণে জীবের জ্ঞাত নহে, সেক্ষণেও তাহাদের সত্তা স্বীকৃত হয়। ইহার উত্তরে ভামতীপ্রস্থানের আচার্যগণ বলিয়া থাকেন, যেসকল বস্তু ব্যাবহারিক তাহাদের অজ্ঞাত সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক বলিয়া তাহা অজ্ঞাত সৎ।[৪৩]

এক্ষণে, 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'[৪৪] প্রভৃতি সূত্রে মহর্ষি সূত্রকার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের লীলার দ্বারাই এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে; ভগবান ভাষ্যকারও সূত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন— "যথা লোকে কস্যচিদাপ্তৈষরণস্য রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎপ্রয়োজনমনভিসংধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি, যথা চোচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়োঽনভিসংধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎপ্রয়োজনং স্বভাবাদেব সংভবন্তি, এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্যপ্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি।"[৪৫] এই ভাষ্যসন্দর্ভ হইতে ইহা স্পষ্ট হয় যে, সূত্রকারের অভিপ্রায়ের অনুকূলেই ভগবান ভাষ্যকার সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে,

---

৪২. ***কল্পতরু,*** পৃ. ৩৭৯

"প্রতিমাণবকত্বেবিদ্যাভির্বর্ণেষু স্বরাদিবৈশিষ্ট্যেন ক্লৃপ্তম্। স্বোপাধ্যায়বক্রোদ্গাতবেদস্যেব প্রপঞ্চসাধারণ্যপ্রসিদ্ধিঃ।

৪৩. ***কল্পতরু,*** পৃ. ৩৭৯

"অজ্ঞাতসত্বং প্রপঞ্চস্য ব্যাবহারিকসত্ত্বাৎ।"

৪৪. ***ব্রহ্মসূত্র*** – ২/১/৩৩

৪৫. ***শারীরকমীমাংসাভাষ্য,*** পৃ. ৪৮০(কৃষ্ণ একাদেমি)

ভামতীকার যদি অবিদ্যার আশ্রয় জীবকেই প্রপঞ্চের কর্তা বলেন, তাহা হইলে উক্ত সূত্রভাষ্যবচনের উপেক্ষা করা হয়। ইহার সমাধানে কল্পতরুকার বলিয়াছেন, বাস্তবে জীব পরমেশ্বরের প্রতিবিম্ব অতিরিক্ত কিছুই নহে। বিম্বরূপ ঈশ্বর স্বতন্ত্র। জীব তাঁহারই প্রতিবিম্ব বলিয়া ঈশ্বরতন্ত্র। লৌকিক জগতে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, বিম্ব দর্পণ মলীন বলিয়া বোধ হয় এবং 'মলীনং মখং মে'— এইরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে। ফলে বিম্বে কোনও পরিবর্তন হইলে প্রতিবিম্বেও তাহা দৃষ্ট হয়। জীবগত অবিদ্যার পরিণামের দ্বারা যেসকল পরিণাম ঘটিয়া থাকে সেই জীবগত পরিণাম বা বিকারগুলি ঈশ্বর দর্শন করেন এবং ক্রীড়া করেন। সাধারণ ব্যক্তি লীলাজন্য প্রবৃত্তিতে সুখলাভ উদ্দেশ্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আত্মকাম বলিয়া তাঁহার লীলার পশ্চাতে কোনও প্রয়োজন থাকে না।[৪৬]

মনে হইতে পারে যে, অধ্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যার "অথ— যদসন্দিগ্ধমপ্রয়োজনং চ ন তৎপ্রেক্ষাবৎপ্রতিপিৎসাগোচরঃ; যথা সমনস্কেন্দ্রিয়সংনিকৃষ্টঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্তী ঘটঃ করটদন্তা বা..."[৪৭] প্রভৃতি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় যেসকল স্থলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবৃত্তি রহিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রয়োজনবত্ত্বও রহিয়াছে— এই ব্যাপ্তিই ভামতীকার দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে, পরমেশ্বর আপ্তকাম বলিয়া প্রয়োজন ব্যতিরেকেই যদি কার্যসম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উন্মাদ বলিতে হইবে। যিনি বিনা প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হন তাঁহাকে সকলেই উন্মত্ত বলেন। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত ব্যাপ্তির কয়েকটি ব্যাভিচারস্থল রহিয়াছে। যথা— লীলা, শ্বাস এবং বৃথা চেষ্টা।[৪৮] সুতরাং প্রয়োজন ব্যতীত কোনও কর্ম অনুন্মত্ত ব্যক্তি করেন না— এইরূপও বলা যায় না। যেহেতু,

---

৪৬. ***পরিমল,*** পৃ. ৪৮১

"**সূত্রে**— লীলাশব্দস্য ক্রিয়ামাত্রং বিলাসরূপক্রিয়া চেত্যর্থদুয়ং সম্ভবতি, লীলা ক্রিয়া বিলাসশ্চেতি স্মরণাত্।"

৪৭. ***ভামতী,*** পৃ. ৫

৪৮. ***শাস্ত্রদর্পণ,*** পৃ. ১১১

"লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টা অনুদ্দিশ্য ফলং যতঃ।
অনুন্মত্তৈর্বিরচ্যন্তে তস্মাৎ সব্যভিচারিতা।।"

শ্বাস-প্রশ্বাসাদিতে কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি উন্মত্ত-অনুন্মত্ত নির্বিশেষে সকলেই এই জীবনযোনিপ্রযত্ন করিয়া থাকেন। পরিমলকার বলিয়াছেন, সুখী ব্যক্তির সুখানুভব প্রযুক্ত হাস্য-গানাদিতে অনুমাত্রও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। দুঃখের উদ্রেকে রোদনের ন্যায় সুখের উদ্রেকে হাস্য-গানাদিতে প্রয়োজনরহিতত্ব সর্বানুভবসিদ্ধ। এই হেতু যিনি হাসিতেছেন বা রোদন করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমরা সেই হাস্য-রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করি, প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করি না।[৪৯] কেবল তাহাই নহে, বৃথা চেষ্টাদিতেও কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, "ন কুর্বীত বৃথা চেষ্টাম্"।[৫০] এই স্মৃতিবচনের ব্যাখ্যায় ভামতীকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, উন্মত্ত ব্যক্তির প্রবৃত্তির বারণ করিতে এই মনুবচনের সার্থকতা নাই। কারণ, এই বচনের দ্বারা উন্মত্ত ব্যক্তিকে বৃথা চেষ্টা হইতে উপরত করা যায় না, এই বচনের অর্থবোধও তাঁহার হইবে না। এমনকি তিনি সেই আজ্ঞা পালনের অবস্থাতেও থাকিবেন না।[৫১] এইসকল ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়াই তাহার বারণের জন্য কল্পতরুকার ভামতীতে উক্ত ব্যাপ্তিটির ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া বলিলেন— "যদ্ বহ্বায়াসসাধ্যং তৎ প্রয়োজনাভিসন্ধিপূর্বকম্ ইতি ব্যাপ্তিরভিমতা, তথা চ ন লীলাদৌ ব্যভিচারঃ।"[৫২] এই হেতুই ঈশ্বর আপ্তকাম বলিয়া প্রয়োজন বিনাই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া থাকেন— এই কথাই সূত্র-ভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেবল সূত্রভাষ্যেই নহে, ভাষ্যকারের পরম গুরুও বলিয়াছেন—

"ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।

---

৪৯. ***পরিমল,*** পৃ. ৪৮১

"সুখিতস্য সুখনুভবপ্রযুক্তা হাসগানাদিরূপা প্রয়োজনোদ্দেহারহিতা দৃশ্যতেন নহি তত্র প্রয়োজনমণ্বপি সম্ভাবয়িতুং শক্যতে; দুঃখোদ্রেকে রোদনবৎসুখোদ্রেকে হাসগানাদেঃ প্রয়োজনোদ্দেশরহিতস্য সর্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ। অতএব হসিতরূদিতাদিষু কারণমেব পৃচ্ছন্তি ন প্রয়োজনম্।"

৫০. ***মনুসংহিতা*** – ৪/৬৩

৫১. ***ভামতী,*** পৃ. ৪৮১

"নচোন্মত্ত্বাৎ প্রত্যেতৎসূত্রমর্থবৎ, তেষাং তদর্থবোধতদনুষ্ঠানানুপপত্তেঃ।"

৫২. ***কল্পতরু,*** পৃ. ৪৮১

দেবস্যৈষ স্বভাবোঽমাপ্তকামস্য কা স্পৃহা।।"[৫৩]

কিন্তু ভামতীকারের মতে, এই লীলাকে প্রতিবিম্বগত বিক্রিয়া দর্শনজনিত লীলা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কল্পতরুকার বলিয়াছেন, উক্ত লীলাকে প্রতিবিম্বগত বিক্রিয়াজনিতি লীলা বলিয়া দেখিলে পূর্বপ্রদর্শিত কোনও অনুপপত্তি থাকিবে না। এই কথা প্রকাশ করিতেই কল্পতরুকার বলিলেন—

"জীবভ্রান্ত্যা পরং ব্রহ্ম জগদ্‌বীজমজূঘুষৎ।
বাচস্পতিঃ পরেশস্য লীলাসূত্রমলূলুপৎ।।
প্রতিবিম্বগতাঃ পশ্যন্ ঋজুবক্রাদিবিক্রিয়াঃ।
পুমান্ ক্রীড়েদ্ যথা ব্রহ্ম তথা জীবস্থবিক্রিয়াঃ।।
এবং বাচস্পতের্লীলা লীলাসূত্রীয়সঙ্গতিঃ।
অস্বতন্ত্রত্বতঃ ক্লিষ্টা প্রতিবিম্বেশবাদিনাম্।।"[৫৪]

২

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের সমাধান

আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা *ভামতী*-র টীকা *কল্পতরু* ও *পরিমল* অনুসরণে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষটি স্থাপন করিয়াছি। অনন্তর, আমরা উক্ত বিষয়ে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের অভিমত প্রদর্শন করিতেছি। বস্তুতঃপক্ষে তিনি মণ্ডনমিশ্র ও বাচস্পতিমিশ্রের মতকে অদুষ্ট বলিয়াছেন।

---

৫৩. *মাণ্ডুক্যকারিকা* – ১/৯

এইস্থলে উল্লেখ্য যে, পরিমলকার উক্ত কারিকার উদ্ধারকালে একটি বিপর্যাস ঘটাইয়াছেন, যেস্থলে কারিকাকার বলিয়াছেন— 'ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে', সেইস্থলে 'ভোগার্থম্' এবং 'ক্রীড়ার্থম্' পদ দ্বয়ের স্থান বদল করিয়া পরিমলকার বলিলেন— 'ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ভোগার্থমিতি চাপরে।'(*পরিমল*, পৃ.৪৮১)। এই বিপর্যাসের কারণ কী, তাহা বলিতে আমরা সমর্থ নহে।

৫৪. *কল্পতরু*, পৃ. ৪৮২

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন যে, অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত জীব কি অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অথবা অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অথবা অবিদ্যাকল্পিত ভেদ-বিশিষ্টচৈতন্য? সিদ্ধান্তী ইহাদের যে পক্ষটিই স্বীকার করুন না কেন তাহাতে অবিদ্যা এবং জীব একে অপরের অধীন হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় বা পরস্পরাশ্রয় দোষ অনিবার্য হইবে।

এক্ষণে পূর্বপক্ষীর নিকট সিদ্ধান্তীর প্রশ্ন হইল, অন্যোন্যাশ্রয়ের স্থল বলিতে কি তোমরা অবিদ্যা ও জীবের উৎপত্তিতে বুঝাইতে চাহ নাকি তাহাদের জ্ঞপ্তিতে অর্থাৎ প্রকাশে অথবা তাহাদের সমকালীন স্থিতি বা বিদ্যমানতায়?[৫৫]

আচার্য সরস্বতীপাদ স্বীয় মত প্রকাশ করিতে বলিলন যে, প্রথম বিকল্পে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের কোনও সম্ভাবনা নাই। কারণ, অবিদ্যা ও জীব— উভয়েই অদ্বৈতশাস্ত্রে অনাদি পদার্থরূপে অঙ্গীকৃত।

দ্বিতীয় বিকল্প জ্ঞপ্তিতেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না। কারণ, জীব হইলেন চৈতন্যস্বরূপ এবং অবিদ্যা হইল জড়। আর অবিদ্যা চৈতন্যকেই আবৃত করিয়া অবভাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু জড়কে আবৃত করে না। চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় তাঁহার প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা থাকে না। এই হেতু অবিদ্যার জ্ঞপ্তি বা প্রকাশ চৈতন্যের অধীন হইলেও চৈতন্যের জ্ঞপ্তি অবিদ্যাধীন নহে।

তৃতীয় বিকল্প অর্থাৎ জীব ও অবিদ্যার স্থিতি বা বিদ্যমানতায় যে অন্যোন্যাশ্রয়ের কথা পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন তাহাতে প্রশ্ন হইল, জীব ও অবিদ্যা তাহাদের স্থিতির জন্য একে

---

৫৫. ***অদ্বৈতসিদ্ধি,*** পৃ. ৫৮৫

"কিয়মন্যোন্যাশ্রয় উৎপত্তৌ? জ্ঞপ্তৌ? স্থিতৌ বা?"

অপরের প্রতি আশ্রিত অর্থাৎ জীব অজ্ঞানে আশ্রিত এবং অজ্ঞান জীবে আশ্রিত হওয়ায় কি উক্ত দোষ হয়? অথবা পরস্পরের স্থিতির জন্য একে অপরকে অপেক্ষা করিয়া থাকে বলিয়া দোষ হয়? এই দুইটি বিকল্পের কোনটিই অদ্বৈতমতে গ্রহণীয় নহে। কারণ, অজ্ঞান জীবকে আশ্রয় করিয়াই অবভাসিত হয় বলিয়া অজ্ঞানে চিদ্‌ভাস্যত্ব এবং চিদধীনস্থিতিকত্ব রহিল। কিন্তু জীব শুদ্ধচৈতন্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া তাহাতে অবিদ্যাশ্রিতত্ব এবং অবিদ্যাধীনস্থিতিকত্বের অভাবই থাকে। অবিদ্যাধীনস্থিতিকত্বের অর্থ হইল অবিদ্যাঽন্যাবৃত্তিত্ব। সুতরাং অবিদ্যার স্থিতির জন্য জীবের অপেক্ষা থাকিলেও জীব(চৈতন্য) তাঁহার প্রকাশের জন্য অবিদ্যার অপেক্ষা করে না বলিয়া উহাদের মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের কোনও সম্ভাবনা রহিল না।[৫৬]

এক্ষণে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলেন, জীব এবং অবিদ্যার মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয় না মানিলেও সিদ্ধান্তী উহাদের মধ্যে যে অন্যোন্যাধীনতা স্বীকার করেন তাহা কীরূপে সম্ভব? বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে ইহা বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব ও অবিদ্যার পরস্পরাধীনতায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ কোনরকম প্রতিবন্ধক হয় না। অদ্বৈতসিদ্ধিকার এইবিষয়ে আরও বলিয়াছেন যে, অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ব্যতীত জীব ও অবিদ্যার মধ্যে অন্যোন্যাধীনতা বা পরস্পরাধীনতা দুইভাবে সম্ভব হইয়া থাকে— প্রথমতঃ, ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবের দ্বারা অর্থাৎ জীবনাশের ব্যাপক অবিদ্যানাশের দ্বারা জীব ও অবিদ্যার মধ্যে অন্যোন্যাধীনতা সম্ভব হয়। 'যত্র অবিদ্যা তত্র জীবঃ' এবং 'যত্র জীবনাশঃ তত্র অবিদ্যানাশঃ'— এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজন্য অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বিনা

---

৫৬. তত্রৈব, পৃ. ১৬২-১৬৩

"নাদ্যঃ, অনাদিত্বাদুভয়োঃ, ন দ্বিতীয়, অজ্ঞানস্য চিদ্ভাস্যত্বেঽপি চিতেঃ স্বপ্রকাশত্বেন তদভাস্যত্বাৎ। ন তৃতীয়ঃ, স কিং পরস্পরাশ্রিতত্বেন বা, পরস্পরসাপেক্ষস্থিতিকত্বেন বা স্যাৎ, তত্র, উভয়স্যাপ্যসিদ্ধেঃ, অজ্ঞানস্য চিদাশ্রয়ত্বে চিদধীনস্থিতিকত্বেঽপি চিতি অবিদ্যাশ্রিতত্বতদধীনস্থিতিকত্বয়োরভাবাৎ।।"

পরস্পরাধীনতা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, অদ্বৈতমতে অবিদ্যা হইল জীবের উপাধি। উপাধিমাত্রই তাহা ইতরব্যাবৃত্তি ঘটাইয়া থাকে। অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাবে এবং প্রমা ও প্রমেয়ের দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জীব ও অবিদ্যার মধ্যে পরস্পরাধীনতা থাকিলেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না। যেমন— বিভূ আকাশ ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া যেরূপ সমানকালীন ঘট এবং ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের মধ্যে পরস্পরাধীনতা সম্ভব হয়, অর্থাৎ ঘটের দ্বারা কল্পিত ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশে ঘটের আশ্রিতত্ব মানিতে হয়, সেইস্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি কেহই উত্থাপন করেন না, একইপ্রকারে অবিদ্যারূপ উপাধির দ্বারা উপহিত জীবে অবিদ্যাশ্রিতত্ব সম্ভব হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রমা ও প্রমেয়ের মধ্যে যেরূপ পরস্পরাধীনতা সম্ভব হয় অর্থাৎ প্রমা ও প্রমেয় একে অপরের অধীন হয়। ঘটের প্রমা ঘটবিষয়ের দ্বারা নিরূপিত হইয়া ঘটপ্রমা প্রমেয়ের অধীন হয়। অপরপক্ষে, প্রমেয়ের অর্থ হইল প্রমার বিষয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রমেয় প্রমার অধীন হইল। এইরূপ অন্যোন্যাধীনতায় কেহই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ প্রদর্শন করেন না। নিরবচ্ছিন্ন আকাশ ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ঐ কল্পিত ঘটাকাশে ঘটের আশ্রিতত্ব সম্ভব হয়। একইরূপে অবিদ্যার দ্বারা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে(জীবে) অবিদ্যার আশ্রিতত্ব সম্ভব হয়।[৫৭]

জীব ও অবিদ্যা অনাদি হওয়ায় এবং চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ না হইলেও উহাদের স্থিতিতে পরস্পরাধীনতা সম্ভব হইবে না— এইরূপ আপত্তি করিয়া যদি কেহ বলিলেন, জীব ও অবিদ্যার স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ প্রতিবন্ধক না হওয়ায় উহাদের অন্যোন্যাধীনতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে চৈত্রের

---

৫৭. তত্রৈব,

"ন চৈবমন্যোঽন্যাধীনতাক্ষতিঃ, সমানকালীনয়োরপ্যবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাবমাত্রেণ তদুপপত্তেঃ, ঘটতদবচ্ছিন্নাকাশয়োরিব প্রমাণপ্রমেয়য়োরিব চ তদুক্তম্— ..."

উপর মৈত্রের এবং মৈত্রের উপর চৈত্রের যুগপৎ আরোহনাদিও স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে অদ্বৈতী বলেন, জীব ও অবিদ্যার মধ্যে অন্যোন্যাধীনতা মানিলেও উহাদের মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়িভাব স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ জীবে অবিদ্যা আশ্রিত হইলেও অবিদ্যাতে জীব আশ্রিত নহে। চৈতন্য অন্য কাহাকে আশ্রয় করে— এইরূপ কথা অদ্বৈতী বলেন না।[৫৮]

সুতরাং, উৎপত্তি-জ্ঞপ্তি-স্থিতি কুত্রাপি অন্যোন্যাশ্রয় হইবার সম্ভাবনা না থাকায় জীবাশ্রিত অবিদ্যাপক্ষে কোনও দোষ নাই— ইহাই সরস্বতীপাদের বক্তব্য।[৫৯] এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ক জীবাশ্রিত অবিদ্যাপক্ষ সিদ্ধ হয়। ভামতীকারের মতে অবিদ্যা বিষয়তাসম্বন্ধে ব্রহ্মে এবং আশ্রয়তাসম্বন্ধে জীবে অবস্থান করে। অবিদ্যা জীবে আশ্রিত বলিয়া জীব অবিদ্যাবৃত্তির দ্বারা অবিদ্যার বিষয়ত্বরূপে ঈশ্বরের এবং অবিদ্যার আশ্রয়ত্বরূপে জীবের দ্রষ্টা হইয়া থাকেন। ঈশ্বরও জীবের দ্রষ্টা হইয়া থাকেন, তাহা শ্রুতিই বলিয়াছেন এবং ইহা আমরাও পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বর অবিদ্যার আশ্রয় নহেন বলিয়া তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব অবিদ্যাবৃত্তিকে দ্বার করিয়া হয় না। তিনি স্বরূপচৈতন্যের দ্বারাই জীবের দ্রষ্টা হইয়া থাকেন।

---

৫৮. তত্রৈব,

"তদা চৈত্রমৈত্রাদেরন্যোন্যারোহণাদ্যাপত্তিরিতি নিরস্তম্, পরস্পরমাশ্রয়াশ্রয়িভাবস্যানঙ্গীকারাৎ।"

৫৯. তত্রৈব,

"তস্মাজ্জীবাশ্রয়ত্বেঽপ্যদোষঃ।"

উপসংহার

চারটি অধ্যায় সমন্বিত 'অবিদ্যার জীবাশ্রিত্বপক্ষ নিরূপণ' শীর্ষক গবেষণানিবন্ধে আমরা অবিদ্যার আশ্রয় বিষয়ে মূলতঃ ভামতীপ্রস্থানের মতটিকেই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, 'অবিদ্যার আশ্রয় জীব'— এই মত ভামতীপ্রস্থানের বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহা কিন্তু ভামতীপতির স্ব-সিদ্ধান্ত নহে। ভামতীপতির আবির্ভাবের পূর্বে *ব্রহ্মসিদ্ধতে* এই মত সমর্থিত হইয়াছে। অনন্তর উপসংহারাংশে সমগ্র আলোচনার উপসংহারচ্ছলে আমরা মণ্ডন-বাচস্পতিমতের বৈশিষ্ট্যও অনুসন্ধানের প্রয়াস করিবে।

নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আমরা অবিদ্যার লক্ষণস্বরূপাদি আলোচনা করিয়াছি। কারণ, অবিদ্যার আশ্রয় কে, এই প্রশ্নের বিচার আরম্ভের পূর্বেই প্রশ্ন হইবে অবিদ্যা পদার্থটি কী? সুতরাং অবিদ্যার লক্ষণ, স্বরূপ প্রভৃতি না বলিলে উহার আশ্রয়ত্ববিচারে প্রবেশ-ই ঘটিতে পারে না। অদ্বৈতশাস্ত্রে অজ্ঞানালোচনার প্রয়োজন দিয়া আমরা নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছি। অজ্ঞান-ই অদ্বৈতশাস্ত্রের পৃথক্প্রস্থান। সমগ্র জগৎ অজ্ঞাননিমিত্তক হওয়ায় কারণবৎ কার্যটিও মিথ্যা। জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত না হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মেরও সিদ্ধি হইতে পারে না।

ভামতীপ্রস্থানে অজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা থাকিলেও অজ্ঞানের লক্ষণপ্রমাণাদি বিষয়ে কোনও আলোচনাই দৃষ্ট হয় না। এই হেতু আমরা সমান্যতঃ লক্ষণের কথা বলিয়াছি। সকল অদ্বৈতাচার্যই অজ্ঞানকে অনাদি,ভাবরূপ, জ্ঞাননিবর্ত্য বলিবেন। কল্পতরুকারও *ভামতী*-র টীকায় দেখাইয়াছেন যে, অবিদ্যার ভাবরূপতা ভামতীপতিরও সম্মত। অধ্যাসভাষ্যের টীকায় ভামতীকার 'নৈসর্গিক' পদের অর্থ নিরূপণ করিতে স্পষ্টই

বলিয়াছেন— "নৈসর্গিক ইতি, স্বাভাবিকোঽনাদিরয়ং ব্যবহারঃ[১]।" অর্থাৎ লোকব্যবহার অনাদি বলিয়া উহার করণীভূত অজ্ঞানও অনাদি। ফলে অজ্ঞানের অনাদিত্বও ভামতী সম্মত। আর অজ্ঞান যে জ্ঞাননাশ্যও, তাহাও ভামতীকার স্বীকার করিবেন। ফলে উক্ত ধর্মগুলির দ্বারা অজ্ঞানলক্ষণনিবর্চন করিলে তা ভামতীকারের অসম্মত হইবে— এইরূপ আমরা মনে করিতেছি না। তিনি কণ্ঠতঃ অজ্ঞানলক্ষণ নিরূপণ না করিলেও অজ্ঞানের অনাদিত্বাদি ধর্ম তাঁহারও সম্মত বলিয়া সেই ধর্মযোগে লক্ষণ করিলে তাহাও আচার্যসম্মতই হইবে।

অজ্ঞানে যে প্রমাণ নিরূপণ সম্ভব নহে, তাহাও আমরা বলিয়াছি। অজ্ঞানে প্রমাণ বলিতে বাস্তবে আমরা অজ্ঞানের অনাদিত্ব, ভাবত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলির পক্ষের প্রমাণ-ই বুঝিয়া থাকি। ভামতীকার অজ্ঞানের ধর্মগুলির প্রমাণসিদ্ধতা বিষয়েও কোনও কথা বলেন নাই। কিন্তু কল্পতরুকার বিবরণপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে মণ্ডুকমৃদ্ দৃষ্টান্তের সাহায্যে অবিদ্যার ভাবরূপত্ব যে ভামতীসম্মতও বটে, তাহা আড়ম্বরের সহিত দেখাইয়াছেন। অবিদ্যার ভাবরূপতার পক্ষে তিনি যে সাক্ষিপ্রতীতি, অনুমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি দেখাইয়াছেন, তাহা প্রায় চিৎসুখী-র অনুবাদ। কিন্তু একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। কল্পতরুকার একস্থানে বলিয়াছেন, ভাবরূপ অজ্ঞান সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত বলিয়া সাক্ষিসিদ্ধ। অনন্তর বলিয়াছেন "পরাক্রান্তাঞ্চাত্র সুরভিঃ"[২]। অর্থাৎ এই সকল সিদ্ধান্ত *পঞ্চপাদিকা, বিবরণ, প্রত্যক্-তত্ত্বদীপিকা* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রবল পরাক্রমের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ভামতীকার কুত্রাপি সাক্ষী বলিয়া কোনও পদার্থই স্বীকার করেন নাই। তিনি তার্কিকমত অবলম্বনে মানসপ্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, কথা হইল, যাঁহারা মানসপ্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া মনকে ইন্দ্রিয় বলিবেন, তাঁহারা সাক্ষিপ্রতীতি স্বীকার করিবেন

---

১. ***ভামতী,*** পৃ. ৩৭

২. ***কল্পতরু,*** পৃ. ৩৩৪

না। অপরদিকে যাঁহারা সাক্ষিপ্রতীতি স্বীকার করেন, মনকে ইন্দ্রিয় বলিবার কোনও প্রয়োজন তাঁহাদের হইবে না। মনের দ্বারা যেসকল পদার্থের প্রতীতি হয়, সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারা সেই সকলেরই উপপত্তি প্রদর্শন সম্ভব। ফলে ভামতীকার মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া সাক্ষিপ্রতীতি স্বীকার করে নাই। পুনরায় বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ সাক্ষিপ্রতীতি স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের মানসপ্রত্যক্ষ স্বীকারের বা মনকে ইন্দ্রিয় বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। তাহাই যদি হইল, অর্থাৎ ভামতীকার যদি সাক্ষিপ্রতীতি স্বীকার না-ই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে *ভামতী*-র টীকা রচনা করিতে বসিয়া কল্পতরুকার কী মনে করিয়া অজ্ঞানকে সাক্ষিপ্রতীতিবেদ্য বলিলেন? ইহা কিন্তু চিন্তনীয়। যদ্যপি *কল্পতরু*-র এই অংশের কোনও ব্যাখ্যাই পরিমলকার করেন নাই।

অবিদ্যা যে অনির্বচনীয়া তদ্বিষয়ে ব্রহ্মসিদ্ধিকার ও ভামতীকার বহুলাংশেই একমত। অবিদ্যার দ্বৈবিধ্যে তাঁহারা একমত হইলেও সেই দ্বিরূপতার ব্যাখ্যা উভয়াচার্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে করিয়াছেন। এই সকল বিচার আমরা প্রথম অধ্যায়ে যথাসম্ভব করিয়াছি।

অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে অদ্বৈতীর সাম্প্রদায়িক মতটিই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই পক্ষ উপস্থাপনাবসরে আমরা দেখিয়াছি যে, ভামতীকারের আবির্ভাবের বহু পূর্বই ব্রহ্মসিদ্ধিকার অবিদ্যাকে জীবাশ্রিতা বলিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা ভামতীপতির নিজস্ব মত নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই সিদ্ধান্ত কি তাহা হইলে ব্রহ্মসিদ্ধিকারের-ই? কারণ আমরা দেখিয়াছি যে, অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে অন্যোন্যাশ্রয়ের আক্ষেপ উঠিলে, তাহার উত্তরে ব্রহ্মসিদ্ধিকার দ্বিবিধ সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রথম সমাধান উপস্থাপনকালে তিনি বলিয়াছিলেন "কেচিদাহু....."[৩]। দ্বিতীয় সমাধান উপস্থাপনে

৩. *ব্রহ্মসিদ্ধি,* পৃ. ১০

বলিয়াছেন "অন্যে তু ....."[৪]। ইহাতে মনে হয় যে, এই দ্বিবিধ সমাধানে-ই ব্রহ্মসিদ্ধি-কারের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ফলে ইহাও মনে হওয়া অসঙ্গত নহে যে, অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বরূপ মূল পক্ষটিও হয়তো পূর্ব হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই পক্ষ কাহার বা উক্ত সমাধান-ই বা কে দিয়েছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহাই হউক, অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে অন্যোন্যাশ্রয়ের যে দ্বিবিধ সমাধান ব্রহ্মসিদ্ধিকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় সমাধানটি ভামতীকার *ভামতী* গ্রন্থে সমর্থন করিয়াছিলেন। এই পক্ষ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তৃতরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বে পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত হইয়াছে। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষে অন্যোন্যাশ্রয়তার মূল আপত্তিটি কিন্তু ব্রহ্মসিদ্ধিকারের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। এই আপত্তিটির সহিত জীবস্বরূপনির্বচনের একটি সাক্ষাৎ যোগ রহিয়াছে। জীবের লক্ষণ বিষয়ে *ব্রহ্মসিদ্ধি*-তে বিশেষ কিছু উক্ত হয় নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও কল্পনার দ্বারা ভিন্ন হইয়া থাকেন। অর্থাৎ জীবের জীবভাবের মূল হইল অবিদ্যা। সুতরাং তাঁহার মতে অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন চৈতন্যই জীব— এইরূপ বলা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে ভামতীকার স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন— "জীবাত্মানশ্চাবিদ্যাদর্পণা ব্রহ্মপ্রতিবিম্বিকা।"[৫] অর্থাৎ অবিদ্যারূপ দর্শনে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই হইলেন জীব। এক্ষণে, জীব অবিদ্যাবচ্ছিন্ন-ই হউন বা অবিদ্যাদর্পণে প্রতিবিম্বিতই হউন, উভয়মতেই তিনি অবিদ্যাধীন। ফলে জীবচৈতন্যের জীবত্ব যে অবিদ্যাসম্বন্ধাধীন, তাহা সিদ্ধ হইল। পুনরায় অবিদ্যার দ্বারা চৈতন্যের জীবত্ব সিদ্ধ হইলে সেই অবিদ্যা চৈতন্যে আশ্রিত হইতে পারে। অবিদ্যা জীবে আশ্রিত হইলে তদধীন জীবচৈতন্যের জীবত্ব সিদ্ধ হইবে। এইরূপে

---

৪. তত্রৈব,

৫. *ভামতী,* পৃ. ৯৩৯

অবিদ্যাধীন জীবসিদ্ধি এবং জীবসিদ্ধির অধীন অবিদ্যাসিদ্ধি হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় হইয়াছিল।

এই অন্যোন্যাশ্রয়ের উদ্ধার *ব্রহ্মসিদ্ধি* হইতে আরম্ভ করিয়া *অদ্বৈতসিদ্ধি* পর্যন্ত সকল জীবাশ্রিতত্বপক্ষের সমর্থনকারী-ই সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু এই সমাধানের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার। ভামতীকার বলিয়াছিলেন, জীব ও অবিদ্যা উভয়ই অনাদি বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় হইবে না। অনাদি পদার্থ পরস্পরাধীন হয় না। কিন্তু জীব যদি নিজাশ্রিত অবিদ্যায় আশ্রিত হয়, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটিবে। এই আত্মাশ্রয় উদ্ধারে কল্পতরুকার বলিয়াছিলেন যে, আত্মাশ্রয় যদি উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তির প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলেই উহা দোষের হয়, নচেৎ নহে। অবিদ্যা ও জীবের মধ্যে উৎপত্তি বা জ্ঞপ্তির প্রতিবন্ধকতা নাই। এই সকল কথা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছি।

এক্ষত্রে দ্রষ্টব্য এই যে, ব্রহ্মসিদ্ধিকার হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পতরুকার তথা পরিমলকার পর্যন্ত সকলেই এই আত্মাশ্রয় দোষের উদ্ধার উৎপত্তি এবং জ্ঞপ্তিতে করিলেও স্থিতিতে কিন্তু করেন নাই। সুতরাং স্থিতিতে আত্মাশ্রয়ের উদ্ধার ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পর পর্যন্তও অবিশিষ্ট ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হইল, তাঁহারা কেন আত্মাশ্রয়ের উদ্ধার স্থিতিতে করিলেন না? ইহার উত্তর এই যে, আত্মাশ্রয়ের আক্ষেপ দেখিলে মনে হয় যে, সেই আক্ষেপ নৈয়ায়িকের। তার্কিকমতে, প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব প্রভৃতি অন্যোন্যবৃত্তিরূপে জ্ঞাত হয় বলিয়া স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় প্রসক্তই নহে। যেহেতু নৈয়ায়িকগণ সেই সময়ে স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় প্রদর্শন করেন নাই, সেই হেতু উহার উদ্ধারের কথাও কেহ চিন্তা করেন নাই। ন্যায়ামৃতকারই প্রথম চৈত্রের ও মৈত্রের অন্যোন্যারোহণের আশঙ্কা করিয়া স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় প্রদর্শন করিলেন। এই দোষ প্রদর্শিত হইল বলিয়াই অদ্বৈতসিদ্ধিকারকে তাহার উদ্ধারও করিতে হইল। তিনি এই দোষের উদ্ধার করিয়া অবিদ্যার জীবাশ্রয়ত্বপক্ষও

যে অদুষ্ট তাহা প্রদর্শন করিলেন। স্থিতিতে অন্যোন্যাশ্রয় উদ্ধার আমরা যথাস্থানে দেখাইয়াছি।

এযাবৎ আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বপক্ষ ব্রহ্মসিদ্ধিকারের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেও প্রচলিত ছিল। সেই ব্রহ্মসিদ্ধির সিদ্ধান্তই ভামতীকার গ্রহণ করিয়া ভগবান ভাষ্যকারের মতের সহিত তাহার অবিরোধ দেখাইয়াছিলেন। কেবল অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্বেই নহে, শ্রবণের বিধি অস্বীকারে, শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব অস্বীকারে, অবিদ্যা দ্বৈবিধ্য স্বীকারে এবং আরও বহু স্থলে ভামতীকার ব্রহ্মসিদ্ধিকারকে অক্ষরশঃ অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই হয়তো প্রকটার্থকার বলিয়াছিলেন "বাচস্পতির্মণ্ডনপৃষ্ঠসেবী সূত্রভাষ্যার্থানভিজ্ঞঃ।"[৬] *ভামতী*-টীকা প্রচলনের অনন্তর এইরূপ বহু সমালোচনা হইয়াছিল। সেই সকল সমালোচনার যথাযোগ্য উত্তর প্রদত্ত না হইলে ভামতীপ্রস্থানের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কল্পতরুকারের আবির্ভাবে সেই সকল সমালোচানার যথাযোগ্য উত্তর লব্ধ হইয়াছে। তিনি কেবল বিরুদ্ধবাদিগণকে উত্তর প্রদান করিয়ায় উপশান্ত হন নাই, ভামতী এবং বিবরণ প্রস্থানের যোগসাধনেও সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রথম অধ্যায়ে আমরা বলিইয়াছি যে, অবিদ্যার ভাবরূপত্ব প্রদর্শনে কল্পতরুকার বহুস্থলে বিবরণকারের, বিশেষতঃ চিৎসুখাচার্যের পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, কল্পতরুকার চিৎসুখাচার্যের প্রশিষ্য ছিলেন। যে যে স্থলে ভামতীকার নিরব, সেই সেই স্থলে তিনি বিবরণপ্রস্থানের সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বিবরণপ্রস্থানের শিক্ষালাভ করিয়াও যে অমলানন্দ *ভামতী-র* টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই মহত্বের পরিচয় বহন করে। পরর্বতীকালে সরস্বতীপাদও বহুস্থানে বিবরণকারের মতের সহিত ভামতীকারের মতকে যুক্তির দ্বারা অবিরোধে গ্রহণ করিয়াছেন।

---

৬. *প্রকটার্থবিবরণ,* পৃ. ১১১২

শারীরকমীমাংসাভাষ্য-এর উপর *প্রকটার্থবিবরণ* টীকাটি বিবরণসিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে উৎকৃষ্ট হইলেও ভামতীপতির প্রতি প্রকটার্থকারের কটাক্ষ সর্বাংশে সত্য নহে। কারণ, জীবন্মুক্তের স্বরূপ এবং স্ফোটস্বরূপ— এই দুইটি বিষয়ে অনন্তঃ ভামতীকার ব্রহ্মসিদ্ধিকারকে অনুসরণ করেন নাই। অন্যান্য কয়েকটি স্থলেও, সূক্ষ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উভায়াচর্য একমত নহেন। যেমন, শব্দ জ্ঞানের পরোক্ষ করণ— এই বিষয়ে উভয়াচার্য একমত হইলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ কোনটি হইবে, তদ্বিষয়ে অবশ্যই মতভেদ রহিয়াছে। ব্রহ্মসিদ্ধিকার যে স্থলে প্রসংখ্যানকে করণ বলিবেন, ভামতীকার সেই স্থলে প্রসংখ্যান সহকৃত মনকে করণ বলিবেন। অধিকন্তু, কেবল প্রসংখ্যানের করণতা *ভামতী* –তে খণ্ডিতই হইয়াছে। উভয়াচার্যই অবিদ্যার দ্বৈরূপ্য স্বীকার করিলেও সেই দ্বিবিধ অবিদ্যা কীদৃশ, তদ্ববিষয়েও উভয়ে একমত হইতে পারেন নাই। এই কথাটি আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি। সুতরাং, প্রকটার্থকারের কটাক্ষ যে নিতান্তই বিদ্বেষপ্রসূত, তাহা স্পষ্ট। মনে রাখিতে হইবে ভামতীপতি হইলেন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র এবং *ভামতী* টীকা হইল তাঁহার শেষ রচনা। স্বীয়মতপ্রণয়নে যে স্থলে যে সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তকে তিনি যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়াছেন, অদ্বৈততত্ত্বের সহিত সেই মতকে তিনি *ভামতী* –তে অবিরোধে গ্রহণ করিয়াছেন। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সমর্থন, অপরোক্ষত্বের নির্বচনাদি স্থলে তিনি তার্কিক মতকেও গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে ভগবান ভাষ্যকারের মতের সহিত বহু স্থলে ভামতীকারের মতের সামঞ্জস্য প্রদর্শন সম্ভব হয় না। এই হেতুই বোধ হয় কল্পতরুকার বলিয়াছিলেন, *ভামতী* টীকা গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও বাস্তবে উহা ভাষ্যের বার্ত্তিক। কারণ দুরুক্ত চিন্তা বার্ত্তিকেরই লক্ষণধর্ম। ভামতীকার বহু স্থলেই দুরুত্বচিন্তা করিয়াছেন। টীকা গ্রন্থে তো আর দুরুক্তচিন্তা যুক্তিযুক্ত হয় না – "ননু টীকায়াং

দুরুক্তচিন্তা ন যুক্তা, বার্ত্তিকে হি সা ভবতি। তর্হি বার্ত্তিকত্বমস্তু। নহি বার্ত্তিকস্য শৃঙ্গমস্তি।... ভাষ্যমনপেক্ষ্য ব্যাখ্যাং চকার।"[৭]

যাহাই হউক, পরর্বতীকালে ভামতীপ্রস্থানের বিরূপ সমালোচনা করিয়া অনেক চিন্তাবিদ্ ভামতীপতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেও ভামতীপতি কিন্তু তাঁহার পূর্বাচার্যগণের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একটি প্রাসঙ্গিক স্থলের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করেতেছি—

"আচর্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বাচোঽস্মদাদীনাম্।
রথ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি।।"[৮]

—এই শ্লোকটি অবিকৃত রূপে মণ্ডনমিশ্র বিরচিত *বিধিবিবেক*-এর *ন্যায়কণিকা* টীকায় এবং ভগবান ভাষ্যকারকৃত *শারীরমীমাংসা*-এর *ভামতী* টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট যে, ভামতীপতি ভাষ্যকার এবং বিধিবিবেককার বা ব্রহ্মসিদ্ধিকারের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরূময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চদ্দুঃখভাগ্ভবেৎ।।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

---

৭. ***কল্পতরু,*** পৃ. ৬৪৯

৮. ***ন্যায়কণিকা,*** পৃ. ১
ভামতী, পৃ. ৪

গ্রন্থপঞ্জী

মূলগ্রন্থঃ

অমলানন্দ, ***শাস্ত্রদর্পণ,*** শ্রীবাণীবিলাস প্রেস, কলকাতা, শ্রীরঙ্গম, ১৯১৩ খ্রীঃ।

আনন্দবোধ ভট্টারক, *ন্যায়মকরন্দ,* চিৎসুখাচার্য, *ন্যায়মকরন্দব্যাখ্যা,* এন. এস. এন. স্বামী বলরাম উদাসীন মণ্ডলিকা (সম্পাদক), ***ন্যায়মকরন্দঃ,*** চৌখাম্বা, বারাণসী, ১৯০১ খ্রীঃ।

মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়সূত্র,* বাৎস্যায়ন, *ভাষ্য,* উদ্যোতকর, *বার্ত্তিক,* বাচস্পতিমিশ্র, *তাৎপর্যটীকা,* বিশ্বনাথ, *বৃত্তি,* অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ (সম্পাদক), ***ন্যায়দর্শনম্,*** মুন্সিরাম মনোহরলাল প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লী, ১৯৮৫ খ্রীঃ।

চিৎসুখাচার্য, *তত্ত্বপ্রদীপিকা,* প্রত্যক্স্বরূপ, *নয়নপ্রসাদিনী,* যোগিন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), ***প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা*** (চিৎসুখী), উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, কাশী, ১৯৫৬ খ্রীঃ।

পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা,* আত্মস্বরূপ, *প্রবোধপরিশোধিনী,* বিজ্ঞানাত্মা, *তাৎপর্যার্থদ্যোতিনী,* প্রকাশাত্মযতি, *বিবরণ,* চিৎসুখাচার্য, *তাৎপর্যদীপিকা,* নৃসিংহাশ্রম, *ভাবপ্রকাশিকা,* এস. শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস. আর. কৃষ্ণমূর্তি (সম্পাদক), ***পঞ্চপাদিকা,*** গভর্ণমেন্ট ওরিয়েন্টাল ম্যানাস্ক্রিপটস্ লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ খ্রীঃ।

মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র,* শঙ্করাচার্য, *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* অনুভূতিস্বরূপাচার্য, *প্রকটার্থবিবরণ,* চিৎসুখাচার্য, *ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা,* আনন্দগিরি, *ন্যায়নির্ণয়,* প্রকাশাত্মন্, *শারীরকন্যায়সংগ্রহ,* মণিদ্রাবিড় (সম্পাদক), ***শারীরকমীমাংসাভাষ্যম্,*** শ্রী দক্ষিণামূর্তি মঠ প্রকাশন, কাশী, ২০০২ খ্রীঃ।

মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র,* শঙ্করাচার্য, *শারীরকমীমাংসাভাষ্য,* বাচস্পতিমিশ্র, *ভামতী,* অমলানন্দস্বামী, *বেদান্তকল্পতরু,* অপ্যয়দীক্ষিত, *বেদান্তকল্পতরুপরিমল,* পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণা

শাস্ত্রী ও বাসুদেব লক্ষণ শাস্ত্রী পানসিকার (সম্পাদক), ***ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্,*** কৃষ্ণাদাস একাদেমি, বারাণসী, ১৯৭২ খ্রীঃ।

মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র,* শঙ্করাচার্য, *শারীরকমীমাংসাভাষ্য, বৈয়াসিকন্যায়মালা* সহ, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (সম্পাদক), ***বেদান্তদর্শনম্,*** প্রথমঃ অধ্যায়ঃ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯ খ্রীঃ।

বিদ্যারণ্যমুনি, *বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ,* প্রমথনাথ তর্কভূষণ (সম্পাদক), ***বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহঃ,*** বসুমতি সাহিত্যমন্দির, কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

বিমুক্তা, *ইষ্টসিদ্ধি,* জ্ঞানোত্তম, *ইষ্টসিদ্ধিবিবরণ,* এম. হিরিয়ানা (সম্পাদক), ***ইষ্টসিদ্ধিঃ,*** ওরিয়েন্টাল ইউনিভার্সিটি, বরোদা, ১৯৩৩ খ্রীঃ।

মধুসূদনসরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি,* ব্রহ্মানন্দ, *লঘুচন্দ্রিকা,* অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী (সম্পাদক), ***অদ্বৈতসিদ্ধিঃ,*** পরিমল পাবলিকেশনস্, দিল্লী, ১৯৮২ খ্রীঃ।

মণ্ডনমিশ্র, *বিধিবিবেক,* বাচস্পতিমিশ্র, *ন্যায়কণিকা,* শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদক), ***বিধিবিবেকঃ,*** প্রথম ভাগ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৮২ খ্রীঃ।

মণ্ডনমিশ্র, *ব্রহ্মসিদ্ধি,* শঙ্খপাণি, *ব্রহ্মসিদ্ধিব্যাখ্যা (শঙ্খপাণিটীকা),* কপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাদক), ***ব্রহ্মসিদ্ধিঃ,*** শ্রীসৎগুরু পাবলিকেশনস্, মাদ্রাজ, ১৯৮৪ খ্রীঃ।

শঙ্করাচার্য, *পঞ্চীকরণ,* সুরেশ্বরাচার্য, *পঞ্চীকরণবার্ত্তিক,* নারায়নেন্দ্রসরস্বতী, *বার্ত্তিকাভরণ,* আনন্দগিরি, *পঞ্চীকরণবিবরণ,* রামতীর্থ, *তত্ত্বচন্দ্রিকা,* অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী (অনুবাদক), ***শাঙ্করগ্রন্থাবলী,*** সদেশ, কলকাতা, ২০১৩ খ্রীঃ।

সদানন্দ যোগীন্দ্র, *বেদান্তসারঃ,* লোকনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদক), ***বেদান্তসার,*** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৪ খ্রীঃ।

সর্বজ্ঞাত্মমুনি, *সংক্ষেপশারীরক,* স্বামী যোগিন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), ***সংক্ষেপশারীরকম্,*** ষড়দর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৭ খ্রীঃ।

সহায়কগ্রন্থঃ

আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, ***বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ,*** প্রথম খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৩৪৮, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী, ***অদ্বৈতবেদান্তে অবিদ্যানুমান,*** সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী, ***অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা,*** গুপ্ত প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রীঃ।

ডঃ রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ***বিবরণপ্রস্থানে অজ্ঞানসিদ্ধিঃ*** *সুষুপ্তি, অর্থাপত্তি ও শ্রুতিবিচার,* মিত্রম, কলকাতা, ২০০৮ খ্রীঃ।

মহামহোপাধ্যায় সীতানাথ গোস্বামী, ***ব্রহ্মসূত্রেরঅধ্যাসভাষ্য,*** সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১২ খ্রীঃ।